পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 276 Sunday, 6 September 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৭৬ সংখ্যা ❋ ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩, রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কলকাতা হাই কোর্টের রায়

বিয়ে বৈধ না হলেও ‘বধূ নির্যাতন’ মামলা চলতে পারে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শুধু আইনত বৈধ বিবাহ হলেই বধূ নির্যাতনের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারা প্রয়োগ করা যাবে-এমন ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও সম্পর্কে বিয়ের মতো ঘরোয়া সম্পর্কের উপাদান এবং নিষ্ঠুরতার প্রাথমিক প্রমাণ থাকলে শুধুমাত্র বিবাহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ৪৯৮এ ধারায় শুরু হওয়া ফৌজদারি মামলা খারিজ করা যায় না। সম্প্রতি বিচারপতি উদয়কুমারের এজলাসে এমনই একটি মামলার শুনানি হয়। মামলাটি করেন এস কে আজহারউদ্দিন ওরফে আকাশ। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার চার্জশিট খারিজের আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বর্ধমান থানায় দায়ের হওয়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই আবেদন করা হয়। মামলার অভিযোগকারী কোয়েল বেগম ওরফে জয়া রায়ের দাবি, ২০১৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পর তাঁর সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত নিজেকে অবিবাহিত ও অনাথ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে এবং বিয়ের মতো সম্পর্কে জড়াতে প্ররোচিত করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর তাঁর উপর নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা এবং তোলাবাজির অভিযোগও তোলেন জয়া। অভিযোগের মধ্যে ধর্মান্তরের প্রসঙ্গও রয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতে ফৌজদারি মামলা চলছিল। সেই মামলা এবং চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে আবেদন করেন আকাশ। তাঁর যুক্তি ছিল, যেহেতু তাঁদের মধ্যে আইনত বৈধ বিবাহ হয়নি, তাই ৪৯৮এ ধারায় মামলা চালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

তবে সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগের সত্যতা ও সম্পর্কের প্রকৃতি বিচার না করে শুধুমাত্র বিবাহের আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফৌজদারি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া যায় না। অভিযোগে যদি বিয়ের মতো ঘরোয়া সম্পর্কের উপাদান এবং নিষ্ঠুরতার প্রাথমিক ইঙ্গিত থাকে, তাহলে মামলাটি তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোতে পারে। উল্লেখ্য, বিবাহিত মহিলাদের উপর স্বামী বা স্বামীর পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুরতা রুখতে ১৯৮৩ সালে আইপিসিতে ৪৯৮এ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন এই ধারার আওতায় পড়তে পারে। তবে এই ধারার অপব্যবহার রুখতে সুপ্রিম কোর্টও একাধিকবার সতর্ক করেছে। অভিযোগ দায়ের হলেই স্বামী বা তাঁর আত্মীয়দের স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে না আইন অনুযায়ী তদন্ত ও অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে হবে।

ডেকার্স লেনে হানা

খাদ্যের মান নিয়ে কড়া নজরদারি খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় খাবারের ঠিকানা ডেকার্স লেনে অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। অফিসপাড়ার এই ব্যস্ত এলাকায় প্রতিদিনই চপ, কাটলেট, মিষ্টি থেকে শুরু করে ভাতের হোটেলের খাবারের টানে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। সেই খাবারের গুণমান ও রান্নায় ব্যবহৃত উপকরণের মান যাচাই করতেই এবার অভিযান চালালেন দপ্তরের আধিকারিকেরা। অভিযানের সময় ডেকার্স লেনের একাধিক খাবারের দোকানে গিয়ে খাবারের মান পরীক্ষা করা হয়। রান্নায় কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি কতটা নিরাপদ এবং খাবার তৈরির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না-মূলত এই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখা হয়। জনপ্রিয় চপ-কাটলেটের দোকান থেকে শুরু করে মিষ্টির দোকান এবং পরিচিত ভাতের হোটেলগুলিও ছিল নজরদারির আওতায়। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বহু ক্রেতা। তাঁদের মধ্যে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন ক্রেতা জানান, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁরা ডেকার্স লেনের বিভিন্ন দোকানে খাবার খেয়ে আসছেন। তাঁদের দাবি, এত বছর ধরে নিয়মিত খাবার খেলেও বড় ধরনের অসুস্থতার অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে একইসঙ্গে তাঁরা খাবারের গুণমান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত পরীক্ষা করার পক্ষেও সওয়াল করেন। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান অবশ্য শুধু ডেকার্স লেনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাগেরবাজার-সহ কলকাতা সংলগ্ন আরও কয়েকটি এলাকার রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। দমদম পার্কের একটি পরিচিত রেস্তোরাঁতেও অভিযান চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। সেখানে মজুত করা মাংসের গুণমান নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। অভিযানে পাওয়া মাংস পচা ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও পরবর্তী পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এরপর ৬-র পাতায়

জেলায় জেলায় ‘সিএম শ্রী’ ইনস্টিটিউট

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভর্তি পরীক্ষায় পড়ুয়ারা, শিক্ষক দিবসে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের স্কুলশিক্ষার মানোন্নয়নে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তৈরি করা হবে ‘সিএম শ্রী’ বা ‘মুখ্যমন্ত্রী শ্রী’ ইনস্টিটিউট। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি জেলায় দু’টি করে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কিংবা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ধাঁচে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলে ভবিষ্যতে মডেল স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নিউটাউনের কনভেনশন সেঃটারে আয়োজিত হয় ‘বিদ্যাসাগর শিক্ষক সম্মান’ প্রদান অনুষ্ঠান। সেখানেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে স্কুলশিক্ষার পরিকাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য উন্নত শিক্ষার সুযোগ তৈরির বিষয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুভেঃদু। তাঁর দাবি, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি স্কুলের পরিকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। রাজ্যের শিক্ষার মান জাতীয় স্তরে পিছিয়ে রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। সেই পরিস্থিতি বদলে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর সরকার কাজ করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই লক্ষ্যেই ‘সিএম শ্রী’ ইনস্টিটিউট তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হবে। জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মতোই পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থা সাধারণ স্কুলের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ মানের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। শুধু নামেই মডেল স্কুল নয়, পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। শুভেন্দু জানান, ‘সিএম শ্রী’ ইনস্টিটিউটে সেরা মানের শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি আধুনিক ডিজিটাল ল্যাব, স্মার্ট বোর্ড এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পড়ুয়াদের বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপরেও জোর দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আপাতত প্রতিটি জেলায় দু’টি করে ‘সিএম শ্রী’ ইনস্টিটিউট তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হতে পারে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মেধাবী পড়ুয়ারাও যাতে উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগ পান, সেই লক্ষ্যেই এই মডেল স্কুলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়াশোনা নয়, ডিজিটাল পরিকাঠামোকে শিক্ষার সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্মার্ট বোর্ড ও ডিজিটাল ল্যাবের মতো পরিকাঠামো চালু হলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়কে আরও আকর্ষণীয়ভাবে পড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে। স্কুলশিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপের কথাও উঠে আসে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ধরনের বৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষক দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। ‘সিএম শ্রী’ ইনস্টিটিউট বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি জেলায় অন্তত দু’টি করে উন্নত পরিকাঠামোর মডেল স্কুল তৈরি হবে। সেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী পড়ুয়াদের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

যুদ্ধের আবহে ডলারের জোগান বাড়াল প্রবাসীদের আমানত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এল বিপুল বিদেশি মুদ্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহ, বিশ্ববাজারে জ্বালানির দামে অস্থিরতা এবং তার জেরে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা-এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছিল ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারেও। এমন সময়ে দেশের পাশে দাঁড়ালেন প্রবাসী ভারতীয়রা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ আমানত প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা জমা পড়ায় সাময়িক স্বস্তি ফিরেছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার জোগানে। তথ্য অনুযায়ী, মাত্র দু’মাসের মধ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের আমানত থেকেই প্রায় ১২,৭০০ কোটি ডলারের বিদেশি মুদ্রা জমা পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ১৩,৬০০ কোটি ডলারের আমানত এসেছে। এর প্রায় ৯৩ শতাংশই এসেছে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে। আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তার সময় এই বিপুল সাড়া ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি প্রবাসীদের আস্থার ইঙ্গিত বলেই মনে করছে কেন্দ্র। বিদেশি মুদ্রার জোগান বাড়াতে গত ৮ জুন বিশেষ উদ্যোগ নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এর আওতায় ফরেন কারেন্সি নন-রেসিডেন্ট (ব্যাঙ্ক), অর্থাৎ আমানতের মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয়দের বিদেশি মুদ্রায় আমানত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। এই আমানতের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, গ্রাহক যে বিদেশি মুদ্রায় টাকা জমা করবেন, সেই মুদ্রাতেই নির্দিষ্ট হারে সুদ বা রিটার্ন পাওয়ার সুযোগ। শুধু আমানত সংগ্রহ নয়, বিদেশে বিনিয়োগকারী ভারতীয় সংস্থাগুলিকেও সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে বিদেশি মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে উসাহিত করা হয়। পাশাপাশি বাহ্যিক বাণিজ্যিক ঋণ এর ক্ষেত্রেও ডলারে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ বাড়ানো হয়। মূল লক্ষ্য ছিল, বৈদেশিক মুদ্রার জোগানের উপর চাপ কমিয়ে অর্থনীতিকে কিছুটা অতিরিক্ত সময় দেওয়া। সরকারের তরফে এই উদ্যোগকে কার্যত একটি ‘ টাইম’ তৈরির পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। অর্থা, আন্তর্জাতিক বাজারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগে পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে শক্তিশালী রাখাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকল্প চালু হওয়ার পর যে পরিমাণ সাড়া পাওয়া যায়, তা প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে যায় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা জমা পড়তে শুরু করে। প্রকল্পটি ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালানোর কথা থাকলেও আমানতের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় আগস্টের শেষেই তা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, এই বিপুল আমানত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার জোগানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের চাহিদা এবং জ্বালানি আমদানির খরচ যখন অর্থনীতির উপর চাপ তৈরি করে, তখন অতিরিক্ত বিদেশি মুদ্রার জোগান

এরপর ৬-র পাতায়

উত্তরবঙ্গে সতর্কতা

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায় বৈঠকে শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর এবার উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও বাড়ছে সতর্কতা। প্রতিবেশী দেশের হড়পা বান এবং হিমবাহ হ্রদ ভাঙনের মতো বিপর্যয়ের প্রভাব উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে পড়তে পারে কি না, তা খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আগামী ৮ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পৌঁছে উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর তাঁর কালিম্পং যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি নেপালে হড়পা বান এবং হিমবাহ হ্রদ ভেঙে যাওয়ার ঘটনায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। নেপালের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে তাই আগাম সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছে প্রশাসন। বিশেষ করে কালিম্পং, দার্জিলিং-সহ পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, আকস্মিক জলস্তর বৃদ্ধি এবং নদী-নালায় অতিরিক্ত জল নামার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে কীভাবে দ্রুত মোকাবিলা করা হবে, তা নিয়েই প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরকন্যার বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতির পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকার পরিকাঠামো এবং জরুরি পরিষেবার সক্ষমতা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবার্তা, স্থানীয় প্রশাসনের প্রস্তুতি এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করার মতো বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর উত্তরবঙ্গে নিজের প্রথম সফরেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য কাজ, শুধুমাত্র পাহাড় ভ্রমণ নয়। এরপর উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে একাধিক বৈঠকও করেছেন তিনি। এবার নেপালের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর আরও তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলকে সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকার কী ধরনের আগাম ব্যবস্থা নেয়, মঙ্গলবারের বৈঠকের পর সেদিকেই নজর থাকবে।

শারদোৎসবের প্রস্তুতি, পুজো কমিটি ও প্রশাসনের সঙ্গে বসছেন শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং উসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, তা নিশ্চিত করতে এবার বড়সড় সমন্বয় বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার কলকাতার মিলন মেলা মাঠে প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পুলিশ, বিদ্যুৎ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। পুজোর সময় শহর ও শহরতলিতে বিপুল মানুষের সমাগম হয়। ফলে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ-সবকিছু নিয়েই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করে বড় পুজোগুলিতে ভিড় সামলানো অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় যাতে যানজট তৈরি না হয়, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত উদ্ধার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকেও প্রশাসনের নজর থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে বড় মণ্ডপ, আলোকসজ্জা এবং অস্থায়ী কাঠামোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার কথাও শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী বলে প্রশাসনিক মহলের খবর। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টিও বৈঠকে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উৎসবের আগে প্রশাসন, পুলিশ এবং পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করাই এই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে আগামী সোমবারের বৈঠক থেকেই শারদীয়া উৎসব পরিচালনা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকা সামনে আসতে পারে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা কিভাবে মেটানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। অর্থ দপ্তরের উদ্যোগে আগামী শনিবার নতুন দিল্লিতে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে গঠিত মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের যে ১০ জন প্রতিনিধি রয়েছে তাদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে অর্থ দপ্তরের ল সেল বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি গোপাল চন্দ্র পাখিরার তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এদিকে ব্রিকস সম্মেলনের জন্য এগারো থেকে তেরই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সব সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে বলে সরকারিভাবে জানানোয় এই বৈঠক হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এনসিপিআই এর মতো আরও ৬টি ‘গোত্রহীন’ দলের হদিশ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের খাতায় নথিভুক্ত, কিন্তু জাতীয় বা রাজ্যস্তরে স্বীকৃতির তকমা নেই-এমনই আরও ছ’টি রাজনৈতিক দলের হদিশ মিলেছে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। দাবি করা হয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই ছ’টি দল সম্মিলিতভাবে ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি অনুদান পেয়েছে। অথচ দেশের রাজনৈতিক পরিসরে তাদের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক সাংসদ ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই আবহেই এনসিপিআই এর মতো নথিভুক্ত কিন্তু অস্বীকৃত আরও কয়েকটি দলের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলাও বিচারাধীন। এক প্রতিবেদনে যে ছ’টি দলের নাম উঠে এসেছে, সেগুলি হল-সত্যবাদী রক্ষক পার্টি, আম জনমত পার্টি, গরিব কল্যাণ পার্টি, স্বাধীনতা অভিব্যক্তি পার্টি, ভারতীয় ন্যাশনাল জনতা দল এবং নিউ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড পার্টি। প্রতিবেদনের দাবি, ছ’টি দলেরই সদর দপ্তর গুজরাটে-পাঁচটি আহমেদাবাদে এবং একটি আনন্দে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়েছে আম জনমত পার্টি-প্রায় ৬২০ কোটি টাকা। সত্যবাদী রক্ষক পার্টি পেয়েছে প্রায় ৩৩০ কোটি, নিউ ইন্ডিয়া ইউনাইটেড পার্টি প্রায় ২০০ কোটি এবং গরিব কল্যাণ পার্টি প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা।

ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা

কিষেনজির ছকেই কি জঙ্গল-যুদ্ধের প্রস্তুতি? আকাশের খোঁজে পোস্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ‘জমিন খা গয়া, ইয়া আসমান নিগল গয়া!’-নিখোঁজ কাউকে নিয়ে প্রচলিত এই হিন্দি প্রবাদই যেন এখন ঘুরছে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের জঙ্গলমহলে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারির মধ্যেও মাওবাদী নেতা আকাশের কোনও সন্ধান মেলেনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কড়া অবস্থানের পর একাধিক মাওবাদী নেতা আত্মসমর্পণ করেছেন, কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন, আবার যৌথবাহিনীর অভিযানে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও আকাশ এখনও অধরা বলে দাবি নিরাপত্তা সূত্রের। প্রশ্ন উঠছে, মাত্র কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কি ফের সংগঠনকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি? নাকি দীর্ঘদিনের জঙ্গল-যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করে ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোনও পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে? এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সূত্রের দাবি, জুলাই মাসে মাওবাদীদের পূর্বাঞ্চলীয় ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ঝা।খণ্ডের সারান্ডা জঙ্গল থেকে আকাশ-সহ কয়েকজন গেরিলা চান্ডিল-গামহারিয়া রেঞ্জ পেরিয়ে দলমা এবং বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। প্রায় ৭০০ পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম সারান্ডা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের সংঘাত চলে আসছে। সেই এলাকা থেকে একটি দল বেরিয়ে আসার খবর সামনে আসার পরই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়। এর মধ্যেই ঝা।খণ্ড পুলিশের হাতে কয়েকজন আহত মাওবাদী গেরিলা ধরা পড়ায় তদন্তকারীদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসতে শুরু করে বলে দাবি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল, যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, লিঙ্কম্যান এবং রসদ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে দুর্গম জঙ্গল ও পাহা।ি এলাকায় নজরদারি, গ্রাম ঘিরে তল্লাশি এবং

সন্দেহভাজন এলাকায় কর্ডন-অ্যান্ড-সার্চ অপারেশন-একাধিক পদ্ধতিতে অভিযান চালানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু প্রায় এক মাস ধরে লাগাতার তল্লাশি চললেও আকাশ-সহ কয়েকজন মাও নেতার কোনও নির্দিষ্ট হদিশ এখনও মেলেনি বলে দাবি তদন্তকারীদের। এই পরিস্থিতিতেই নতুন করে সামনে এসেছে ‘ পোস্টার। ঝা।খণ্ড পুলিশের তরফে পুরনো নথি ও ছবি ব্যবহার করে একাধিক মাওবাদী নেতার পরিচয় এবং তাঁদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ্যে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গম গ্রাম ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এমন পোস্টার লাগানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্দেশ্য, স্থানীয় বাসিঃদাদের কাছ থেকে কোনও তথ্য পাওয়া গেলে দ্রুত তা নিরাপত্তা সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া। তবে আকাশকে ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে তাঁর অতীত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে। একসময় জঙ্গলমহলে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা এক কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর আধিকারিকের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গেলে কিষেনজির সময়কার কৌশলও মাথায় রাখতে হবে। কিষেনজির নেতৃত্বে একসময় জঙ্গলমহলে মাওবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ বলেও নিরাপত্তা সূত্রের দাবি। ফলে তাঁর বর্তমান গতিবিধি নিয়ে বাড়তি সতর্কতা রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, পুরনো নেটওয়ার্কের কোনও অংশকে কাজে লাগিয়ে ফের সংগঠনকে সক্রিয় করার চেষ্টা হতে পারে। যদিও এর পক্ষে এখনও কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে আপাতত আকাশের সন্ধানেই জোর দিয়েছে যৌথবাহিনী। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের দুর্গম জঙ্গল, পাহাড়ি এলাকা এবং গ্রামগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে এখন মূল লক্ষ্য একটাই-আকাশ কোথায়? তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন, নাকি নতুন কোনও সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরি করছেন, সেই উত্তর খুঁজতেই চলছে তল্লাশি। আর সেই সঙ্গে কিষেনজির সময়কার জঙ্গল-যুদ্ধের ছক ফের কোনওভাবে ফিরে আসছে কি না, সেটিও নজরে রাখছে যৌথবাহিনী।

শিক্ষক দিবসে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পুষ্কর ধামির

দেহরাদূন, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শনিবার তাঁর বাসভবনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 'ভারতরত্ন' ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আজও অনুপ্রেরণার উস হয়ে রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অবদান আজও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, শিক্ষকরা জ্ঞান, মূল্যবোধ ও জীবন-দক্ষতার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করেন এবং তাদের সঠিক পথের দিশা দেখান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশ গঠন ও সমাজের উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দাদাভাই নওরোজির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সংবিধান সদনে

নয়াদিল্লি, ৫সেপ্টেম্বর ঃ দাদাভাই নওরোজি-র জন্মবার্ষিকীতে শুক্রবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হলো সংবিধান সদনে। উল্লেখ্য, দাদাভাই নওরোজি ছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় কংগ্রেসের তিনবারের সভাপতি। এ দিন সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে দাদাভাই নওরোজি-র প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার মহাসচিব উপল কুমার সিং, রাজ্যসভার মহাসচিব পি. সি. মোদী এবং বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।উল্লেখ্য, দাদাভাই নওরোজি ' গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আদর্শগত ও রাজনৈতিক ভিত্তি প্রদানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬ সালে তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৬ সালের অধিবেশনে তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে 'স্বরাজ'-এর দাবি উত্থাপন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানকে সম্মান জানিয়ে ১৯৫৪ সালের ১৩ মার্চ সংসদে লোকসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ জি. ভি. মাভলঙ্কর দাদাভাই নওরোজি-র প্রতিকৃতি উন্মোচন করেছিলেন।

রঘুনাথপুরে বেহাল রাস্তা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে

হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভাঙা ইট-রাবিশ দিয়ে গর্ত বোজালেন সিপিআই(এম) কর্মীরা, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে. প্রশ্ন। বেহাল দশায় রঘুনাথপুর বাজার সংলগ্ন টি এন মুখার্জী রোড। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ফলে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়ছেন পথচারী থেকে শুরু করে বাইক, টোটো ও অন্যান্য যানবাহনের চালকেরা। স্থানীযদের অভিযোগ, নিত্যদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে এই রাস্তায়। পাশাপাশি রাস্তার খানাখন্দের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যানবাহনও।অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল পরিস্থিতি থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শিশুর ভেতরের প্রাণবন্ত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্বঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিশুর ভেতরের প্রাণবন্ত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্ব, শনিবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার এই বছরের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। জাতীয়. পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একজনের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, স্ক্রিন টাইম বা ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে সময় কাটানো এখন এক ধরণের আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমার মনে একটি ভাবনা আসেঃকোনও শিশু যদি খেলাধুলার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাতে শুরু করে-আর খেলাধুলা বলতে আমি ভিডিও গেমের কথা বলছি না, বরং মাঠের আসল খেলার কথা বলছি-তবে তারা হয়তো ধীরে ধীরে সেই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা শিশুদের যত বেশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করব এবং এমন সব কর্মসূচি বা কার্যক্রম গড়ে তোলার অভ্যাস করব যা তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে, ততই ভালো। তিনি আরও বলেন,

পোশাক-পরিচ্ছদ বা ড্রেস কোড সংক্রান্ত যে বিষয়টি কিছু বড় শহর বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে এসেছে, সেখানে প্রায়শই সচেতনতার অভাব দেখা যায় অনেক সময় কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়। আজকের শিক্ষকদের এ বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও আশঙ্কা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে, এই ধরনের পদক্ষেপ শিশুদের আচরণে কোনও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কি না। আমি আপনাদের সবার উদ্দেশে কথা বলছি, তবে সমগ্র শিক্ষা সমাজের কাছেও একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাইঃ শিশুদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত হতে হলে আমাদের পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচির গণ্ডি পেরিয়ে আসতে হবে। আমরা যেন শৈশবকে হারিয়ে যেতে না দিই এই শৈশবকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। শিশুর ভেতরের সেই প্রাণবন্ত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্ব।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার এই বছরের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একজনের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর কাছে জনসমক্ষে কথা বলার দক্ষতা বা।ানোর বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি আপনার ছাত্র হতাম এবং একজন দক্ষ বক্তা হতে চাইতাম, তবে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দিতেন? আমার কী করা উচিত? এর জবাবে একজন শিক্ষক বললেন, প্রথমত, আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। আর প্রচুর অনুশীলনের মাধ্যমেই আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। আপনার ব্যক্তিত্বের আভা দেখে আমিও কিছুটা নার্ভাস বোধ করছিলাম।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কাশীর সাংসদ হিসেবে আমি সেখানে স্তন ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ক একটি কর্মসূচি শুরু করেছিলাম এবং এটা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, নারীরা এখন নিজেরাই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এগিয়ে আসছেন। আগে পরিস্থিতি এমন ছিল না। আরেকটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হলো একদিনে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করা।

নেপালের রাসুয়ায় জোরকদমে চলছে বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের কাজ

কাঠমান্ডু, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ধ্বংসাত্মক হ।পা বানে ১৩০০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যুর কয়েক দিন পর, নেপালের রাসুয়ার বেত্রবতীতে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে জোরকদমে। বেত্রবতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত থাকায় বা।ঘির, স্কুল, হাসপাতাল এবং

অন্যান্য জরুরি পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা দ্রুত সংযোগ পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ করে যাচ্ছেন।নতুন বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্ত সঞ্চালন লাইন মেরামত ও অন্যান্য পরিকাঠামো পুনরুদ্ধারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও এই প্রচেষ্টায় অংশ নিচ্ছেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, স্কুল, হাসপাতাল এবং পুরো গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যু সংযোগ ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। সবকিছু ভেসে গেছে। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ। চারটি স্কুল ভবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। পরশু নাগাদ বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা হবে আজই আমরা তার লাগানোর কাজ করছি।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৫ সেপ্টেম্বরমেঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

শিক্ষকই দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের নীরব স্থপতিঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবসে উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ভারতরত্ন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান তুলে ধরেন না তিনি অন্ধকারের মাঝে আলোর পথ দেখান, স্বপ্ন দেখতে শেখান, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে.চলার সাহস জোগান। একজন শিক্ষকের ভালোবাসা, শাসন, অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদই গড়ে তোলে আগামী দিনের মানুষ ও সমাজ। জীবনের পথে যত দূরেই এগিয়ে যাই, আমাদের সাফল্যের নেপথ্যে কোনও না কোনও শিক্ষকের অবদান নীরবে জড়িয়ে থাকে। তাঁদের ঋণ কখনও শোধ করার নয়। আজ মহান শিক্ষক দিবসে জীবন গড়ার সেই মহান কারিগর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। সকলকে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা। শিক্ষকই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের নীরব স্থপতি।

মহারাষ্ট্রে উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপিত দহি হান্ডি উৎসব

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর ঃমহারাষ্ট্রে শনিবার অত্যন্ত উসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে 'দহি হান্ডি' উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। এই উসবটি শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই উপলক্ষে, 'গোবিন্দা' নামে পরিচিত তরুণ অংশগ্রহণকারীরা উঁচুতে ঝোলানো দই, দুধ বা মাখন ভর্তি মাটির পাত্র ভাঙার জন্য উঁচু মানব-পিরামিড তৈরি করে এর মাধ্যমে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের দুষ্টুমির ঘটনাটি পুনরায় ফুটিয়ে তোলেন। মুম্বইয়ে এই উসবের প্রাণবন্ত উদযাপন দেখা যাচ্ছে, যেখানে গোবিন্দা দলগুলি ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে।মুম্বই এবং এর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় দহি হান্ডি হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে জ।তি একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই উৎসবে গোবিন্দারা মাটির পাত্র ভাঙার জন্য একাধিক স্তরের মানব-পিরামিড তৈরি করে থাকেন। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে, বিএমসি হাসপাতালগুলিকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে এবং আহত গোবিন্দাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে দু'টি বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর ও উচ্চশিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ''বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান''-২০২৬-এর আয়োজন করা হয়। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে শনিবার দু'টি বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নিউ টাউনের কনভেনশন সেন্টারের বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, ' প্রতি জেলায় দু'টি করে সিএমশ্রী স্কুল হবে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে তোলা হবে সেন্টার ইন এক্সলেন্স ইন স্পোর্টস সেন্টার।'পাশাপাশি স্কুল সিলেবাসে বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিতও দেন তিনি। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে স্কুল সিলেবাসে বদলের ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ' টাটাকে তাড়ানো নিয়ে। স্বামী প্রণবানন্দকে নিয়ে এক লাইনও পাবেন না।' পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস কেন থাকবে না সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে আইএসএল, উদ্বোধনী তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃশনিবার এআই এফএফ ঘোষণা করেছে যে, ক্লাব-পরিচালিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) আগামী ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে, মে মাস পর্যন্ত চলবে ।আইএসএল তার ঐতিহ্যবাহী হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ফিরবে, যেখানে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা দল শিল্ড উইনার অর্থাৎ আইএসএল-এর আনুষ্ঠানিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মুকুট পরবে এবং এশীয় প্রতিযোগিতায় একটি স্থান অর্জন করবে।নতুন মরসুমে প্লে-অফ ফরম্যাটেও ফিরবে, যেখানে শীর্ষ ছয়টি ক্লাব আইএসএল কাপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।আট মাসব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৬৩টি ম্যাচ খেলা হবে।তেরোটি দল রাউন্ড-রবিন ও হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং চার্চিল ব্রাদার্সের অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ।অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো হলো বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি, চার্চিল ব্রাদার্স এফসি, ইস্ট বেঙ্গল এফসি, এফসি গোয়া, ইন্টার কাশী এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, মুম্বাই সিটি এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।ডায়মন্ড হারবার এফসি, যারা ২০২৫-২৬ ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের শিরোপা জিতে আইএসএল-এ পদোন্নতি লাভ করেছিল। কিন্তু তারা এই মরসুমের জন্য প্রশাসনিক ফি প্রদানের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অংশ নিতে পারছে না।

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে দুর্নীতি দমন শাখার অভিযান

তিরুচিরাপল্লী, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মন্ত্রী কেএন নেহরুর বাড়িতে হানা দিল দুর্নীতি দমন শাখা। শনিবার সকালে প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান অফিসাররা। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এর মধ্যেই নেহরুর বাড়িতে হাজির হয়েছেন আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী আনবিল মহেশ। এই নিয়ে তামিলনাড়ু জুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।তিরুচিরাপল্লীতে প্রাক্তন মন্ত্রী কে এন নেহরুর বাসভবনে তামিলনাড়ু ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি -করাপশন ডিরেক্টরেট-এর

তল্লাশি অভিযানের মধ্যেই থিল্লাই নগরে তাঁর বাসভবনে এসে পৌঁছন প্রাক্তন মন্ত্রী আনবিল মহেশ পোয়্যামোঝি। প্রাক্তন মন্ত্রীর বাসভবনে ভিজিল্যান্স ও দুর্নীতি দমন বিভাগের তল্লাশি অভিযান চলাকালীনই এই সাক্ষাতের ঘটনাটি ঘটে।

রাশিফল

মেষঃ হৃদয়ঘটিত বিষয়ে কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান। প্রিয়তমের কাছে অনুভূতির কথা প্রকাশ করার জন্য শব্দচর্চায় শান দিন। রোমান্টিক কিছু প্রকাশ করার সময়ে সৃজনশীল হন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি খুশি থাকবেন। আপনি হয়তো দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্ভাবনার কথাও ভাববেন।
বৃষঃ এরকম সম্ভাবনা আছে যে আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রবল অবাস্তব ও কল্পনাবাদী হবে। চুল কাটার জন্য আজ শুভ দিন।।
মিথুনঃআজকে দিনের বেলা আপনি হয়তো গুরুতর অর্থ খরচের সম্মুখীন হবেন। আপনাই এমন জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করবেন যা আপনার জন্য আবশ্যক নয়।।
কর্কটঃআপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনি প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে পাবেন, যিনি এক মুহূর্তেই আপনার মন আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে।।
সিংহ ঃ সম্ভাবনা আছে যে আপনি দিনের শেষে কোনও অসাধারণ উপহার পেতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমের যত্নে ডুবে যেতে পারেন, কেননা আপনি তার খুব বেশি খাতির করেন। বিবাহের যোগ হবে
কন্যাঃ আজ আপনি নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে সক্ষম হবেন। আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
তুলাঃআজকে আপনার কাছে সবথেকে প্রাধান্য পাবে প্রেম, কাজেই আপনি অন্যদিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে দৌড়োবেন। আপনার প্রিয়তমের সব চাহিদা পূরণ করতে আপনি ব্যস্ত থাকবেন। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ আজকে আপনি কাজের প্রতি আপনার অঙ্গীকার ও পরিবারের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাবেন। কর্মক্ষেত্রে, সঠিক কাজটি সঠিক লোকের কাছেই এসেছে, আপনার কাছে। সংসারে শান্তি হবে
ধনুঃ গুপ্ত বিষয়ের পর্দা সরে যাবে ও যে রহস্য আপনাকে বিগত কিছুদিন ধরে হতবাক ও বিব্রত করে রেখেছিল তা উন্মোচিত হবে, যা যা আপনার বোঝা প্রয়োজন তা আপনার সামনে খুলে যাবে।
মকরঃ আজকে আপনি যাই দেখবেন ও করবেন তার পিছনেই যুক্তি ও কারণ খুঁজবেন। কাজের চাপে আজ আপনি চিন্তিত ও ক্লান্ত থাকবেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু পাওয়ার আশা আপনাকে কাজ করে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, সে যত চাপই আসুক না কেন। বিবাহের যোগ।
কুম্ভঃ আজকে রাতে আপনার কল্পনাশক্তি চরম সীমায় পৌঁছবে। আপনি অতি অবশ্যই আপনার সঙ্গীকে মুগ্ধ করতে পারবেন। আপনার অন্তর থেকে লেখা মধুর ভাষ্য আপনার প্রিয়তমের পাওয়া সর্বকালের সেরা উপহার হবে।
মীনঃআপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আপনি এক অসাধারণ রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করবেন। সম্ভবত আজকে আপনার মনউদ্যম আর্থিক বিনিয়োগ বা বিলাসবহুল জিনিস কেনার দিকে ঝুঁকবে না। উচিত। সন্তান হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজকে। শুভদিন।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এরপর পরবর্তী দুই দিন বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বা।তে পারে উত্তরবঙ্গে, মূলত ওপরের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেশি হতে পারে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪৯মিনিট এবংরাত ১১টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫১মিনিটে হতে পারে।

কৃত্রিম রঙ, অস্বাস্থ্যকর রান্নাঘর, মিষ্টির দোকান, রেস্তরাঁয় অভিযান

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : খাদ্যে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার, খাবারের গুণগত মান, রান্নার জায়গার পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য তৈরিতে সরকারি নিয়মকানুন মানা হচ্ছে কি না;এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে জয়নগরে অভিযান চালালো প্রশাসন। শনিবার জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকার মিষ্টির দোকান, বিরিয়ানির দোকান, হোটেল ও রেস্তরাঁয় এই অভিযান চালানো হয়। এদিনের অভিযানে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদার-সহ পুলিশের একটি দল। সরকারি আধিকারিকরা জয়নগরের রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, নিউ আরসালান বিরিয়ানি, আপ্যায়ন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-সহ একাধিক খাদ্য প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি ও পরিদর্শন করেন।অভিযান চলাকালীন দোকান ও রেস্তরাঁগুলিতে ঢুকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করার পাশাপাশি যে জায়গায় খাবার তৈরি হচ্ছে, সেই রান্নাঘরের পরিবেশও খতিয়ে দেখা হয়। খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর মেয়াদ, ব্যাচ নম্বর, ক্রয়ের বিল এবং অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি রান্নার জায়গায় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি কতটা মেনে চলা হচ্ছে, তাও দেখা হয়।বিশেষ করে খাবারে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার নিয়ে নজরদারি চালানো হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে খাবারে রঙ কেন ব্যবহার করা হয়েছে এবং রান্নার জায়গা কেন অপরিচ্ছন্ন;তা নিয়েও দোকানদারদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়। খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও বিক্রির ক্ষেত্রে কী কী সরকারি নিয়ম মেনে চলাবাধ্যতামূলক, সে বিষয়েও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির খাদ্য দফতরের লাইসেন্স রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। এদিন বিভিন্ন দোকান ও রেস্তরাঁ থেকে খাবারের নমুনাও সংগ্রহ করেন সরকারিআধিকারিকরা। সেই নমুনা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে চলার জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। সরকারি আধিকারিকরা জানান, এই অভিযানের সময় খাবার কী পরিবেশে তৈরি হচ্ছে, রান্নার জায়গা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত, খাবারে কোনও নিষিদ্ধ বা অনুপযুক্ত রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স রয়েছে কি না; সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে। সংগৃহীত নমুনা ও অভিযানের রিপোর্ট বিভাগীয় দফতরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে পরীক্ষার রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, শুধু জয়নগর নয়,রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের অভিযান চলছে।খাদ্য ব্যবসায়ীদের সরকারি নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি এবং বিক্রি করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের এই অভিযানে এলাকায় খাদ্যের মান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে নজরদারি আরও জোরদার হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

বিরিয়ানিতে নিষিদ্ধ 'কামধেনু' রং! সস কারখানার লাইসেন্স সাসপেন্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বিরিয়ানিতে নিষিদ্ধ ক্ষতিকর রং, রান্নার তেলে মাত্রাতিরিক্ত টিপিসি, কোথাও আবার খাবার তৈরির জায়গায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ;'খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ'-এর মধ্যেই নবদ্বীপে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ অভিযানে সামনে এল একাধিক অনিয়ম। এ দিন প্রতাপনগর, বুড়োশিবতলা রোড, রাধাবাজার-সহ নবদ্বীপের একাধিক এলাকায় অভিযান চালানো হয়। নজরদারির আওতায় ছিল বিরিয়ানির দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, চানাচুর কারখানা এবং টমেটো সস তৈরির সংস্থা। নবদ্বীপ বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় মোট ১২টি প্রতিষ্ঠানে চলে আকস্মিক পরিদর্শন। জেলা ফুড সেফটি অফিসার সচিন সুরওয়াড়ে-র নেতৃত্বে অভিযানে ছিলেন নবদ্বীপ ব্লকের ফুড সেফটি অফিসার তৃষা হাজরা-সহ দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা। অভিযানে কয়েকটি মিষ্টির দোকানে মাছি-পোকামাকড়ের উপদ্রব এবং খাবার তৈরির জায়গার আশপাশে অপরিচ্ছন্নতা ধরা পড়ে। ব্যবসায়ীদের দ্রুত পরিবেশ পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিকাঠামো বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ কয়েকটি বিরিয়ানির দোকানকে ঘিরে। দপ্তরের দাবি, রান্নায় ব্যবহার করা হচ্ছিল নিষিদ্ধ শিল্পজাত 'কামধেনু' রং। এমন রং মেশানো খাবার ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ব্যবহৃত রান্নার তেল পরীক্ষাতেও মেলে গলদ। কয়েকটি ক্ষেত্রে তেলে টিপিসি-এর মাত্রা ৩০ শতাংশের বেশি পাওয়া যায়। সেই তেলও বাতিল করে দিয়েছে দপ্তর। অন্য দিকে, একটি টমেটো সস প্রস্তুতকারী সংস্থায় একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ায় দেওয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিস।

নেপালের অসহায় মানুষের পাশে স্কুলের পড়ুয়ারা - খুশি নাগরিক মহল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নেপাল, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : গানে আছে 'মানুষ মানুষের জন্য'। একদম স্কুল পড়ুয়ারা তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে। তাই দেখ াগেলো নেপাল কাণ্ডে। বিপর্যস্ত এলাকার বহু দূরের বাসিন্দা ছোট ছোট পড়ুয়ারা যেভাবে পকেটখরচ বাঁচিয়ে পাশে দাঁড়াচ্ছে বন্যাদুর্গতদের, তা সত্যিই মন ভালো করে দেওয়ার মতো এক খবর। আচামের মঙ্গলসেন পুরসভার অন্তর্গত শোদশা সেকেন্ডারি স্কুল। সেই স্কুলেরই নবম শ্রেণির ছাত্র ইউনিক কেসি। খবরের কাগজ ও পোর্টালে লাগাতার বিপর্যয়ের খবর পড়তে পড়তে তার মনের মধ্যে ইচ্ছে জন্মায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর। ওই স্কুলের পড়ুয়ারা মিলে চাইল্ড ক্লাব নামে একটি ক্লাব খুলেছিল। সেখানে এলাকার হাজার দেড়েক পড়ুয়ারা সদস্য। গত সোমবার তারা একটা বৈঠক ডাকে। অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষকের ফেয়ারঅয়েল নিয়ে আলোচনার মাঝেই উঠে আসে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের কথা। ইউনিক প্রস্তাব দেয় বন্যাদুর্গত পরিবারের শিশুদের জন্য কিছু করার। কিন্তু কত অর্থ জোগাড় করা সম্ভব? আলোচনায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় নিজেদের পকেটখরচ বাঁচিয়ে সেই টাকা জোগাড় করার। যেমন ভাবা তেমন কাজ। এই অসময়ে ওই পড়ুয়াদের তোলা অর্থে বিধ্বস্ত পরিবারগুলির কতটা সুরাহা হবে তা সময়ই বলবে। কিন্তু এমনভাবে হৃদয়বেত্তার প্রতিফলন বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে থাকার শিক্ষা এখনই পেয়ে গিয়েছে ওই পড়ুয়ারা। আগামির পৃথিবীকে তারা সুন্দর করে গড়বেন এই আশা করাই যায়। ত্রিশূলি ও ভোটকোসি নদীর ধ্বংসযজ্ঞে এখনও পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে ১২৫৯ জনের। নিখোঁজ অন্তত ৫০০০ জন। এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ৬৫৪১ জনকে। ভয়ংকর দুর্যোগে কত বাড়ি, অফিস, সেতু, দোকান-বাজার ভেঙেছে, তার স্পষ্ট হিসাব এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। মনে করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত ১২ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনও বহু এলাকায় পৌঁছতে পারেননি উদ্ধারকারীরা। ফলে আগামী দিনে হতাহতের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

আরও তিন ভারতীয় উদ্ধার হল নেপালে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নেপাল, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : নেপালে উদ্ধার কাজ প্রায় শেষের দিকে হলেও এখনও নাটকীয়ভাবে কিছু জীবন্ত প্রাণকে উদ্ধার করা হচ্ছে। এতদিন পরেও ধুকপুক করে চলছে তাদের হৃদয়। প্রাণপ্রদীপের অফুরান শক্তি নিয়ে এখনও কাদামাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসছেন কেউ কেউ। আশার আলো উজ্জ্বলতর হচ্ছে। বিপর্যস্ত নেপালের ত্রিশূলী বাজার থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজন ভারতীয় উদ্ধার হয়েছেন। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার রাতে এক্স হ্যান্ডলে এই সুসংবাদ পোস্ট করেছেন। জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ১৬৯ ভারতীয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যা ২৭৫। তাঁদের সন্ধান চলছে। এদিকে, নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি মৃতের সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট হতাশাজনক মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, হড়পা বান আর হিমবাহ হ্রদ ভাঙার জোড়া বিপর্যয়ে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার ত্রিশূলী বাজার থেকে উদ্ধার হওয়া তিনজনের মধ্যে রয়েছে ৫ বছরের এক শিশুও। তাঁদের নাম অভিজিৎ সুরেশ পওয়ার, দীপিকা অভিজিৎ পওয়ার ও সমর্থ অভিজিৎ পওয়ার। মনে করা হচ্ছে, তিনজন একই পরিবারের সদস্য। গত ২৬ আগস্ট হড়পা বানের জেরে প্রথমে এই ত্রিশূলী বাজারই ভেসে গিয়েছিল। তবু এতদিন তাঁরা কোনওক্রমে নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন। রণধীর জয়সওয়াল পোস্টে জানিয়েছেন, নেপাল দূতাবাসের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগ রাখা হচ্ছে খবরাখবরের জন্য। এখনও যাঁরা নিখোঁজ, তাঁদের কোনওরকম খোঁজ মিললেই সেই তথ্য জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকৃতির অভিশাপগ্রস্ত নেপালকে ত্রাণসাহায্যও করে চলেছে নয়াদিল্লি।

ফারাক্কার বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে - মুছে যেতে পারে ধুলিয়ান

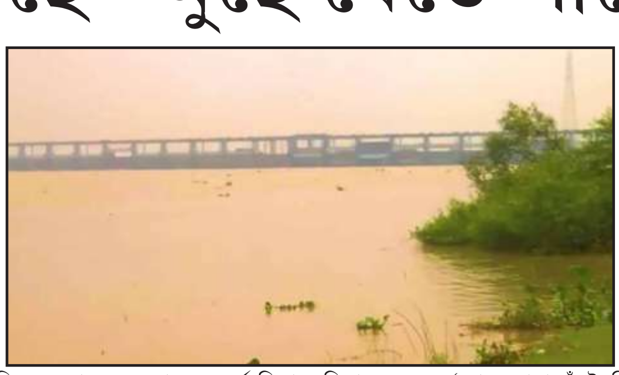

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ফারাক্কা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : দুদিন ধরেই গভীর বিপর্যয়ে ফারাক্কা। ট্রেন বন্ধ। মানুষের চূড়ান্ত ভোগান্তি চলেছে। এর মধ্যে নতুন তথ্য দিলো পরিবেশবিদেরা। রেলপথে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আজকের মধ্যেই রেললাইনে মেরামতের কাজ শেষ হবে। কিন্তু, রেল লাইনে এই ধস আরও বড়সড় অশনি সংকেত দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিপদ লুকিয়ে রয়েছে আরও গভীরে। যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাতে যে কোনও মুহূর্তে মিশে যেতে পারে গঙ্গা ও পদ্মা। আর তা হলে একের পর এক গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে গিয়েছে যে রেলপথ, সেখান একপাশে গঙ্গার শাখানদী আরেক পাশে মূল স্রোত। অর্থাৎ একদিকে পদ্মা আরেকদিকে ভাগীরথী বা হুগলি, যাকে গঙ্গা বলেই চেনে পশ্চিমবঙ্গ। ঘটনা হল গঙ্গার দু'টো ধারার মধ্যে দূরত্ব এই মুহূর্তে দেড় কিলোমিটার। আশঙ্কা একটাই এখনই ভাঙন ঠেকাতে না পারলে নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে গঙ্গা-পদ্মা মিশে যাবে। তাহলে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, বল্লারপুরের মতো বহু এলাকা বরাবরের মতো হারিয়ে যাবে। রেল ও সড়কপথে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে যোগাযোগ অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাহত হতে পারে। আজ না হোক কাল রেলপথ সারিয়েও নেওয়া যাবে। কিন্তু, ভাঙন প্রতিরোধ না করতে পারলে অনেক বড় বিপদ হতে পারে। কৌশিক চক্রবর্তী নামে এক নদী বিশেষজ্ঞ বলেন, 'যখন ফরাক্কা বাঁধ তৈরি হল, জল নিয়ন্ত্রণের বিষয় হল, কলকাতা বন্দরকে জল দেওয়া শুরু হল, তারপর বাংলাদেশও জলের জন্য বলতে থাকল। ১৯৯৬ সালে যখন বাংলাদেশের সঙ্গে জলচুক্তি হল, তখন থেকে সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। আমাদের আপস্ট্রিমে কোনও চড়া ছিল না। জলচুক্তির পরেই চরটা তৈরি হল। ডাউনস্ট্রিমেও জল শুকোতে শুরু করল। আর দুই-তিন বছর পর থেকে ভাঙনটা ভয়াবহ আকার ধারণ করল।'

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি থাকায় ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ দমকলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : অভিষেকের সংকট যাচ্ছেই না। তার ক্যামাকস্ট্রিটের অফিস নিয়ে নতুন জটিলতা। এবার হয়তো কিছু সময়ের জন্য অভিষেককে অফিস বন্ধই করতে হবে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি থাকায় ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় যে বিল্ডিংয়ে আছে, তার বেসমেন্ট, ছয়ও সাত তলা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হল। শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) দমকলের তরফে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের একাংশ খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দমকলের দাবি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় বড়সড় ত্রুটি রয়েছে বিল্ডিংয়ে। দিনকয়েক আগেই তারা ৯ নং ক্যামাক স্ট্রিটে ফায়ার অডিট করে গিয়েছিলেন। গোটা বিল্ডিংয়ের ফায়ার অডিট করতে গিয়ে দেখা যায় যে ৬ ও ৭ তলা, যেটি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস হিসাবেই পরিচিত, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক ত্রুটি রয়েছে। যেহেতু এই দুটি তল ভাড়া নেওয়া, তাই এরপর নোটিস দেওয়া হয়। কিন্তু অভিষেকের অফিসের তরফে কেউ হাজিরা দেয়নি বলে অভিযোগ। সেই কারণেই ১১সি ফায়ার সেফটি অ্যাক্ট অনুযায়ী, ছয় এবং সাততলা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ওই বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টেও ফায়ার সেফটি অডিট করেন দমকল আধিকারিকরা, সেখানেও একাধিক ত্রুটি পাওয়া যায়। বেসমেন্ট পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে যে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা থাকতে হয়, তা মানা হয়নি। সেই কারণেই বেসমেন্টটিও ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দমকলের নোটিস পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেয়, তাই-ই দেখার। জানা গিয়েছে, ছয় এবং সাত নম্বর ফ্লোরের ফায়ার লাইসেন্স এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে। এই লাইসেন্স রিনিউ করতে হবে। যতক্ষণ লাইসেন্স রিনিউ হচ্ছে না, ততক্ষণ এই ফ্লোরগুলি ব্যবহার করা যাবে না। আপাতত এই দুটি তল ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।২০২৩ সালে শেষবার ফায়ার অডিট হয়েছিল এই দুটি তলে। সেই সময় তিন বছরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সেই লাইসেন্স এক্সপায়ার করে গিয়েছে। অন্যদিকে, আগেরদিন ফায়ার অডিটের সময় বেশ কিছু গলদ পাওয়া গিয়েছিল। ফায়ার অ্যালার্ম, স্প্রিংকলার কাজ করেনি।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুজোর আকাশে খেলা করবে আলোর ঝলক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : নতুন সরকারের নতুন পরিকল্পনা। পুজোর আকাশকে আলোকিত করতে ড্রোনের সাহায্য নিচ্ছে সরকার। শো-তে ড্রোনের চলাচল, আলো, সঙ্গীত এবং মঞ্চের অনুষ্ঠান- সবকিছুকে একসঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মহালয়ার পাশাপাশি পুজোর আরও দু'টি নির্ধারিত দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে একটি অনুষ্ঠান অষ্টমীকে কেন্দ্র করে হতে পারে। সেখানে ধুনুচি নাচ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিশেষ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকবে। যেমনটা যোগদিবসে গঙ্গাবক্ষে হয়েছিল, তেমনই পুজোর রাতের আকাশে অভিনব ড্রোন শোয়ের সাক্ষী থাকবে তিলোত্তমা। ৩ হাজার ড্রোনের আলোয় ফুটে উঠবে দুর্গাপুজোর বিভিন্ন দৃশ্য। মহালয়া এবং পুজোর আরও দু'টি দিনে থাকছে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি সংগঠন এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলিকেও সরাসরি যুক্ত করা হবে উৎসবে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের সংস্কৃতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে দুর্গাপুজোয় নানা আয়োজনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, পুজো উপলক্ষে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও স্থাপত্য আলো দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে সরকারি কাঠামোয় কেবলমাত্র স্থাপত্যভিত্তিক আলোকসজ্জা করা যাবে। কোনও বড় স্টেডিয়াম, অডিটোরিয়াম বা অন্য কোনও উপযুক্ত জায়গায় প্রায় চার ঘণ্টার 'গ্র্যান্ড দুর্গাপুজো কনসার্ট' আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে পর্যটন দপ্তর। সেখানে জনপ্রিয় শিল্পী, সেলিব্রিটি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল অংশ নেবে। ঢাক ও ধুনুচি নাচের পাশাপাশি ছৌ, ঝুমুর, বাউল, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নেপালি সংস্কৃতি, লোকসঙ্গীত এবং সমকালীন শিল্পকলাকেও তুলে ধরা হবে।

সরকারি ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে নিয়ম অনেক শিথিল করলো শুভেন্দু সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : সরকারি ফ্ল্যাট একটা থাকলেও দ্বিতীয় সরকারি ফ্ল্যাট কেনা যেত না। এটাই দীর্ঘদিনের নিয়ম। কিন্তু সংসারের সদস্যর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে একটা ফ্ল্যাটে হচ্ছে না। এই অবস্থায় তাদের দ্বিতীয় ফ্ল্যাট কেনার অনুমতি দিচ্ছে সরকার। রাজ্যের আবাসন পর্ষদের আবাসনগুলিতে দ্বিতীয় ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বহুবছর ধরে চালু থাকা সরকারি নিয়ম অনেকটাই শিথিল করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার।রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ও আবাসনমন্ত্রী দীপক বর্মন শুক্রবার রাজ্য সরকারের নয়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, তপরিবারের প্রয়োজনে, সংসার বড় হয়ে গেলে আগামিদিনে কেউ একটি সরকারি ফ্ল্যাট থাকলেও নূন্যতম মূল্যে দ্বিতীয় ফ্ল্যাট বুকিং করতে পারবেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্তা তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মাকে কাছে রাখতে অথবা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউমাকে নিয়ে বসবাসের জন্য আরও একটি ফ্ল্যাট ওই আবাসনে পেলে কিনতেই পারেন। সরকারের আবাসন পর্ষদ সবদিক খতিয়ে দেখেই আবাসিকদের দ্বিতীয় ফ্ল্যাট বুকিংয়ে অনুমতি দেবে।দ সরকারি ফ্ল্যাট বণ্টনে বাম আমল থেকেই লটারি প্রথা মানা হয়। কিন্তু এখনও নানা সরকারি আবাসনে কিছু অবিক্রিত ফ্ল্যাট রয়েছে সেগুলি বণ্টনের ক্ষেত্রে 'আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে বিক্রি হবে বলে মন্ত্রী জানান। তাঁর কথায়, তঅবিক্রিত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে একই আবাসনে বসবাস করা বাসিন্দারাও আবেদন করতে পারবেন।দ নতুন প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রী জানান, আইনি জটিলতা কাটিয়ে ও অর্থদপ্তরের সবুজ সংকেত নিয়ে শীঘ্রই সাড়ে তিন হাজার জমির প্লট ও ফ্ল্যাট নূন্যতম মূল্যের বিক্রি করবে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সরকারি আবাসনে 'লিজহোল্ড' ফ্ল্যাটগুলিও নূন্যতম ফি নিয়ে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের কাজে আরও গতি আনবে রাজ্য আবাসন পর্ষদ। আবাসন পর্ষদের অধীনে পলতা ও আকড়ার ইটভাটাগুলির পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আগামীদিনে প্রায় ৬ হাজার মানুষের নতুন কর্মসংস্থান হবে বলেও মন্ত্রী দাবি করেন। ফ্ল্যাটের পাশাপাশি সরকারি দরে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুলি জেলার রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়িতে ৭ একর জমি ছোট ছোট প্লট করেও বিক্রি করবে সরকার। আবাসন মন্ত্রী স্বয়ং ইতিমধ্যেই জমি পরিদর্শন করেছেন। ১০মাস পরে এই প্লট বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার বাইপাসে 'হিমালয় কন্যা' আবাসনে সাততলা আবাসনের ফ্ল্যাট ২০২৮ সালের অক্টোবর মাসে পাওয়া যাবে। নানা প্রকল্পে নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে ৪৫০০ টাকা (এলআইজি) ও মধ্যবিত্তদের জন্য ৫১০০ টাকা থেকে ৫৫০০ টাকা (এমআইজি) প্রতি বর্গফুট দরে ফ্ল্যাটগুলি আবাসন পর্ষদ বিক্রি করবে আবাসন পর্ষদ।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির, সার্টিফিকেট পেলেন ২০ মহিলা

দুরন্তবার্তা,প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : জীববৈচিত্র্য ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে EIACP PC-RP on Biodiversity (Flora) এবং বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-এর উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহাননগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে এলাকার মোট ২০ জন মহিলাকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, স্থানীয় উদ্ভিদসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং পরিবেশ রক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত করা হয়। ১০ দিনের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী মহিলাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি প্রকাশ করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্থানীয় স্তরে সচেতনতা তৈরিতেও সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়ার Scientist 'F' & HoO Dr. K. Karthigeyan, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সল্টলেক, কলকাতা হেডকোয়ার্টারের Scientist 'F' Dr. J. Jayanthi এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়ার Scientist 'E' Dr. Jeewan Singh Jalal, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশেষজ্ঞরা তাঁদের বক্তব্যে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রকৃতি ও উদ্ভিদসম্পদ সংরক্ষণে মহিলাদের আরও বেশি করে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহা সমারোহে পালিত শিক্ষক দিবস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : শনিবার মহাসমারোহে পালিত হলো শিক্ষক দিবস। জয়নগর পূর্ব চক্রের অন্তর্গত জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুর পশ্চিম পাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনটি নানা অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাক আহমেদের উপস্থিতিতে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবদান এবং সমাজ গঠনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। এদিন শিক্ষক দিবস উদযাপনের তাৎপর্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা হয় এবং দেশের মহান শিক্ষক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন ও আদর্শ নিয়েও আলোচনা করা হয়। প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে।

কোচবিহারে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬: গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কোচবিহার থেকে দিনহাটার দিকে যাওয়ার সময় একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে ২০টি বাক্সে থাকা প্রায় ৪ হাজার বোতল অবৈধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। ধৃতদের নাম সীতারাম বিশ্বাস ও আনসারুল হক। পুলিশ জানিয়েছে, দুজনেই দিনহাটার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া সিরাপের উৎস ও পাচারের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু ১৬ বছরের এক তরুণের

প্রতীকী ছবি।

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : শনিবার সকালেই কলাকাতায় ঘটে গেলো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঢাকুরিয়ার সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু হলো এক যুবকের।সে দীর্ঘ সাতবছর ধরে সাঁতর কাটছে বলে জানা গিয়েছে। কী করে ডুবে গেল তা নিয়ে ধোঁয়াশা। প্রথমে কেউ বিষয়টি লক্ষ্য করেননি। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও, বাঁচানো যায়নি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃত পড়ুয়ার নাম সরিপ ঘোষ। বয়স আনুমানিক ১৬। সে শহরের একটি বড় স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। প্রায় সাত বছর ধরে সাঁতার কাটে বলে জানা গিয়েছে। সুইমার বলে তার পরিচিতি ছিল। নিয়ম মেনে শুক্রবার সে ঢাকুরিয়ার ওই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নামে। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তলিয়ে যেতে থাকে। আর সামলাতে না পারে নিজেকে। প্রথম ১৫ মিনিট বিষয়টি কেউ লক্ষ্য করেননি। পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। কি করে সাত বছর ধরে বেশি সময় সময় ধরে সাঁতার কাটা পড়ুয়া ডুবে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরিবারের তরফে উঠছে গাফিলতির অভিযোগও। রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কৌস্তভ বাগচীর নির্দেশে বারাকপুরে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হলো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : শুধু শহর কলকাতা নয়, আসেপাশের বহু অঞ্চলে বেআইনি নির্মাণ হয়েই চলেছে। তৃণমূল আমলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েছিল। নতুন শুভেন্দু সরকার তা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্যেই বিধায়ক,মন্ত্রীরা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ছেন রাস্তায়। সংকীর্ণ গলির রাস্তার অংশ দখল করে চলছিল পাঁচতলা নির্মাণ। শুক্রবার পুর আধিকারিক ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেন বারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। পুরসভার ১৬ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণ ও জমি সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওই নির্মাণ নিয়ে কৌস্তভের দাবি, জায়গাটিতে বড়জোর তিনতলা তৈরির অনুমতি পাওয়ার কথা। অথচ সেখানে পাঁচতলা কাঠামো উঠেছে। নির্মাণের চারপাশে প্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা রাখা হয়নি। কাঠামোটির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। বেআইনিভাবে রাস্তা দখল থেকে শুরু করে থুতু ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ নিয়ে অপরিচ্ছন্ন করলে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি, নজরদারি চলছে। আর তাতেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণকাজ রুখে দিলেন বারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে, বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ দিলেন তিনি। কৌস্তভের এই 'অ্যাকশন' দেখে খুশি এলাকাবাসী। বলছেন, তৃণমূল জমানার অরাজকতা এবার শেষ হতে চলেছে। পুরসভাকে স্টপ ওয়ার্ক নোটিস জারি এবং নিয়ম মেনে ভাঙার কাজ শুরু করতে বলেন কৌস্তভ। শুক্রবার মহম্মদ আফজল খান নামে এক বাসিন্দার জমিও পরিদর্শন করেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত জমির একাংশ দখল করে সেখানে আবর্জনা ফেলা এবং সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কৌস্তভের হস্তক্ষেপের পর ওই অংশে ফের সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়। পরিদর্শনের শেষে প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা নওশাদ আলমের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে নির্মাণে মদতের অভিযোগ তোলেন কৌস্তভ। তৎকালীন পুরবোর্ডের ভূমিকা নিয়েও তদন্তের দাবি জানান তিনি।

টাকার বিনিময়ে তারাপীঠের 'মা'কে দর্শন করার নতুন অ্যাপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, তারাপীঠ, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে পুজো দেওয়ার নিয়মে বড়সড় বদল। ভক্ত ও দর্শনার্থীদের স্বার্থে বড় পদক্ষেপ নিল স্থানীয় প্রশাসন ও মন্দির কমিটি। মা তারার দর্শন ও পুজো দেওয়ার অনেকটা সহজ হতে চলেছে। দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি মন্দিরের আদলে তারাপীঠেও চালু হচ্ছে ডিজিটাল কুপন ব্যবস্থা। এবার পুজো দেওয়ার জন্য ঘরে বসেই মোবাইলের নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুক করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। রবিবার নতুন অ্যাপের উদ্বোধন করা হবে মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার অ্যাপটির উদ্বোধন করা হবে। কী সুবিধা মিলবে এই অ্যাপে? কীভাবে কাজ করবে? জানা যাচ্ছে, প্রথমে পুণ্যার্থীদের মোবাইল অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। এরপর নাম ও মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে। মোবাইলে আসবে ওটিপি। সেটি দিয়েই অ্যাপে লগ-ইন করতে হবে। তারপর ভিআইপি লাইনের জন্য ৫০০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে। টিকিট বুক করার পর মোবাইলে আসা ডিজিটাল টিকিট মন্দিরের বিশেষ লাইনের কাউন্টারে দেখাতে হবে। তারপরই দর্শনার্থীরা মা তারার দর্শনের সুযোগ পাবেন। ফলে তারাপীঠে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কুপন সংগ্রহের ঝক্কি অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। রামপুরহাট মহকুমা শাসক রাঠোড় অশ্বিন বাবুসিংহ, রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি-সহ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রামপুরহাট মহকুমা শাসক রাঠোড় অশ্বিন বাবুসিংহ বলেন,'অ্যাপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে অ্যাপটির উদ্বোধন করা হবে।'

সিপিএমে মহিলা কমরেডদের সংখ্যা কমছে - উদ্বেগ বাড়ছে নেতৃত্বের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, বামপন্থীদের আর উঠতে দেওয়া যাবে না। ফলে চাপ বাড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে কমছে গণতান্ত্রিক স্পেস। ফলে বামশক্তি কিছুটা দুর্বল। দলের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বদলে সামান্য হলেও কমেছে। একইসঙ্গে ৬০ শতাংশের বেশি শাখা এজি বা সহকারী সম্পাদক বিহীন। বাড়ছে না মহিলা সদস্যও। এমন বহু শাখা রয়েছে, যেখানে কোনও মহিলা সদস্যই নেই! সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, পার্টির মোট সদস্যদের মধ্যে ৩০ বছরের কম বয়সিদের অনুপাত এখনও অত্যন্ত কম। এমনটাই লেখা হয়েছে সিপিএমের মুখপত্রে। রাজ্যের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে শত শত তরুণ-তরুণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি। তা ইতিবাচক বলেই দেখছে সিপিএম। কিন্তু আন্দোলনের ময়দানে তারুণ্যের প্রাবল্য থাকলেও লাল পার্টির সংগঠনে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না। এমনই উদ্বেগজনক রিপোর্ট উঠে এসেছে দলের সাংগঠনিক পর্যালোচনায়। ২০২৬ সালের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের তথ্য সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনে সক্রিয় ছাত্র-যুবদের এজিতে সংগঠিত করে ধাপে ধাপে পার্টির সদস্যপদে উন্নীত করার কাজে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাংগঠিক রিপোর্ট ও তথ্য দেখে তা মনে করছে সিপিএম। আন্দোলন-সংগ্রামে নতুন শক্তির অংশগ্রহণকে সংগঠনের ভিত শক্ত করার কাজে ব্যবহার করা না গেলে, তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাবে না। এই নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে পার্টির মুখপত্রে। শুধু তরুণ নয়, তফশিলি জাতি-উপজাতি, পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষকে পার্টির অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে হবে। তাঁদের নেতৃত্বকে তুলে আনতে হবে।

বালিতে বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বালিতে বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা। গ্রেপ্তার ১, উদ্ধার হার। পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল বেশ কিছুদিন আগে। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২৪ দিন পর তপসিয়া ও ট্যাংরা এলাকা থেকে মহঃ দৌলত নামের এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া সোনার হার ও ঘটনায় ব্যবহৃত বাইকটিও। জানা গিয়েছে, গত ১২ আগস্ট সকালে বালির তর্কসিদ্ধান্ত লেনের বাসিন্দা মীরা ভূতিকার গলার হার টেনে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাইক ও অভিযুক্তদের গতিবিধি শনাক্ত করেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্রেই তপসিয়া-ট্যাংরা এলাকা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৬ সংখ্যা, রবিবার , ১৯ ভাদ্র, ১৪৩৩

গীতিকার মোহিনী চৌধুরী

কবি, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার এবং চিত্র পরিচালক মোহিনী চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সালে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমার গীতিকার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। মোহিনী চৌধুরীর প্রথম রেকর্ড, ‘রাজকুমারী ওলো নয়নপাতা খোল, ‘সোনার টিয়া ডাকছে গাছে ওই বুঝি ভোর হল’, এই গানটি গেয়েছিলেন কুসুম গোস্বামী, কমল দাশগুপ্তেরই সুরে। ১৯৪৪ সালে কমল দাশগুপ্তের সুরে মোহিনী চৌধুরীর লেখা গান গাইলেন জগন্ময় মিত্র, ‘ভুলি নাই ভুলি নাই, নয়ন তোমায় হারায়েছি প্রিয়া স্বপনে তোমারে পাই’। জগন্ময় মিত্র-কমল দাশগুপ্ত জুটি, সঙ্গে মোহিনীবাবুর কথা। দারুণ জনপ্রিয় হল গান। গীতিকারকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ‘পৃথিবী আমারে চায়,’ ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে’, ‘আমি যে দুরন্ত বৈশাখী ঝড়,’ ‘জেগে আছি একা জেগে আছি কারাগারে’-র মতো অসংখ্য সোনাঝরা গান লিখে গিয়েছেন প্রতিভাবান এই গীতিকার। শৈলজানন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। এক দিন গানের খাতা নিয়ে মোহিনী সোজা চলে গেলেন শৈলজানন্দনের অফিসে। খাতা উল্টেপাল্টে দেখে শৈলজানন্দন বললেন, “গানগুলি চমৎকার ভাই। কিন্তু আমি নিতে পারব না এখন।” তিনি তখন তাঁর সিনেমার জন্য প্রধানত নজরুলের গানই নিচ্ছেন। মোহিনী চৌধুরী তা শুনে চলে আসছেন, শৈলজানন্দন ডেকে বললেন, “একটা গান লেখার সুযোগ দিতে পারি। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী একটা গান লিখে দিতে হবে।” দৃশ্যটা বুঝিয়েও দিলেন। সেই রাতেই কথা বুনে নিলেন মোহিনী; ‘দিন দুনিয়ার মালিক তোমার দীনকে দয়া হয় না।’ গানের কথা শুনে মুগ্ধ শৈলজানন্দ আরও একটা গানের কথা লিখে দেওয়ার ফরমায়েশ করলেন। পরের সেই গানটি ছিল, ‘অভিনয় নয় গো, অভিনয় নয়।’ ১৯৪৫-এ ‘রূপবাণী’তে রিলিজ করল ‘অভিনয় নয়’। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রূপবাণী হাউসফুল। সুপারহিট সিনেমা, সুপারহিট গানও। সেই বছরই অক্টোবরে এইচএমভি থেকে পুজোর গান রিলিজ হল; কমল দাশগুপ্তের সুরে আর সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে, ‘পৃথিবী আমারে চায়।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল গানটি। আর ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে আগে মোহিনী লিখলেন তাঁর সম্ভবত সব থেকে জনপ্রিয় গান; ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে।’ গানটি রেকর্ড হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সুরে, তাঁরই কণ্ঠে। গানটি মুক্তি পেল স্বাধীনতার ঠিক পরেই। এখনও সমান জনপ্রিয় এই গানটি সে যুগে জনমানসে অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর কিছু দিন পরেই শৈলজানন্দের ‘মানে না মানা’ ছবির জন্য মোহিনী লিখলেন, ‘মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয়।’ এই গানটিও সাড়া ফেলেছিল। মোহিনী চৌধুরী একের পর এক গান লিখেছেন শচীন দেব বর্মণের জন্য। ‘সুন্দরী লো সুন্দরী, দল বেঁধে আয় গান করি’, ‘পিয়া সনে মিলন পিয়াস’, ‘ঝিলমিল ঝিলমিল,’ ‘চৈতি সন্ধ্যা যায় বৃথা’, ‘হায় কী যে করি এ মন নিয়া।’

বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭। পিতা উপেন্দ্রনাথ ওকালতি করে বিপুল অর্থবান মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু পুত্র অমরেন্দ্র সেই দিকে না গিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিলেন। অমরেন্দ্রর জন্ম উত্তরপাড়ায় এবং শিক্ষা উত্তরপাড়া ও ভাগলপুরে। তার পরে কলকাতার ডাফ কলেজে (স্কটিশ চার্চ)। মা সরলাদেবী ও বাবা উপেন্দ্রনাথ সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন দেশের কাজ করার জন্য। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান বাংলার যুবকদের ধর্ম ও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। মায়ের কাছে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা পেড়েছিলেন অমরেন্দ্র। সরলাদেবী বলেছিলেন, ‘তুমি সন্ন্যাস নেবে কেন? তুমি কর্মযোগী হও’। অমরেন্দ্রনাথ সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ১৯০৫ সাল। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’য় উত্তাল বাংলা। স্বদেশির হাওয়া দেশ জুড়ে। অমরেন্দ্রও বসে থাকতে পারলেন না। যোগ দিলেন স্বদেশি আন্দোলনে। স্বদেশি নুন-চিনি-কাপড়ের প্রচারে নেমে পড়লেন। বাড়িতে ছ’খানি তাঁত বসিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পুত্র যোগব্রতবাবুর কথায়, ‘বাবা জানতেন, এই আন্দোলন আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন নয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন। এর থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা হবে। আর এই আন্দোলনে যত অত্যাচার বাড়বে, তত স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসার লাভ করবে।’ ক্রমে অরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন অমরেন্দ্র। বাংলা যেন নবজন্ম লাভ করল। শুরু হল ‘যুগান্তর’, ‘সন্ধ্যা’, ‘নবশক্তি’ পত্রিকার যুগ। এই আন্দোলনে অমরেন্দ্রর দায়িত্ব ছিল অর্থের জোগান দেওয়া। তৈরি হল সন্তান দল। অমরেন্দ্রের নেতৃত্বে উত্তরপাড়া ক্রমে এ-পার বাংলার বরিশাল হয়ে উঠল। রাত দু’টো। বাবা বাড়ি আছেন জেনে কালো ওভারকোট পরা কয়েক জন বাড়ি ঘিরে ফেলেছেন। বাবা ঠাকুমাকে তা দেখালেন। ঠাকুমা জানতে চাইলেন, ‘লুকোনোর কিছু আছে কি না!’ তখন যুগান্তরে প্রকাশিত লেখাগুলো ছিল বিপদের বস্তু। আর ছোট পিস্তলটি মা বালিশের সেলাই খুলে লুকিয়ে রাখলেন। অমরেন্দ্র নিজে দরজা খুলে দেখলেন হুগলি জেলার পুলিশ সুপার রায়ন, সহকারী ডেপুটি দীনবন্ধু ভৌমিক, গোয়েন্দাকর্তা যতীন মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা পুলিশের চার-পাঁচজন। ধরা পড়লেন অমরেন্দ্র। ‘অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি’ রজনীকান্তের ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ গেয়ে স্বদেশি প্রচার করত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলার সৌন্দর্য্যতা

কৌশিক দাস

রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা। বাঙ্গালী জীবনে কোথায় নেই কবিগুরু? রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাঙালী জীবনের সব উৎসবে, সব আনন্দে, সব শোকে, মিশে আছেন তাঁর সঙ্গীতে। ছেলেবেলায় পড়া আমাদের সেই ‘সহজ পাঠ’ থেকে শুরু করে ‘শেষের কবিতা’, ছোটগল্প, উপন্যাস ‘সে’; সে’র কথা মনে পড়তেই মনে পড়লো, কবিগুরুর শেষ বয়সের এই উপন্যাসের প্রচ্ছদ তিনি নিজেই এঁকেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভার কথা আজ সবারই জানা, তিনি একাধারে কবি, লেখক, দার্শনিক, শিক্ষক, নাট্যকার, সুরস্রষ্টা, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও চিত্রশিল্পী।

শিল্পী যামিনী রায়কে লেখা এক চিঠিতে কবি গুরু বলেছেন, ছবি কি সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। খাতার ভাল মন্দের আর কোনো যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর;অর্থাৎ যদি সে কোনোও নৈতিক বাণীৎ আনে, তা উপরি দান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে ‘অয়ম্ অহম্ ভো’;এই যে আমি এই।

আমারা কবিগুরুর শিল্পকর্ম ও শিল্পী জীবন সম্পর্কে কিন্তু খুব একটা কিছু জানি না। তিনি যেমন নামে ‘রবি’ তেমন আমাদের বাঙালী জীবনের অন্ধকার দূর করা সূর্য যেন। তিনি সব কিছুতেই সবার প্রথম। আমাদের জন্য নোবেল পুরস্কার জয় করে আনলেন প্রথম (১৯১৩), তিনিই প্রথম অপশ্চিমী যিনি নোবেল পুরস্কার জিতে নেন। তাঁর মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সৌহার্দ্যের সেতু বন্ধন তৈরী করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি উপমহাদেশ থেকে পশ্চিমের অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেন ও সেই সময় পৃথিবীর সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন, এমনকি আমাদের সংস্কৃতিকে পরিচয় করিয়ে দেন সারা বিশ্বের দরবারে। তিনি একমাত্র কবি যাঁর গান দুইটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে এবং তিনিই প্রথম চিত্রশিল্পী যাঁর হাত ধরে আধুনিক শিল্পকলা এসেছে এই উপমহাদেশের শিল্পকলার রাজ্যে।

এই উপমহাদেশে আধুনিক শিল্প কলার ইতিহাসের যে শুরু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর উঠান থেকে, এ কথা বললে ভুল হবে না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর তিন কৃতি সন্তান উপমহাদেশের শিল্প কলাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন একটি আর্ন্তজাতিক ও আধুনিক মাত্রা যোগ করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বর্তমানের ভারতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের প্রপিতামহ)।

আমাদের উপমহাদেশের শিল্প কলার ইতিহাস হাজার বছরের। আর রাজনীতি বোধ করি সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক ছিল। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে। তাই যখন পশ্চিমে শিল্পকলার তার বিকাশের শিখরে, আমাদের সমাজ নিষ্পেষিত রাজদন্ডের ভারে। সেই রাজ দরবার ও মুঘল শাসনের মহিমা পার করে এলো ব্রিটিশ শাসনামল, অভিশাপ বয়ে নাকি বর হয়ে? মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েছিল উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে, ব্রিটিশ রাজের আওতায় শুরু হয় শিল্পকলা শিক্ষা তার পুরাতন প্রথাগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কিছুটা আধুনিক হবার চেষ্টায়, শুরু হল মৌলিকতা বিবর্জিত ইংরেজ শিল্পীদের শিল্পকর্ম নকল করার কাজ, যেমন ভূদৃশ্য বা প্রতিকৃতি। একি বিষয়ের চর্বিতচর্বনে শিল্পীরা হয়ে উঠলেন ধৈর্যহীন।

ব্রিটিশ সরকারের নিয়োগ প্রাপ্ত আনের্স্ট বেনফিল্ড হ্যাভেল প্রথম উদ্যোগ নেন পশ্চিমা প্রভাববলয় মুক্ত ভারতীয় প্রাচীন ঘরানার শিল্পকলা শিক্ষার পত্তনে। শিল্পকলার ইতিহাসবিদ ও কলকাতা আর্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক, ই. বি হ্যাভেল-এর সঙ্গে ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। ই. বি হ্যাভেল ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পে মুগ্ধ হয়ে, অজন্তা ইলোরা সহ ভারতীয় দেশীয় শিল্পে উজ্জি বীত হয়ে, প্রথম অনুধাবন করেন যে, ভারতীয়দের নিজেদের যে ঐতিহ্য আছে তাকে নিয়েই সামনে আগাতে হবে। উপমহাদেশের মানুষগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন ভারতীয় দেশীয় শিল্পকলার মর্ম, উদ্ভুদ্ধ করলেন ও প্রচেষ্টা চালালেন ভারতীয় শিল্পকলায় পুর্নজাগরনের। হ্যাভেলের আর্দশেই, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পকলার চর্চা করে গেছেন সারা জীবন।

ইউরোপ আধুনিক শিল্পকলার চারণভুমি হলেও ব্রিটিশদের চিত্রকলা তেমন উচ্চমানের না হওয়ায়, আমাদের শিল্পকলায় প্রভাব ফেলতে পারেনি সেভাবে। কিন্তু নতুন কিছুর প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন ঐতিহ্য নির্ভর হ্যাভেল-এর দিকনির্দেশনা ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছিল। নতুন সেই পথের নির্দেশনা দিতেই যেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে নিলেন আপন কাঁধে সেই গুরু দায়িত্ব; হাতে তুলে নিলেন কলম ও কালি না এবার আর লেখা নয়, লেখনিকে ছুটি দিয়ে শেষ বয়সের ১০/১২ বছর কাটিয়ে দিলেন চিত্রকলা নিয়ে। পাশে পেলেন ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ছবিই হল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ বয়সে, অনেকের মতে ৬০ বছর বা তার কিছু পরে, জীবনের শেষ ১০/১২ বছর, কবিগুরু ছবি এঁকে গিয়ে ছিলেন একটানা। রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ এই উত্থানকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন ‘Volcanic Irruption’; ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলালো না, গান হল না;শেষে ছবিতেও ফুটে বের হল তবে ঠান্ডা।

১৯২৪ সালে কাব্যগ্রন্থ ‘পূরবী’র পান্ডুলিপির বুকে জন্ম হয় এই সব কাটা ছেঁড়া আঁকিবুঁকি থেকে। ক্যালিগ্রাফির মতো সহজ সাবলীল

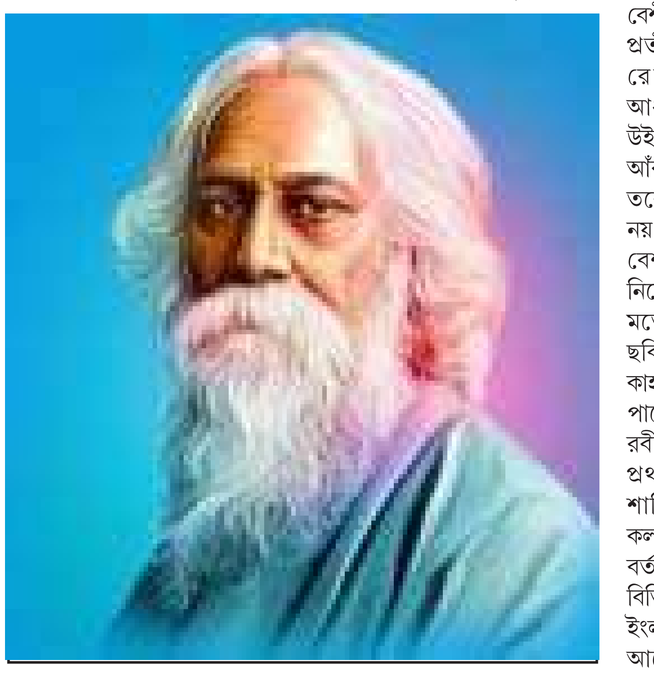

ভঙ্গিমা থেকে শুরু করে, থেকে কাল্পনিক সব জীব-জন্তুর আকার আঁকতে শুরু করেন কবিতার পাতায়। পরে ১৯২৮ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত। যদিও আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই শৈশব থেকেই ছবি আঁকতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন লেখনিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে ভাবে উল্লেখ করে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের বিষয়বস্তু ছিলো প্রধানত প্রতিকৃতি, নারী মুখ, অথবা পুরো নারী শরীরের বিমূর্ত বা অর্ধবিমূর্ত প্রকাশ। রহস্যাবৃত, রূপকের মত নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে প্রকৃতির পটভূমিকায় কাল্পনিক এক স্বপ্নচিত্রের মতো। বিচিত্র সব অচেনা বা কাল্পনিক পাখি বা জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি। অনেক সময় তা অলংকরনের মতো ফুটে ওঠে বা অনেক সময় মনে হয় পারসিয়ান নকশার আদলে দ্বি মাত্রিক ভাবে প্রকাশ পায়। রবিন্দ্রনাথের আঁকা ভূদৃশ্য তুলনা মূলক ভাবে কম। কিন্তু সব মিলিয়ে, কবিগুরুর শিল্পকর্মের সংখ্যা হাজারের উপরে। শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ গত দশ-বারো বছরের মধ্যেই যে সব ছবি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে বাংলা দেশের সমস্ত নামকরা শিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন, তার চেয়েও বেশী।

ছবির নামকরণে কবি বেশ দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যেতেন। কবি নিজেই নিজের ছবি আঁকার বিষয়বস্তু ও নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন; ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনি,দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাত কুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। কবির লেখনির রহস্যময়তার সাথে, ছবির রহস্যময়তার পার্থক্য হল ঘুমিয়ে দেখা রাতের স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের মতো, প্রথমটা যেমন রহস্যবৃত পরেরটা পরাবাস্তব। সবকিছু মিলিয়ে রবিন্দ্রনাথের প্রবর্তিত যে ধারা তা এমন এক অদ্ভুত সমন্বয় যে সেই ধারার আর কোনো অনুসারি গড়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রধান মাধ্যম ছিল কালি ও কলম। যেহেতু লিখতে লিখতে তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন, ইজেল, ক্যানভাস না, কালি কলমে কাগজের মিতালীতে সে অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা বোধ করি আর কোনো মাধ্যমেই সম্ভব হতো না। জানা যায় তিনি লাঠির আগায় কাপড় বেঁধে তুলির মতো ব্যবহার করতেন। এছাড়াও তিনি জলরঙ, তেল ও মিশ্র মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করেছেন। সাধারনত হলুদ, লাল, বাদামী, সবুজ, ধুসর ও কালো রঙের ব্যবহার বেশী দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের কাজে। নন্দনতাত্ত্বিক গবেষনা এবং ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রোলা’র কাছে করা রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য থেকে ধারণা করা হয় রবীন্দ্রনাথের একধরনের কালার ব্লাইন্ডনেস ছিল, যাকে বলে প্রোটানোপিয়া বা আংশিক ভাবে কিছু রঙ শনাক্ত করার অক্ষমতা(রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লাল)।

সমকালীন শিল্পবিষারদরা কবিগুরুর কৌশলকে রাশিয়ান অভিব্যাক্তিবাদ শিল্পী কান্দিনিস্কির সাথে তুলনা করেছেন, আবার তুলনা করেছেন সুইস-জার্মান শিল্পী পল ক্লির সঙ্গে। দ্বিমাত্রিকতার দিক থেকে আরেক ফরাসী শিল্পী আঁরি মাতিসের সাথেও তুলনা করেন কেউ কেউ অথবা নরওয়ের প্রতীকবাদ শিল্পী এডওয়ার্ড মুখ-এর সাথে। প্রয়োজনের তুলনায় লম্বা শরীর, বাদামী ও কালচে গাঢ় রঙের ব্যবহার আরো বেশী করে মনে করিয়ে দেয় ফরাসী প্রতীকবাদ শিল্পী অডিঁল রেদোনে-এর কাজ। আধ্যাত্মিকতাবাদী ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক-ও কালি কলমেই আঁকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, তবে কবিগুরুর মতো এত বিমূর্ত নয়, উনি অনেক মূর্ত ছবি আঁকতেন বেশীর ভাগই আধ্যাত্মিকতাবাদ নিয়ে। আবার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো পান্ডুলিপির ভাঁজে ভাঁজে ছবি আঁকা দেখে লেবানিজ কবি কাহলিল জিব্রানের কথা মনে হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯২৮ সালে প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। এর পরে কলকাতা, লক্ষৌ, বোম্বাই, সিংহল বর্তমানে শ্রীলংকা), ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন জামার্ন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া এমনকি আমেরিকাতেও প্রদর্শনী হয়েছে তার। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার প্রদর্শনী করেছেন ইংল্যান্ড-এর লন্ডন সহ বিভিন্ন স্থানে বা শহরে। বোধ করি, সেই সময় কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরও এতগুলো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়নি বিদেশের মাটিতে।

সেই সময় উপমহাদেশের শিল্পকলায় আধুনিক সময়ের প্রয়োজনিয়তাকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে যেমন, বেঙ্গল স্কুলের আবদানকে অগ্রবর্তী মানতে হয় বা বেঙ্গল স্কুলের ভুমিকাকে avant garde বলা যেতে পারে, তেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান ভূমিকা কে-ও অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ছবির আমি ও লেখার আমি ভিন্ন। কবি শঙ্খ ঘোষের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রমাগম বিবর্তন ‘আত্মগত আমি’ থেকে ‘বিশ্বগত আমি’তে ধাবিত। শঙ্খ ঘোষ শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান বিশ্লেষণ প্রকাশ করলেও ছবির রবি-ও ক্রমাগত বিশ্বজনিনতায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আলোক রশ্মির মতোই। চিত্রশিল্পী ভ্যান গোর মতো তিনি-ও জীবনের শেষ দশটা বছর একটানা ছবি এঁকে গেছেন। জীবদ্দশায় অনেক প্রদর্শনী করলেও সমকালীন তথাকথিত প্রথাগত শিল্পী সমাজ তাঁকে শিল্পী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। প্রতাপাদিত্য পালের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনীগ্রন্থ অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল, তাঁর নিজের দেশের মানুষ তাঁর আঁকাকে মূল্যায়ন করতে পারেনি এবং তাঁর সমসাময়িক শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের আঁকার ব্যাপারে তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকার ব্যাপরটায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল। এমনকি কবিগুরুর মৃত্যুর ৮০ বছরপরেও আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মগুলোর যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিনি। আমরা জানিও না যে আমাদের এই উপমহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে, আধুনিক শিল্পের প্রধান চরিত্র আর কেও না আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর হাতেই হাজার বছরের ঐতিহ্যধারী উপমহাদেশের ধ্রুপদী শিল্পকলা আধুনিকতার আকার পেয়েছে। আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি এই উপমহাদেশের শিল্পকলায় আধুনিক ধারা প্রবর্তন করেন দুই বাঙালী শিল্পী প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরবর্তিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় আজ রাত্রি বারোটায় খৃষ্টীয় ২০০০ অব্দের অবসান ঘটিবে। অবসান ঘটিবে বিংশ শতাব্দীর। খবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখায় নাই। বস্তুত কি বিদ্যা চর্চায়, কি সংস্কৃতিচর্চায় সর্বক্ষেত্রেই বাঙালী সহজে রস গ্রহণ করা যায়, তাহারই সমাদর করিয়াছে। দুরূহ শিক্ষিত, মননবদ্ধ, সংস্কৃতির গভীরে আবগাহনের ধীশক্তি ও ধৈর্য বঙ্গীয় সমাজে বিরল। তাহার শেষ্ঠ প্রমাণ বাঙালীর রবীন্দ্রনাথ প্রীতি। তাঁহাকে লইয়া বাঙালীর উৎসাহ উদ্দীপনা অসীম, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টির যে সীমিত অংশে যথার্থ গভীরতা আছে, তাহার প্রতি বাঙালী বিমুখ। তাঁহার আঁকা ছবি নিঃসন্দেহে তাঁহার শেষ্ঠ সৃষ্টি, বাঙালী তাহা দেখিয়াও দেখে নাই। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা বেশীর ভাগই গভীর, গাঢ়, মধুর আঁধারে আচ্ছন্ন। তবুও সে আঁধার আলো হয়ে এসেছিল আমাদের শিল্পকলার জগতকে আপন আলোকে আলোকিত করতে।

রসিক অভিনেতা অনুপ কুমার

অনিকেত নস্কর

অভিনয় শিল্পী অনুপকুমার পরলোকগমন করেন ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে। সালটা ১৯৯২। ‘মহাশয়’ ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। মুকুল দত্তর পরিচালনা। শাম্মী কপূর এসেছেন কলকাতায়। বাংলা ছবি করতে। তাতে অনুপবাবুও আছে।

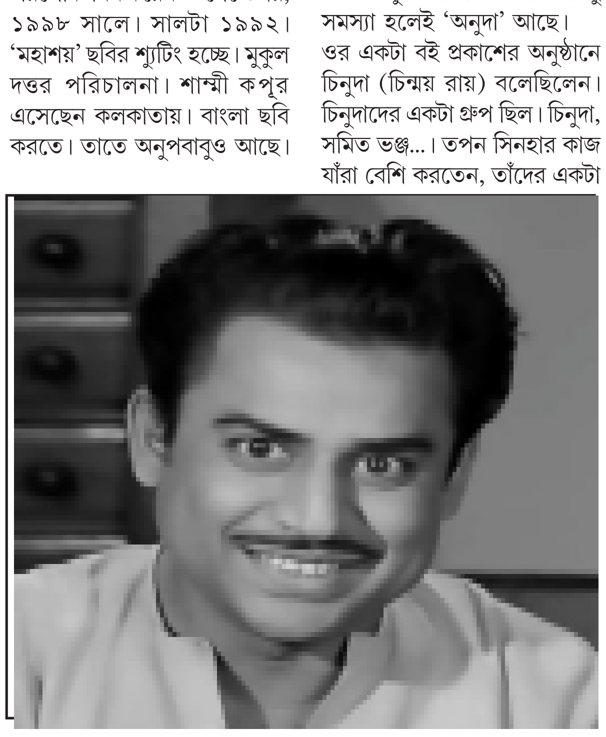

একটা কম্পোজিশন ঠিক হয়েছে। টেক শুরু হবে। মুনমুন সেন, তাপস পাল, শাম্মী আর অনুপবাবু। হঠাৎ টেকনিশিয়ানদের কেউ একজন বলে উঠল, অনুদা...। তাতেই ও যা বোঝার বুঝে গেল। লাইটটা ঠিক নেওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। চিন্তা করিস না। আমি নিয়ে নেব। অসম্ভব ভাল বোঝাপড়া ছিল তো সবার সঙ্গে! আবার যে যার মতো পজিশন নিল। ক্যামেরা যাবে। হঠাৎ শাম্মী কপূর থেমে গেলেন। একটু বোধহয় রাগই দেখালেন। বললেন, আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান। ব্যাপারটা কী হল? অনুপবাবু লাইট নিতে পারছেন না! উনি যেদিন লাইট নিতে পারবেন না, আমি সেদিন ফিল্ম করা ছেড়ে দেব।

এক দিকে প্রচণ্ড লাজুক। অন্য দিকে আবার অসম্ভব গার্জেনি করত। যে জন্য শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ওর একটা নামও চালু করে দিয়েছিল; জেঠু। তারপর থেকে অনেকেই ওকে জেঠু বলে ডাকত। কারও কিছু সমস্যা হলেই ‘অনুদা’ আছে।

ওর একটা বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে চিনুদা (চিন্ময় রায়) বলেছিলেন। চিনুদাদের একটা গ্রুপ ছিল। চিনুদা, সমিত ভঞ্জ...। তপন সিনহার কাজ যাঁরা বেশি করতেন, তাঁদের একটা দলের একসঙ্গে ওঠাবসা ছিল। ওঁদের জীবনে নিয়ম বলে কিছু ছিল না।

অনুপবাবু নাকি চিনুদাকে প্রায়ই বোঝাত, শ্যুটিঙের পর এটা করবি না। ওটা করবি না। বন্ধু বাছবি দেখে শুনে। চিনুদা সে দিন বলছিলেন, তখন শুনিনি। ভাবতাম জেঠু জ্যাঠামি করছে। এখন বুঝি শুনলে বোধহয় জীবনটা অন্য রকম হত। সবাই যেমন ভালবাসত, তেমন ভয়ও করত। সে ভানুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), জহরদা (রায়) পর্যন্ত।

ওরা তো খুব ড্রিংক করত, আর অনুপবাবু ওসবের ধারকাছ দিয়ে যেত না। ও সামনে থাকলে ভানুদা-জহরদাদের কিচ্ছুটি করার উপায় থাকত না। লুকিয়ে চুরিয়ে, ডাবের ভেতর নিয়ে খেত।

কত বার হয়েছে, আউটডোরে, কী কোনও কল শো-য় কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ভানুদা-জহরদার স্ত্রীরা কেবলই ওকে বলত, অনুপ, তুমি একটু দেখো বাবা।

অভিনেতা হিসেবে যে কোনও প্রোডাকশনে ও থাকা মানেই যে আলাদা একটা রসায়ন এসে যাওয়া, তাকে যেমন সম্ভ্রম করত লোকে, তেমন উল্টোটাও যে হত না, তা নয়। খোদ উত্তমকুমারের একটা ঘটনা। অগ্রগামী-র প্রযোজনায় ছবি। নায়ক উত্তমকুমার। পরিচালক অনুপবাবুকে নেবেন ঠিক করলেন। স্টুডিয়োতে সবার সামনে একদিন এমনও বলে দিলেন, অনুপ, তুমি কিন্তু তোমার পার্টটা দেখে নিয়ো। এর দিন কয়েক বাদে বললেন, না অনুপ, ছবিটায় তোমায় নেওয়া যাচ্ছে না। উত্তম বলেছে ও অনেক খেটেখুটে ছবিটা করছে, তারপর তুমি ঢুকে যদি...। পরিচালক থেমে গেলেন। তাতে অনুপবাবু শুধু বলল, উতু এ কথা বলল? তারপর সটান উত্তমদার কাছে, কী গো, তুমি নাকি আমায় বাদ দিতে বলেছ? উত্তমদা সোজাসাপটা বলে দিল, হ্যাঁ, বলেছি। তারপর সেই এক কথা, দ্যাখ, আমি অনেক খেটেখুটে করছি, এর পর তুই ঢুকলে...। উত্তমদা কেন এ কথা বলেছিলেন, আজও আমার কাছে রহস্য। আর কথা বাড়ায়নি অনুপবাবু। প্রতিদানে আবার উত্তমদা যখন ‘অ্যান্টনি কবিয়াল’ করছেন, অনুপবাবুকে একটা রোলে ডেকেছিলেন। এর পরেও বহু বার উত্তমদার সঙ্গে ও কাজ করেছে, সমস্যা হয়নি।

বরং রমাদিকে (সুচিত্রা সেন) খানিকটা বোধহয় এড়িয়ে চলত ও। তার কারণটা অবশ্য একেবারে অন্য। রমাদি খুব পিছনে লাগত ওর। ফ্লোরে দেখা হলেই ডাক দিত, এই যে ভাল ছেলে, এ দিকে এসো।’

কখনও ‘তুই’, কখনও ‘তুমি’। রমাদির কোনও ঠিক থাকত না। ওর কাছে শুনেছি, আড্ডায় বসলে রমাদি নাকি ভীষণ আদিরসাত্মক কথা বলতেন। অনুপবাবু তো এমনিতে খুব লাজুক প্রকৃতির ছিল, তাই ওর অল্পতেই কান-টান লাল হয়ে যেত। তাই রমাদির কাছে ও বোধহয় একটু গুটিয়েই থাকত।

‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ ছবিটার কথা মনে পড়ে। এলাহাবাদে গিয়ে শ্যুটিং করেছি। আবার হরিদ্বার থেকে শ্যুটিং করতে করতে ফিরেছি। ট্রেনেরই ভেতরে। পাশাপাশি টানা চারটে বগি নিয়ে কাজ। তাতে ভানুদা পড়েছিল মহা মুশকিলে। অতক্ষণ ড্রিংক না করে থাকতেও পারছে না, আবার ওর সামনে খেতেও পারছে না। শেষমেশ বলেই ফেলল, অনুপরে সরা তো এইখান দিয়া, আমি একটু ওই দিকে যামু।ওর এই ‘জেঠু’ মার্কা স্বভাবটার জন্য কত যে সমস্যাও মিটে যেত, বলার নয়।

মৃণালদার (সেন) কথা বলি। গীতাদি অনুপবাবুর মামাতো বোন। তাই মৃণালদা ওর ভগ্নিপতি। পাইকপাড়া থেকে বাসে করে স্টুডিয়ো পাড়ায় যেতে অসুবিধে হত বলে, অনুপবাবু একটা সময় মনোহরপুকুরে মৃণালদারা যে বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন, সেখানে থাকত। দেশপ্রিয় পার্কে মৃণালদাদের একটা আড্ডা ছিল। সেখানে গণনাট্য সংঘ-র লোকজন জড়ো হতেন। ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেনদের সঙ্গে সম্ভবত ওই আড্ডা থেকেই অনুপবাবুর ঘনিষ্ঠতা। ঋত্বিকদার সঙ্গে তো এতটাই ওর কাছের সম্পর্ক তৈরি হয়, হাসপাতালে ঋত্বিকদা যখন মারা যাচ্ছেন, তখন ওঁর শিয়রে মৃণালদার সঙ্গে আর যে ছিল, সে অনুপবাবু। বিয়ের পর আমিও মৃণালদার বাড়িতে গিয়েই উঠি। ছোট্ট এক টুকরো ফ্ল্যাট। দেওয়ালগুলোর এমন অবস্থা যে খসে খসে পড়ত। ভাঙা দেওয়াল ঢাকা দিতে মাদুর ঝুলিয়ে রাখতাম। দেওয়ালে মাদুর দেখে লোকে অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে সবাই বলত, ও অলকার শখ। ও একটু সাজিয়েগুছিয়ে থাকতে ভালবাসে, তাই। এ দিকে দেওয়াল ভরতি ড্যাম্প। তাতে ঘরের ভেতর এত ঠান্ডা লাগত যে ভরা গরমেও রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় টুপি পরে ঘুমোতে হত।

উত্তর কলকাতার বনেদি দুর্গা প্রতিমা

দেবেন্দ্রকুমার লাহা

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর গল্প ঃ বাংলার প্রথম কোটিপতি রাম দুলাল দে সরকার। তবে এই কোটিপতি হওয়ার গল্পটা সহজ ছিল না, সেই কাহিনীর পিছনে ছিল সৎ জীবন যাপন, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং জেদ। রাম দুলাল দে নিজের জীবন শুরু

করেন অত্যন্ত দারিদ্র্যতার সঙ্গে। জন্ম দিতে গিয়েই মায়ের মৃত্যু ঘটে, কিছুদিন পর বাবার ও মৃত্যু হয়। মামার বাড়ি মানুষ। তাঁর দিদা হাট খোলা দত্ত বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করে তাঁকে বড় করেছিলেন। হাট খোলা দত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা শেখেন এবং তাঁদের অফিসে পাঁচ টাকার মাস মাইনে কেরানিতে কাজে যোগ দেন। পরবর্তী মাইনে পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা হয়। সেই সময় একটি জাহাজ নিলাম করে মালিকের হাতে এক লক্ষ টাকা লাভ তুলে দেন, ইচ্ছে করলে মালিককে ঠকাতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি। মালিক মানে মদন মোহন দত্ত খুশি হয়ে সেই এক লক্ষ টাকা তাকে পুরস্কার হিসেবে দেন। সেই এক লক্ষ টাকা ছিল তাঁর একমাত্র পুঁজি। আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন বাংলার প্রথম কোটিপতি। কারণ তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল তুখোড়। রাম দুলাল দে প্রথম ভারতে বরফ রফতানি করেছিলেন কলকাতা বন্দরে। ব্যবসা করতেন বৃটিশদের সঙ্গে নয় আমেরিকার সঙ্গে। সদ্য স্বাধীন হওয়া আমেরিকা সেই সময় নিজেদের জন্য ব্যবসার নতুন ঠিকানা খুঁজছিল। ১৭৯০ এর মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজ শাসিত ভারতের ব্যবসা - বাণিজ্য ভিত মজবুত হয়। সেই সময় নাকি জর্জ ওয়াশিংটনও রাম দুলাল দেবকে এই রফতানির সূত্রে যথেষ্ট সমীহ করতেন। তিনিই ১৭৭০ মতান্তরে ১৭৮৪ সালে এই বিশাল অট্টালিকা টি তৈরি করেন এবং দুর্গা পুজো শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ির উত্তরাধিকার পান তাঁর দুই পুত্র বড় ছেলে আশুতোষ দে(ছাতু বাবু) এবং ছোট ছেলে প্রমথনাথ দে(লাটু বাবু) । পরবর্তীতে তাঁদের নাম অনুসারে এই বাড়ির নাম ‘ছাতু বাবু লাটু বাবুর বাড়ি’(রাম দুলাল নিবাস)হিসাবে অধিক পরিচিতি পায়। তৎকালীন কলকাতায় বা বলা ভালো বাবু কালচার ও শৌখিনতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার ‘বাবু কালচারের’ অন্যতম দিকপাল ছিলেন এই দুই ভাই। তাঁদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য সব সময় আলোচনা কেন্দ্র ছিল।

শিক্ষকের রাজ্যস্তরে নাম উজ্জ্বল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মহলে আনন্দের হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষায় অসামান্য অবদান এবং সমাজগঠনে নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মর্যাদাপূর্ণ 'বিদ্যাসাগর

শিক্ষা সম্মান ২০২৬' লাভ করছেন পুরুলিয়া জেলার তিন কৃতী শিক্ষক। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসের শুভ লগ্নে কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এই সম্মানের ট্রফি ও মানপত্র তুলে দেওয়া হবে। এই খবর জেলায় পৌঁছাতেই পুরুলিয়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুশীল সমাজে আনন্দ ও গর্বের আবহ তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন- শিশির কুমার দেওঘরিয়া প্রধান শিক্ষক, পাঁজনিয়া জে.ডি.আর. হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)। দীপক কুমার চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষক, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় (প্রাথমিক স্তর)। ড. শুভাশিস ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শিশির কুমার দেওঘরিয়া ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়ার কেন্দা থানার কোনাপাড়া স্কুলে সহ-শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ সময় সেখানে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের পর, ২০০৯ সালে তিনি পুরুলিয়া শহরের ঐতিহাসিক গান্ধী বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘ শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি পাঁজনিয়া জে.ডি.আর. হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তিনি পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে তাঁর অনন্য ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানিয়ে রাজ্য সরকার তাঁকে এই সম্মান প্রদান করছে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন বিজ্ঞান অনুরাগী শিক্ষক দীপক কুমার চক্রবর্তী। পুরুলিয়া শহরের শিশু শিক্ষা নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বাঘমুন্ডি, জয়পুর এবং শহর সংলগ্ন গেঙাড়া স্কুলেও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রাথমিক স্তরের খুদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো এবং পাঠদান পদ্ধতিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন ড. শুভাশিস ভট্টাচার্য্য। সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এই অধ্যাপক মূলতঃ কলকাতার 'অভিষিক্তা' এলাকার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। অর্থনীতি বিষয়ে ইতিমধ্যেই তাঁর ৯ টি গবেষণাধর্মী বই প্রকাশিত হয়েছে। কেবল অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্যচর্চা, সংগীত, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং ব্রতচারীর মতো বিবিধ ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিন শিক্ষকের এই যুগান্তকারী সাফল্যে পুরুলিয়া জেলার সমস্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বইছে উৎসবের আমেজ। তাঁদের এই সম্মানপ্রাপ্তি তরুণ প্রজন্ম ও উদীয়মান শিক্ষকদের নতুন করে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করছেন জেলার শিক্ষাবিদেরা।

কলকাতা থেকে এবার সরাসরি গরুমারার জঙ্গলে ভলভো বাস পরিষেবা! ডুয়ার্স পর্যটনে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা থেকে সরাসরি গরুমারার জঙ্গলে ভলভো বাস পরিষেবা চালু ডুয়ার্স পর্যটনে এবার নতুন উদ্যোগ। শনিবার পর্যটন বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা সভায় যোগ দেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ। সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এবার কলকাতা থেকে সরাসরি সেবক পাহাড়ের পথ ধরে লাটাগুড়ি পর্যন্ত ভলভো বাস পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রীর দাবি, এই বাস পরিষেবা চালু হলে কলকাতা থেকে পর্যটকরা সরাসরি ডুয়ার্সের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাতে পারবেন। ডুয়ার্সের সঙ্গে রেল যোগাযোগ পর্যাপ্ত না থাকায় এই পরিষেবা পর্যটকদের জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক হবে বলে মনে করছে পর্যটন দফতরের। এর মাধ্যমে ডুয়ার্সে আরও বেশি পর্যটক টানার আশাও করছেন মন্ত্রী। বিশ্ব পর্যটন দিবসকে সামনে রেখে ম্যারাথন দৌড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের আয়োজনের রয়েছে পর্যটন দফতরের। পর্যটনমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন পরিবেশ বাঁচলেই পর্যটন বাঁচবে। তাই পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্যদিকে বেঙ্গল ডুয়ার্স ফেডারেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি উজ্জ্বল ঘোষের মতে এই উদ্যোগ ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের আয়োজন দীর্ঘস্থায়ী হলে ডুয়ার্সে নেপালের মতো অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের আকর্ষণ তৈরি হতে পারে বলেও তিনি আশাবাদী। স্থানীয় বাসিন্দার কথায় ডুয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি বাস পরিষেবা অত্যন্ত জরুরী ছিল । শুধু বাস নয়, এই অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যদি স্থায়ীকরণ করা যায় তাহলে লাটাগুড়ি বা গরুমারা পর্যটনে উন্নতি হবে।

বর্ষাতেও পানীয় জলের সংকট, অকেজো পুরসভার কল

দেড়শো বছরের প্রাচীন জয়নগর- মজিলপুর পৌরসভায় দুর্ভোগে নাগরিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ষাকালেও পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার দেড়শো বছরের প্রাচীন জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার নাগরিকরা। ১৪ টি ওয়ার্ড

নিয়ে গঠিত এই পৌরসভায় সারা বছরই পানীয় জলের সমস্যা কমবেশি লেগে থাকে। তবে বর্তমানে একাধিক এলাকায় সেই সমস্যা আরও তীব্র আকার নিয়েছে বলে অভিযোগ। পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জলের জন্য বসানো কল দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে থাকলেও সেগুলি মেরামতের ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষের তেমন উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ২০২২ সাল থেকে জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে। নাগরিকদের অভিযোগ, পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় ট্যাপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহও নিয়মিত হয় না। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ জল পরিষেবা বন্ধ থাকে। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় পুরসভার বসানো পানীয় জলের কলও বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে বাজার থেকে বোতলজাত জল বা ড্রাম কিনে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২ নম্বর ওয়ার্ডের সবুজ সংঘের পাশে, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেলে রোড, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া, রাধাবল্লভতলা সংলগ্ন এলাকা, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁসারিপাড়া, ঘোষপাড়া ও রক্তাখাঁ পাড়া, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সর্দারপাড়া ও চাঁপাতলা, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্রপাড়া- সহ একাধিক এলাকায় পানীয় জলের কল অকেজো হয়ে রয়েছে। কোথাও কল ভেঙে পড়ে রয়েছে, কোথাও আবার দীর্ঘদিন ধরে জলই বের হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলারদের পাশাপাশি পুরসভাকে ও জানানো হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ জানানোর পরেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্ষার মরশুমে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এক ভুক্তভোগী নাগরিকের কথায়, এমনিতেই ট্যাপের মাধ্যমে পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। বেশিরভাগ সময় জল পরিষেবা বন্ধ থাকে। তার উপর আবার পানীয় জলের কলগুলিও খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে দোকান থেকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। প্রতিদিন জলের ড্রাম কিনতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ হচ্ছে। পুরসভা থেকে শুরু করে কাউন্সিলারদের জানানো হলেও এখনও কোনও কাজ হয়নি। আর এক বাসিন্দার প্রশ্ন, পুরসভা আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত পৌর কর নেয়। তাহলে নাগরিকদের ন্যূনতম পরিষেবা পাওয়ার অধিকার নেই? পুরসভার তহবিলে টাকা না থাকলে তার দায় সাধারণ নাগরিকদের কেন নিতে হবে? দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হোক। এই বিষয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, বর্তমান সরকার আসার পর থেকে পৌরসভার তহবিলে টাকা না আসায় আর্থিক সমস্যার কারণে পানীয় জলের কলগুলি মেরামত করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা ও চাইছি দ্রুত এই বিষয়ে কিছু করতে। পুর চেয়ারম্যানের বক্তব্যে আর্থিক সমস্যার কথা উঠে এলেও নাগরিকদের প্রশ্ন, তহবিলের সমস্যার কারণে দিনের পর দিন কেন পানীয় জলের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ব্যাহত হবে? পুরসভার নিজস্ব উদ্যোগে বিকল কল গুলি দ্রুত মেরামত করে স্বাভাবিক জল পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। নাগরিক দের বক্তব্য, রাস্তা, নিকাশি বা আলো নিয়ে সমস্যা থাকলে কিছুটা সময় অপেক্ষা করা যায়। কিন্তু পানীয় জল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। তাই এই পরিষেবাকে কোনও ভাবেই অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষ করে বর্ষার সময় পানীয় জলের পরিষেবা ব্যাহত হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। জয়নগর মজিলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক পানীয় জলের কল দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে থাকার অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এখন পুর কর্তৃপক্ষ কবে এই কলগুলি মেরামত করে জল পরিষেবা স্বাভাবিক করে, সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার বাসিন্দারা।

দুর্গাপুজো এগিয়ে আসতেই ব্যস্ততা বেড়েছে শোলশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। ফলে শোলা গ্রামগুলিতে বাড়ছে ব্যস্ততা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে শোলার একাধিক কাজ। পুজোর আগেই শেষ করতে হবে সেই কাজ। বর্তমানে শুরু হয়েছে শোলা কাটার কাজ। সেই কাজে অংশ নিয়েছেন অনেক শিল্পীই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার ব্লকের পুকুরিয়া, চাঁদপুর সহ একাধিক গ্রামে শুধু এই কাজ হয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষজন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। বছরের অন্যান্য সময় এই কাজ হলেও পুজোর আগে প্রচন্ড পরিমাণে কাজের চাপ বাড়ে এখানে। শোলা তৈরির জন্য অনেকগুলি প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে পার করতে হয়। প্রথমে জমিতে অন্যান্য জলজ শস্যের মত এই গাছ চাষ করতে হয়। সেই গাছ কেটে এনে শুকাতে হয়। এরপর সেই শুকনো শোলাগাছের নরম কাণ্ডের অংশ থেকে ছুরি দিয়ে পাতলা করে কেটে শোলা তুলতে হয়।

দেশে ফিরতে চেয়ে পুলিশের কাছে হাজির বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দেশে ফেরার পথ খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়া পুলিশের কাছে হাজির হন এক বাংলাদেশি। নথি হারানোর পরে ফেরার আশায় সরাসরি হোল্ডিং সেন্টারের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন ওই বাংলাদেশি নাগরিক। ইংরেজবাজারের এই ঘটনায় কার্যত থমকে গিয়েছে পুলিশও। পরে পুলিশের পরামর্শে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তির বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানা এলাকায়। তাঁর দাবি, বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়েই ভারতে এসেছিলেন তিনি। এ দেশে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার সময় কোনও ভাবে তাঁর সমস্ত নথিপত্র হারিয়ে যায়। পাসপোর্ট- ভিসা ছাড়া কীভাবে দেশে ফিরবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন তিনি। ভারতে অবৈধ ভাবে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হচ্ছে এবং পরে তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে, এই খবর তাঁর জানা ছিল। তাই নিজেকেও পুলিশের হাতে তুলে দিলে হয়তো সহজেই দেশে ফিরতে পারবেন, এমনটাই মনে করেন তিনি। সেই ভাবনা থেকেই শুক্রবার বিকেলে ইংরেজবাজারের হোল্ডিং সেন্টারের সামনে যান ওই ব্যক্তি। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাছে গিয়ে নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে পরিচয় দেন। তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।

প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে কাড়া লড়াই, পুরুলিয়ায় পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রশাসনিক নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলছে কাড়া লড়াই। এই লড়াইকে ঘিরে একাধিকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মেলা কমিটির উদ্যোগে প্রকাশ্যেই চলছে কাড়া লড়াই। শুক্রবার এমনই এক কাড়া লড়াইকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পুরুলিযার বরাবাজার থানার অন্তর্গত লাগা গ্রামে। কাড়া লড়াইয়ের মাঠেই পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষের জেরে তৈরি হয় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। অভিযোগ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে উপস্থিত জনতার বচসা শুরু হয়। এরপরই শুরু হয় পাথর ছোঁড়াছুড়ি। পাথরের আঘাতে চার থেকে পাঁচজন পুলিশ অফিসার-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ বাধ্য হয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। এরপরই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে নয় জনকে আটক করেছে বরাবাজার থানার পুলিশ। এদিন শনিবার ওই ৯ জনকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্র থেকে জানা গেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মহিলার ব্যাগ ছিনতাই, চম্পট বাইক আরোহীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায় শনিবার দিনের আলোয় ব্যাংক থেকে টাকা তুলে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে এক মহিলার কাছ থেকে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা সামনে এসেছে। ব্যাগে প্রায় ১০ হাজার টাকা ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বেলদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জৈন মন্দির এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকালে ওই মহিলা স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে প্রায় ১০ হাজার টাকা তোলেন। এরপর তিনি সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। জৈন মন্দিরের কাছে পৌঁছাতেই পিছন থেকে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক চলন্ত সাইকেল থেকেই মহিলার টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। আচমকা এই ঘটনায় মহিলা ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন মোটরসাইকেল আরোহীদের ধরার চেষ্টা করলেও দুষ্কৃতীরা দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়েই বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের সনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বেআইনি নির্মাণ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া সংলগ্ন আলু চৌধুরী মোড় এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে শনিবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের একটি প্রতিনিধি দল অভিযান চালিয়ে একটি বহুতল ভবনের অবৈধভাবে নির্মিত অংশটি ভেঙে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট বহুতল ভবনটিতে পুরসভার অনুমতি ছাড়াই অতিরিক্ত নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর পুরনিগমের পক্ষ থেকে ভবন মালিককে নোটিশ পাঠানো হয় এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজ দায়িত্বে ওই বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভবন মালিকের পক্ষ থেকে সেই বেআইনি নির্মাণ সরানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরপরই পুরনিগম আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শনিবার সকালে পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা পুলিশ বল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং ইপিসি-০৩-সিএও-সি-ইআর-২০২৬ ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ - টু প্যাকেট সিস্টেম**-এর ২য় সংশোধনী। **কাজের নাম ঃ** ইপিসি মোডে বৈদ্যুতিকরণ এবং সিগন্যালিং-এর কাজ সমেত রানাঘাট জং (ব্যতীত) থেকে কৃষ্ণনগর জং (ব্যতীত)-এর মধ্যে কিমি ৭৫.২১০ (শিয়ালদহ থেকে) থেকে কিমি ৯৭.৫৮৫ (শিয়ালদহ থেকে) পর্যন্ত ৩য় লাইনের বিজি ট্র্যাকের কাজ সম্পাদন। **উপরোক্ত টেন্ডারটির বন্ধের তারিখ ২২.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে পিছিয়ে ০৭.১০.২০২৬ সকাল ১১টা করা হয়েছে।** অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

CON-35/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1) Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP at Milan Mela under Pragati Maidan PS on 07.09.2026 "[Job No. KIT/RW/164 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No- 089/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing 07.09.2026 up to 11.00 AM

2. Name of Work: Provision for temporary additional LED Video wall for the programme to he attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar on 07.09.2026 [Job No. KIT/RW/165 of 26-27]

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No- 090/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing: 07.09.2026 upto 10.00 AM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আউটডোর চিকিৎসা চলাকালীন আগুন ধরে যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশের ইলেকট্রিক পোলে। আচমকা আগুন লেগে যাওয়ার কারণে ধোঁয়া ছড়িয়ে পরে হাসপাতাল চত্বরে, যার জেরে সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে গোটা হাসপাতালের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। শনিবার আনুমানিক দুপুর ২.৩৫ থেকে ২.৪০ মিনিট ঘটে এই ঘটনা। হাসপাতালের পাশে একটি ইলেকট্রিক পোলে হঠাৎ আগুন দেখতে পান দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। ঘটনার সময়ে হাসপাতালে বেশ কয়েকজন রোগী ভর্তি ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই তাৎক্ষণিকভাবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রাঙ্গণে থাকা একটি পাখির বাসা থেকে কোনও কারণে এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ। যদিও এই ঘটনায় কোনও রোগী বা কর্মীর ক্ষতি হয়নি। চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে বাইরে রাখা হলেও জরুরি পরিষেবা সচল রয়েছে। অন-ডিউটি চিকিৎসক ড. শত্রুঘ্ন কুমার জিয়ো জানান, জরুরি চিকিৎসাসেবার জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি। কোনও জরুরি রোগী এলেই তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। ঘটনার সময় হাসপাতালে ব্লক পর্যায়ের একটি বৈঠক চলছিল। বৈঠকে উপস্থিত থাকা রানাঘাটের এসিএমওএইচ ড. পুস্পেন্দু ভট্টাচার্য জানান, আমি মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য ব্লকে এসেছিলাম। এসে দেখি লোডশেডিং চলছে। এরপর গিয়ে দেখি প্রদীপের শিখার মতো আগুন জ্বলছে। শুনলাম কোনও সোর্স অফ ফায়ার থেকে পাখি বা পাখির বাসায় আগুন ধরে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সময় আউটডোর সার্ভিস চলছিল। যদিও লোকজন কিছুটা কম ছিল, তবুও পরিষেবা চালু ছিল। ডাব্লিউবিএসইডিসিএল-এর কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি ।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **(১) ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৬_২০২৬-২৭ তারিখ ০৩.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/ এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে টিটিআর-২২ সেট। স্থান দাঁইহাটে-আপ-৫৬এ, ৫৫বি, ৫২বি, ৫১এ, দাঁইহাট-ডাউন- ৫৬বি, ৫৪বি, ৫৩বি, ৫১বি, কাটোয়া-আপ-৫০বি, ৫২এ, ৫৪বি, ৭২বি, ৭৩এ, ৭৫এ, কাটোয়া-ডাউন-৫০এ, ৫১বি, ৫২বি, ৭১বি, ৭২এ, ৭৫বি, কাটোয়া-এসএল-৭৪এ, ৭৩বি। ব্যান্ডেল থেকে টিবিআর কাজ - কাটোয়া ডাউন-৮৬.৭৯২-৮৭.১০৮ = ০.৩১৬ কিমি, ৮৭.৪৭৬-৮৭.৫৭৫=০.৩১৬ কিমি, ৮৭.৪৭৬-৮৭.৫৭৫=০.০৯৯ কিমি, আপ ০-০.৯২ =০.৯২ কিমি, ০.৯৬৮-১=০.০৩২ কিমি, ৩৪.৭৭-৩৪.৮২=০.০৫ কিমি, ৩৫.৫৩-৩৫.৬= ০.০৭ কিমি, ৫০.৩৪-৫১.১৪৬=০.৮০৬ কিমি, ৫১.১৬২-৫১.২৬৬=০.১০৪ কিমি, ৫১.৩৬৯-৫১.৫৮০=০.২১১ কিমি, ৫৪.৭১৪-৫৪.৮৩৫=০.১২১ কিমি, ৫৭.৯-৫৮.১৪৫=০.২৪৫ কিমি, ৫৯.৭৯৫-৫৯.৯৬০=০.১৬৫ কিমি, ৬২.৫৩৫-৬২.৬২৫=০.০৯ কিমি, ৬৪.৭০৪-৬৪.৯২৮=০.২২৪ কিমি, ৬৪.৯৬-৬৫.৭=০.৭৪০ কিমি, ৬৬.০৩৬-৬৬.৩৩৪=০.২৯৮ কিমি, ৬৬.৩৯৭-৬৯.৪৪=৩.০৪৩ কিমি, ৬৯.৭৯৫-৬৯.৯০৫=০.১১ কিমি, ৭০.৪৩-৭০.৮৩=০.০৪ কিমি, ৭২.০৯-৭২.১৫=০.০৬ কিমি, ৭২.২৯-৭২.৩৪=০.০৫ কিমি, ৭৫.৮২৫-৭৬.১=০.২৭৫ কিমি, ৭৮.৮৮১-৭৯.২৫=০.৩৬৯ কিমি, ৮০.২৭-৮০.৩৬=০.০৯ কিমি, ৮১.৭৬-৮২.০৮=০.৩২ কিমি, ৮৬.৪৮-৮৭.৫১=১.০৩ কিমি, **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,০৭,৩৭,৯৭৪.২০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **(২) ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৭_২০২৬-২৭ তারিখ ০৩.০৯.২০২৬। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে সাগরদীঘি (এসডিআই)-তে কমন লুপের কাজের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,২১,৪৮২.১৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়না অর্থ এবং টিডিসি প্রদানঃ ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং এবং পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-319/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of ACR, **NIT NO. 08/PUR/BDO/2026-27, Date- 05.09.2026**, Tender ID No. **2026_ZPHD_5022360_1**, Last date for submission of Tender: **19/09/26 up to 18.55 P.M.** & **NIT NO. 07/PUR/EO/2026-27 Date-02.09.2026, Tender ID No 2026_ZPHD_5021376_1 to 11**, Last date for submission of Tender: **09/09/2026 up to 18.00 P.M, tenders.wb.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

দ্য বিজয়নগর টি কোম্পানি লিমিটেড

(CIN: L01132WB1925PLC005088)

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১১, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ১০১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার সকাল ১০টায় ১১, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। অধিকন্তু, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা (তদধীন প্রাসঙ্গিক বিধিমালাসহ) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্থানঃ কলকাতা — এস. ঘোষ
তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৬ — পরিচালক

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

জাতীয় অলিম্পিয়াড কর্মসূচি ২০২৬-২০২৭

জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও জুনিয়র সায়েন্স বিষয়ে

এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্যই '**ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্স**' (IAPT) দ্বারা আয়োজিত সংশ্লিষ্ট '**ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এক্সামিনেশনস**' (NSEs)-এ (বিজ্ঞান বিষয়গুলোর জন্য) অংশগ্রহণ করতে হবে, যা **২১ ও ২২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।**

NSE-তে উত্তীর্ণ হওয়া হলো ২০২৭ সালের সংশ্লিষ্ট **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডগুলোতে অংশগ্রহণের পথে প্রথম ধাপ।**

নিবন্ধনের জন্যঃ

NSEs: https://www.iapt.org.in (২১ আগস্ট - ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)

বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ https://olympiads.hbcse.tifr.res.in

https://www.iapt.org.in

CBC 48143/11/0006/2627

পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেড

হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০০১

CIN- L51109WB1981PLC033606

ইমেল- roc@poddar.co.in টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-২২৪৮৮৮৯১

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর প্রযোজ্য সকল বিধান মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার বিকেল ৩.০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা এর আরটিএ -'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। এছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল মোডে (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট আকারে) শেয়ার ধারণ করছেন অথবা কোম্পানি বা এর আরটিএ-র কাছে যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছেও 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarudyog.co.in-এ পাওয়া যাচ্ছে। সদস্যরা উপরে উল্লিখিত ইমেল ঠিকানায় (roc@poddar.co.in) অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে চিঠি লিখে এগুলোর একটি প্রতিলিপি বা কপি চেয়ে অনুরোধ করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানাবলি (কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর সাথে পঠিত), সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এবং এমসিএ-এর সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, কোম্পানিটি এনএসডিএল -এর মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং' বা দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য 'কাট তারিখ অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।

রিমোট ই- ভোটিং ব্যবস্থার বিস্তারিত নির্দেশাবলী নিম্নরূপঃ

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়ঃ শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ৯.০০টা।
২. রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বিকেল ৫.০০টা।
৩. কাট-অফ তারিখ ঃ মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
৪. সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর বিকেল ৫.০০টার পর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর ভোট দেওয়া যাবে না।
৫. যে সকল সদস্য এজিএম -এর আগেই রিমোট ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
৬. পূর্ণকালীন প্র্যাক্টিস-রত কোম্পানি সেক্রেটারি, সিএস মুকেশ চতুর্বেদীকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
৭. কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, আপনি NSDL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন।

পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
স্বা /- নিখিল পোদ্দার
পরিচালক
DIN: 00407737

তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাবল, গুজরাট - ৩৬২২৬৬।
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১২তম তলা, আর টেক পার্ক, নির্লন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র।

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (এবং এর সাথে পঠিত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৯(১) বিধির শর্তাংশ)-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ১৫ দিনের নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (আহমেদাবাদ)-এর ২৪.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে বিধিবদ্ধভাবে নথিভুক্ত ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্পের আওতায় '**আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড**' এবং '**আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড**'-এর একত্রীকরণের ফলে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে '**আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড**' কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI (সারফেসি) কার্যক্রম একত্রীকৃত কোম্পানি 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড' (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর বকেয়া ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে-যার বিবরণ ও আনুষঙ্গিক খরচ নিচে দেওয়া হয়েছে-'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI)'-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ জারির মাধ্যমে 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের জানানো যাচ্ছে যে, 'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর পাওনা ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সম্পত্তিটির ই-নিলাম 'যেমন আছে যেখানে আছে ', 'যেমন আছে কী অবস্থায় আছে' এবং যা কিছু আছে' ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

● ই-নিলামের তারিখ ও সময়ঃ ২৫.০৯.২০২৬, সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টার মধ্যে। ● কেওয়াইসি ও আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৪.০৯.২০২৬

ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম	সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	আমানত অর্থ (ইএমডি) (টাকায়) / বর্ধিত মূল্য (টাকায়)	দাবি নোটিশের তারিখ ও মোট পরিমাণ (টাকায়)
১.	**১. মেসার্স শংকর এন্টারপ্রাইজ** এর স্বত্বাধিকারী শ্রী শংকর কুমার হালদারের মাধ্যমে **২. শ্রী শঙ্কর কুমার হালদার,** তার ভাই শ্রী পশুপতি হালদার **৩. মিসেস তনুশ্রী হালদার,** ডি /ও আনন্দ জানা ল্যানঃ ABKOLSTS000000801633 এবং ABKOLSTS000000807719	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি থানার অন্তর্গত রামনগর-গাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হোল্ডিং নং ১৩১-এর অন্তর্ভুক্ত সেই জমি ও তার ওপর নির্মিত দোতলা আবাসিক বাড়ি-যার আয়তন প্রায় ৪.৮ ডেসিমেল (রেকর্ড বা 'পর্চা' অনুযায়ী ৫ ডেসিমেল, কম-বেশি হতে পারে) এবং গৃহের আয়তন প্রায় ২৬০৯ বর্গফুট। সম্পত্তিটি নবীনথপুর মৌজা (জে.এল. নং ৬৩)-র অন্তর্গত এর আর.এস. খতিয়ান নং ৩০ / ১৮, ১১৮/ ৭৮, ১১৪, ৪৮ এবং এল.আর. কৃষি খতিয়ান নং ৪০২ (বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ৭১৯)-এর আওতাভুক্ত। জমিটি আর.এস. দাগ নং ৬৬৬ ও ৬৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত, যা যথাক্রমে এল.আর. দাগ নং ৬৪৪ ও ৬৪৫-এর সমতুল্য। সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপঃ উত্তরে-মালিক ও তাঁর পরিবারের পুকুর দক্ষিণে-সাধারণ চলাচলের পথ পূর্বে-আংশিকভাবে পারিবারিক মন্দির ও রাস্তা পশ্চিমে-মালিকের আর.টি. (RT) শেড।	১৬,৮৫,০০০ /- টাকা (মাত্র ষোল লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা)	১,৬৮,৫০০ /- টাকা (এক লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) ২৫,০০০/- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	০৯.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ২২,৮৭,৩৯৩/- টাকা (বাইশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত তিরানব্বই টাকা মাত্র) বকেয়া হিসাবে
২.	**১. মেসার্স ব্রজা ট্রেডার্স** (স্বত্বাধিকারী মিসেস পপি দাস) **২. মিসেস পপি দাস** (পিতাঃ শ্রী শ্যামল বোস) **৩. শ্রী শ্যামল কুমার দাস (পিতাঃশ্রী ননী গোপাল দাস)** LAN: ABKOLSTS000000681251	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার অন্তর্গত মৌজা-তবাবেরিয়া (জে.এল. নং ৭১)-এ অবস্থিত প্রায় ২ কাঠা ১৪ বর্গফুট আয়তনের (কম-বেশি হতে পারে) জমি-যা সি.এস. দাগ নং ২২, ই.পি. নং ৩৯৩৪ এবং আর.এস.এল.আর. দাগ নং ৮৯২ (এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৭৪)-এর অন্তর্ভুক্ত-এবং বর্তমানে অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে পৌর হোল্ডিং নং ১৮/৬১/৯৭ (ডাক ঠিকানাঃ ৩৯৩/৪, অশোকনগর, পোস্ট অফিসঃ অশোকনগর-৭৪৩ ২২২) হিসেবে চিহ্নিত ও পরিচিত উক্ত জমির ওপর অবস্থিত প্রায় ১১২১ বর্গফুট আচ্ছাদিত আয়তনবিশিষ্ট ভবনসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি নিম্নোক্ত সীমানা দ্বারা বেষ্টিতঃউত্তরে-অন্য একটি একতলা ভবন (হোল্ডিং নং ৩৯৪/৪) পূর্বে-বিমল সাহার একতলা ভবন (হোল্ডিং নং ৩৬০/৪) দক্ষিণে-সঞ্জীব কুমার দাসের একতলা ভবন (হোল্ডিং নং ৩৯২/৪) পশ্চিমে-১৫ ফুট চওড়া রাস্তা।	২১,৩০,০০০ /- টাকা (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)	২,১৩,০০০/- টাকা (মাত্র দুই লক্ষ তেরো হাজার টাকা) ২৫,০০০ /- টাকা (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা)	১৩.১২.২০২৪ এবং ০৯.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ২৮,৬৮,৬৮৫ /- টাকা (আটাশ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শ পঁচাশি টাকা মাত্র)
৩.	**১. মেসার্স তাদিস কুর্তি,** এর স্বত্বাধিকারী মিস দিতি গুপ্তার মাধ্যমে **২. মিস দিতি গুপ্তা,** ডি /ও শ্রী সমীর কুন্ডু **৩. মিঃ সপ্তর্ষি গুপ্ত,** এস /ও মিঃ রঞ্জিত গুপ্ত **৪. মিসেস শিল্পা গুপ্তা, ডি/ও শ্রী কার্তিক চন্দ্র সেন** LAN: ABKOLSTS000000775817	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দমদম (কলকাতা-৭০০ ০২৮) এলাকার ১০এ / ২ডি, কালী মন্দির রোড (পুরাতন হোল্ডিং নম্বর ১০এ, কালী মন্দির রোড) ঠিকানায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ডি-১ (ব্লক-১-এর উত্তর-পূর্ব কোণে প্রথম তলায় অবস্থিত, যার 'সুপার বিল্ট-আপ' আয়তন প্রায় ৭০০ বর্গফুট)। এই ফ্ল্যাটটি প্রায় ১০ কাঠা ২ ছটাক ১৩ বর্গফুট (কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের জমির ওপর নির্মিত জমিটি মৌজা সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং খতিয়ান নং ১৫৮৮ ও দাগ নং ৫২২-এর অধীন। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে-পৌরসভার রাস্তা দক্ষিণে-দাগ নং ৫২২-এর জমি পূর্বে-প্লট নং ২ ও ৩-এর জমি পশ্চিমে-দাগ নং ৫২১-এর জমি।	১৭,০৮,৪৭৫ /- টাকা (সতেরো লক্ষ আট হাজার চারশ পঁচাত্তর টাকা মাত্র)	১,৭০,৮৪৭.৫০/- টাকা (এক লক্ষ সত্তর হাজার আটশত সাতচল্লিশ টাকা ও পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২৫,০০০ টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	০৯.০৬.২০২৬ এবং ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে প্রদেয় ৪৩,৭৯,৭৯৫.৭১ / - টাকা (মাত্র তেতাল্লিশ লক্ষ উনআশি হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা ও একাত্তর পয়সা)।
৪.	**১. ডা. সঞ্জয় ঘোষ** এস / ও প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ **২. মিঃ অনুভব ঘোষ** এস / ও **সঞ্জয় ঘোষ** **৩. মিসেস রমা ঘোষ** ডব্লু /ও মিঃ সঞ্জয় ঘোষ LAN: ABFLKOLDSB0000082559	হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ধর্মতলা রোডের ১৫৯ /২ + ১৬০ নম্বর মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভবনের প্রথম তলায় ১০২ নম্বর ফ্ল্যাটটি (যার সুপার বিল্ট-আপ আয়তন প্রায় ১৫১১ বর্গফুট এবং যাতে ৪টি শোবার ঘর, ১টি খাবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ৩টি বারাণ্ডা ও ২টি শৌচাগার রয়েছে) এই ফ্ল্যাটটির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে উক্ত ভবনের সাধারণ ব্যবহারের জায়গা এবং ভবনটি যে জমির ওপর নির্মিত-অর্থাৎ প্রায় ৪ কাঠা, ৩ ছটাক ও ৩৬ বর্গফুট আয়তনের জমি (যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৩, জে.এল. নং ০১ এবং মৌজা মালিপাঁচঘোরার অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং ২৯৭-এর অংশ)-সেই জমির অবিভাজ্য ও আনুপাতিক অংশ। উল্লেখ্য, উক্ত জমি ও ভবনটি মালিপাঁচঘোরা থানা এলাকার অন্তর্ভুক্ত।	৪৫,৫১,০০০ /- টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র)	৪,৫৫,১০০ /- টাকা (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত পঁচিশ হাজার- টাকা মাত্র) (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	১৫.০৯.২০২৬ এবং ১৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ৪৫,৪০,২৭২.৭৪/- টাকা (মাত্র পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশ বাহাত্তর টাকা ও চুয়াত্তর পয়সা)

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আদিত্য বি।লা ক্যাপিটাল লিমিটেড সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট-যেমন https:/ / abfl.adityabirlacapital.com/ Pages/ Individual/ Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx অথবা https:/ / BidDeal.in-এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন। যোগাযোগের নম্বরসমূহঃ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড, অনুমোদিত আধিকারিক-অপূর্ব দান্তি (৯৯৩০৯০৯৭২৫), পিএসআর রাও (৯০৮৮০০৮৮৫৫), বিজয় দে (৯৭৩৫৬১১১৫৬), কোমল পাতিল (৯৮৬৭৮৯৫৭৯৫), জহিরুল লস্কর (৯৭০৬০০৩০৭৫)।

স্থানঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা / হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, তারিখঃ ০৬.০৯.২০২৬ — **স্বাক্ষর /- অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড**

কয়লা মজুত কমায় বিদ্যুৎ সংকটের আশঙ্কা

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মাত্র ৯ দিনের কয়লা! ফের কি দেশজুড়ে বিদ্যুৎ সংকটের আশঙ্কা?

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ফের কি বড়সড় বিদ্যুৎ সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ভারত? চার বছর আগে, ২০২২ সালে কয়লার ঘাটতির জেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যু সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। এবারও তেমনই পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দেশের একাধিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার মজুত দ্রুত কমছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে মূলত দুটি কারণে-একদিকে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি, অন্যদিকে বর্ষার কারণে কয়লা উত্তোলন ও সরবরাহে বাধা।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২ সেপ্টেম্বরের হিসাব বলছে, দেশের ৫০টি বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরকার নির্ধারিত সীমার তুলনায় কয়লার মজুত রয়েছে মাত্র ৪৮ শতাংশ। সব মিলিয়ে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ২৮.২ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে। অথচ নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মজুত থাকার কথা প্রায় ৫৮.৭ মিলিয়ন টন। বর্তমান মজুত দিয়ে এই কেন্দ্রগুলিতে বড়জোর ন'দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই পরিস্থিতির নেপথ্যে রয়েছে বিদ্যুতের বাড়তে থাকা চাহিদা। আগস্ট মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তীব্র গরমের জেরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কুলার, পাখা-সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার বেড়েছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে উসবের মরশুম শুরু হওয়ায় সেই চাহিদা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি বর্ষার মরশুমে কয়লা উত্তোলন এবং পরিবহণে সমস্যা তৈরি হওয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত জ্বালানি পৌঁছচ্ছে না। খনি থেকে কয়লা উত্তোলন, রেলপথে পরিবহণ এবং কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ-পুরো ব্যবস্থার উপরই বর্ষার প্রভাব পড়ে। ফলে চাহিদা বাড়ার সময়েই জ্বালানির জোগান কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার গুরুত্বও এই সংকটের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তুলছে। ভারতের বিদ্যু উপাদনের বড় অংশ এখনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ভর এবং তার প্রধান জ্বালানি কয়লা। ফলে কয়লার সরবরাহে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়তে পারে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগ সেপ্টেম্বরের উসবের মরশুম ঘিরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উসব শুরু হলে বাজার, দোকান, শিল্পক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষের বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়ে যায়। সেই সময় কয়লার মজুত আরও কমে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের উপর চাপ তৈরি হতে পারে। দ্রুত কয়লা সরবরাহ বাড়ানো না গেলে কিছু এলাকায় বিদ্যু ঘাটতি বা লোডশেডিংয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এখনই দেশে বড়সড় বিদ্যুৎ সংকট তৈরি হয়েছে-এমনটা মানতে নারাজ কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক। মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লার সরবরাহ এবং মজুতের উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রক বিশেষজ্ঞ দলও কাজ করছে। প্রয়োজনে কয়লা আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র যে সতর্ক, তা স্পষ্ট। এখন নজর দ্রুত কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক করার দিকে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-চাহিদা যদি আরও বাড়ে এবং কয়লার জোগান সেই অনুপাতে না বাড়ে, তাহলে কি ফের ২০২২-এর মতো বিদ্যু সংকটের ছবি দেখা যাবে? আপাতত তার উত্তর ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে মাত্র ন'দিনের কয়লা মজুত থাকার তথ্য যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য বড় সতর্কবার্তা, তা বলাই যায়। দেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লার মজুত মাত্র ন'দিনের মতো থাকার খবর নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বিশেষ করে এমন সময়ে এই ঘাটতি সামনে এসেছে, যখন বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে এবং সামনে রয়েছে উসবের মরশুম। গরমের দাপট, শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা-সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উপর চাপ আরও বাড়তে পারে। তার সঙ্গে যদি কয়লার জোগান পর্যাপ্ত না থাকে, তাহলে পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে উঠতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিকে সরাসরি ২০২২ সালের বিদ্যুৎ সংকটের পুনরাবৃত্তি বলা এখনও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়লা মন্ত্রক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বলে জানিয়েছে। প্রয়োজনে কয়লা আমদানি বাড়ানো, রেলপথে পরিবহণের গতি বাড়ানো এবং যে সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মজুত তুলনামূলক কম, সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কয়লা পৌঁছে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। দ্রুত এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা গেলে বড় ধরনের সংকট এড়ানো সম্ভব।

খাদ্যের মান নিয়ে কড়া নজরদারি খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

১- পাতার পর- কলকাতার জনপ্রিয় খাবারের দোকানগুলিতে খাবারের গুণমান, কাঁচামালের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতেই এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে কি না, এখন সেদিকেই নজর। উসবের মরসুমের আগে শহরের খাবারের দোকানগুলিতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই নজরদারি যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

যুদ্ধের আবহে ডলারের জোগান বাড়াল

১- পাতার পর-কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে। এর পাশাপাশি, প্রবাসী ভারতীয়দের এই সাড়া ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি আস্থারও প্রতিফলন বলে মনে করছে সরকার। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে প্রবাসী আমানত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, সাম্প্রতিক উদ্যোগে তা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। তবে এই ধরনের উদ্যোগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে একেবারে নতুন নয়। এর আগে ২০১৩ সালেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে প্রায় তিন মাসে প্রায় ২৬০ কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। তুলনায় এবার মাত্র দু'মাসে জমা পড়া অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বেশি। বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতার মধ্যেও প্রবাসী ভারতীয়দের এই বিপুল সাড়া তাই ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার জোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতির প্রতি আস্থারও বড় বার্তা দিচ্ছে। যুদ্ধ ও জ্বালানি-সংকটের মতো বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়ে এই ' ভরসা'ই আপাতত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে।

অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের সাতমাইল বাজারে। উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল, স্বামী অন্বেষানন্দজী মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ পরমেশ্বর মন্ডল সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। নামখানা ব্লকে প্রায় ২০০ জন শিক্ষক শিক্ষার্থী এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Yashmalya Bose S/o- Late Ritesh Bose residing at B.D. Office, Near Mirror Beauty Parlour, Malbazar, Jalpaiguri, Pin-735221 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Ritesh Bose(New Name) instead of Ritish Bose(Old Name) vide an affidavit No. 5/2026 sworn before the Notary Public at Mal, Jalpaiguri dated 13/02/2026. Ritish Bose(Old Name) and Ritesh Bose(New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, FAKIRA ALAM, son of Late Md Rafik by faith-Islam, presently residing at Raigachi School, P.O. + P.S. Rajarhat, North 24 Pgs, Kolkata-700135, W.B. have change my father's name from MD RAFI to MD RAFIK, and shall henceforth be known as MD RAFIK, as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, affidavit no. 21352, dated 03/09/2026, MD RAFI and MD RAFIK, both are the same and one identical person. That my father's name has been recorded in my father's Voter List of the year 2002, Vide Sl. No. 367 in 139-Belgachia East Assembly Constituency, Part – 225, Dist – North 24 Parganas and also in my father's Voter Id Card Vide No. WB/20/139/597045 as MD RAFI (now deceased) That MUNNI BIBI (now deceased) was my mother and her name has been recorded in her Voter Electoral Roll – 2002, Vide Sl. No. 368 in 139, Belgachia East Assembly Constituency, Part – 225, Dist – North 24 Parganas.

NAME CHANGE

I, SIBANI PAL W/O- Suratno Pal D/o Ajit Kongar residing at 89C, K G Bose Sarani, Kolkata-700085 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my actual name SIBANI PAL instead of SHIBANI PAL and my husband's actual name SURATNO PAL instead of SURATNA PAL vide an affidavit No. 18773 dated-03/09/2026 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah. SIBANI PAL and SHIBANI PAL is the same and one identical person. SURATNO PAL and SURATNA PAL is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SIBANI PAL W/O- Suratno Pal D/o Ajit Kongar residing at 89C, K G Bose Sarani, Kolkata-700085 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name AJIT KONGAR instead of AJIT KONAR, vide an affidavit No. 18772 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 03/09/2026. AJIT KONGAR and AJIT KONAR both are same and one identical person.

চিকেন-মটন নয়, দিল্লির বাঙালি পাড়ায় এখন 'ইস্কুল মোমো'

ভেজ-চিকেন-মটনের চেনা স্বাদ ছেড়ে স্কোয়াশের পুর দেওয়া মোমোর টানে চিত্তরঞ্জন পার্কে ভিড়। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তার পর দূরদূরান্ত থেকেও আসছেন খাদ্যরসিকরা। মোমো মানেই এতদিন অনেকের কাছে ছিল চিকেন, মটন কিংবা ভেজ পুরের পরিচিত স্বাদ। দিল্লির অলিগলি থেকে বাজার, শপিং কমপ্লেক্স থেকে রাস্তার ধারের খাবারের দোকান-সর্বত্রই মোমোর নানা পদ পাওয়া যায়। কখনও চকলেট মোমো, কখনও পনির, আবার কখনও নানা অভিনব পুর দিয়ে তৈরি মোমোও জায়গা করে নিয়েছে খাদ্যরসিকদের পাতে। কিন্তু এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে একেবারেই অন্যরকম একটি নাম-'ইস্কুস মোমো'। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের লিম্বু কিচেনে সম্প্রতি এই বিশেষ মোমোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উসাহ। দোকানে ভিড়ের অন্যতম কারণ স্কোয়াশ মোমো। সাধারণ কোনও বিদেশি উপকরণ নয়, বরং পাহাড়ি রান্নায় বহুল ব্যবহৃত একটি পরিচিত সবজি দিয়েই তৈরি হচ্ছে এই পদ। নেপালি রান্নায় যা ' কো মোমো' নামে পরিচিত। স্কোয়াশকে অনেক জায়গায় ইস্কুস বা ইশকুশ নামেও ডাকা হয়। এটি লাউ বা চালকুমড়োর গোত্রের সবজি। বাঙালির রান্নাঘরেও এর ব্যবহার একেবারে অচেনা নয়। কোথাও আলু দিয়ে, কোথাও অন্য সবজির সঙ্গে মিশিয়ে স্কোয়াশ রান্না করা হয়। স্বাদে এটি খানিকটা শালগম কিংবা ওলকপির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। তবে হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রান্নায় এই সবজির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে নেপাল এবং দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলের খাবারে ইস্কুসের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। সেখানে ইস্কুস দিয়ে তৈরি মোমোও পরিচিত একটি ঘরোয়া ও আঞ্চলিক পদ। তবে দিল্লির মতো বড় শহরে এই মোমোকে ঘিরে এমন উন্মাদনা তুলনামূলক ভাবে বিরল। লিম্বু কিচেনের স্কোয়াশ মোমোর বিশেষত্ব শুধু উপকরণে নয়, তৈরির পদ্ধতিতেও।

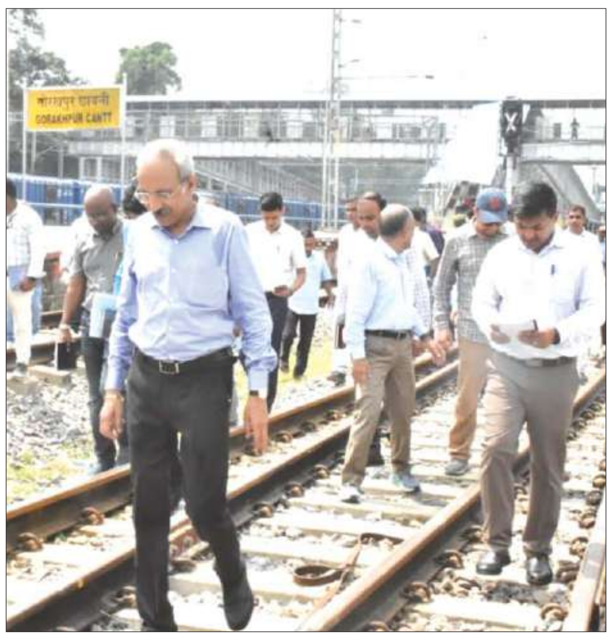

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বরওয়ানকর, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে চিফ সেফটি অফিসার তথা চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ার, শ্রী নীরজ গুপ্ত, এবং সদর দপ্তর ও ডিভিশনের সিনিয়র সিগন্যাল অফিসারগণ, সুপারভাইজার ও কর্মীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

৩ বছরের শিশুকে চেয়ারে বেঁধে মারধরের অভিযোগ, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল নারকীয় অত্যাচার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর চোখ-কান ফুলে লাল, সঙ্গে অনবরত বমি। কানে তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল মাত্র তিন বছরের এক শিশু। প্রথমে বিষয়টি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাবা-মা। দ্রুত শিশুটিকে চিকিৎসকের

কাছে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায়, কানে জোরালো আঘাতের কারণেই এমন ফোলাভাব ও যন্ত্রণা হয়েছে। পরে সিটি স্ক্যান করাতেই সামনে আসে গুরুতর চোটের বিষয়টি। চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে। এরপরই স্কুলে যোগাযোগ করে পরিবার। আর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে সামনে আসে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ-শিশুটিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি গত ১৮ আগস্টের। পরিবারের অভিযোগ, ওই দিন স্কুল থেকে ফেরার পর শিশুটির চোখ ও কান অস্বাভাবিকভাবে ফুলে লাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর থেকেই সে বারবার বমি করতে থাকে। কানে প্রচণ্ড ব্যথার কথাও জানায় সে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান, কানের পাতায় জোরে আঘাত লাগার কারণেই ফোলাভাব ও যন্ত্রণা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে কানে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ে। চিকিৎসকের মতে, এই ধরনের চোট এক-দু'দিনে স্বাভাবিক হওয়ার মতো নয়। তাই শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ছেলের এমন অবস্থার কারণ জানতে চান বাবা-মা। পরিবারের দাবি, প্রথমে শিশুটিকে মারধরের অভিযোগ স্বীকার করতে চায়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এরপর শিশুটির বাবা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চান। অভিযোগ, সেই ফুটেজ দেখানোর জন্যও তাঁর কাছে ১,৫০০ টাকা দাবি করা হয়। প্রথমে ক্লাসরুমের সমস্ত ক্যামেরার ফুটেজ দেখাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি বলেও অভিযোগ পরিবারের। পরে পরিবারের চাপের মুখে ফুটেজ দেখানো হয়। সেই ফুটেজেই নাকি ধরা পড়ে ভয়াবহ দৃশ্য। ১৮ আগস্টের পাশাপাশি ১৬ ও ১৭ আগস্টের ফুটেজেও শিশুটির উপর একই ধরনের নির্যাতনের ছবি দেখা যায় বলে পরিবারের অভিযোগ। তাঁদের দাবি, একটি ফুটেজে দেখা যায়, শিশুটিকে প্রায় তিন ঘণ্টা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁধা অবস্থাতেই সে শিক্ষিকার দিকে এগিয়ে যায় এবং পা বাড়িয়ে বাঁধন খুলে দেওয়ার অনুরোধ করে। অভিযোগ, এরপর ওই মহিলা কর্মী শিশুটিকে মারধর করেন এবং একসময় চেয়ার থেকে ফেলে দেন। পরিবারের আরও অভিযোগ, দিনের পর দিন শিশুটির সঙ্গে এমন আচরণ করা হলেও স্কুলের তরফে কখনও তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। বরং সন্তানের স্কুলের আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে সবকিছু স্বাভাবিক বলেই জানানো হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসার পর অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শিশুটি ক্লাসে অত্যন্ত দুষ্টুমি করত। যদিও শিশুটির বাবা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর প্রশ্ন, শিশুর আচরণ নিয়ে যদি সত্যিই সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে কেন আগে পরিবারকে জানানো হয়নি? ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে শিশুটির পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। ইতিমধ্যেই প্লে-স্কুলের এক মহিলা কর্মীকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন এমন শিক্ষক ও কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও চিকিসা সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

কাশ্মীরে যৌথবাহিনীর এনকাউন্টার

কাশ্মীর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার স্মৃতি এখনও তাজা। সেই হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে নিহত হল লস্কর-ই-তইবার এক কুখ্যাত কমান্ডার ইয়াসির বলে দাবি সূত্রের। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দাবি, পহেলগাঁও হামলার অন্যতম চক্রীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। সূত্রের খবর, কাশ্মীরের বুদগাম জেলার ইউসমার্গের জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি এলাকায় ইয়াসিরের উপস্থিতির খবর পায় নিরাপত্তাবাহিনী। গোপন সূত্রে পাওয়া সেই তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার ওই এলাকায় অভিযান শুরু করা হয়। অভিযানে অংশ নেয় সেনার স্পেশাল ফোর্সেস এবং ৫৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালাতে শুরু করেন তাঁরা। অভিযানের সময় নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে ইয়াসির গুলি চালায় বলে দাবি করা হয়েছে। পালটা জবাব দেয় বাহিনী। এরপর শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই। দীর্ঘক্ষণ এনকাউন্টার চলার পর ইয়াসিরের মৃত্যু হয় বলে নিরাপত্তা সূত্রের দাবি। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তদন্তকারীদের দাবি, ইয়াসির দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা সংস্থার নজরে ছিল। পহেলগাঁও হামলার তদন্তের সূত্র ধরেই তার নাম সামনে আসে বলে জানা গিয়েছে।

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN - L65993WB1978PLC031793
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 22100875;
email: sarvottamfinvest@gmail.com; Website: www.sarvottamfinvest.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **47th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Tuesday, 29th September, 2026 at 1.00 P. M.** At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.

The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 23.09.2026 to 29.09.2026 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026, to the Members of the Company.

The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.

All the Members are hereby informed that :

a) Remote e-voting will commence on 26.09.2026 at 9.00 A.M. and end on 28.09.2026 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 22.09.2026.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 47th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 22nd September, 2026 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In compliance with Regulation 36 (1) (b) of the Listing Regulations, a letter providing the web-link, including the exact path, where Annual Report for the FY 2025-26 is available, is being sent to those members whose e-mail address is not registered with Company/Depositories.
f) Members who have not registered their email IDs may download the Notice of 47th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2026 on the website of the Company, https://sfvl.yolasite.com/resources/Sarvottam-Annual%20Report-FY-2025-26.pdf and also available on the CDSL's website at www.evotingindia.com.
g) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or sarvottamfinvest@gmail.comor contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at www.sarvottamfinvest.inand on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

By order of the Board
For **Sarvottam Finvest Limited**
Priyanka Mundhara
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 05.09.2026

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN - L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 22100875;
email: ttfltd@gmail.com; Website:www.ttfltd.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **40th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Tuesday, 29th September, 2026 at 11.00 A. M.** At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.

The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 23.09.2026 to 29.09.2026 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026, to the Members of the Company.

The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.

All the Members are hereby informed that :

a) Remote e-voting will commence on 26.09.2026 at 9.00 A.M. and end on 28.09.2026 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 22.09.2026.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 40th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 22nd September, 2026 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In compliance with Regulation 36 (1) (b) of the Listing Regulations, a letter providing the web-link, including the exact path, where Annual Report for the FY 2025-26 is available, is being sent to those members whose e-mail address is not registered with Company/Depositories.
f) Members who have not registered their email IDs may download the Notice of 40th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2026 onThe website of the Company, https://ttfltd.co.in/wp-content/uploads/2026/09/Tribute-Annual-Report-FY-2025-26.pdf and also available on the CDSL's website at www.evotingindia.com.
g) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ttfltd@gmail.com or contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at **www.ttfltd.co.in** and also on the CDSL's website at **www.evotingindia.com.**

By order of the Board
For **Tribute Trading and Finance Limited**
Smita Jain
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 05.09.2026

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ ২৩০৯০৯৫, ইমেলঃ alliances udyog@gmail.com
CIN): L70100WB1895PLC001021

১২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর ১৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে (বুধবার) দুপুর ১০্টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ০৫.০৯.২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://allianceudyog.co.in-এ পাওয়া যাচ্ছে। কর্পোরেটে বিষয়ক মন্ত্রকের ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র ০৫.০৬.২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83-এর সাথে পঠিত SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেংটস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (LODR রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ইমেল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের কাছে ১৩০তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড-যেকোনো রূপে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ১৩০তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ অনুযায়ী, তাঁরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে অথবা সভায় উপস্থিত হয়ে 'পোলিং পেপার'-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। এই কাজের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে (ক) ১৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করার তারিখ হলো ০৫.০৯.২০২৬ (খ) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে (ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ' তারিখ (নির্ধারিত তারিখ) হলো ২৩.০৯.২০২৬ (ঙ) কোনো ব্যক্তি যদি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ২৩.০৯.২০২৬ তারিখে শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.co.inএ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে (চ) সদস্যরা আরও জেনে রাখতে পারেন যে - i) ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫০্টার পর NSDL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং কোনো প্রস্তাবের (resolution) ওপর ভোট প্রদানের পর সদস্য আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না ii) যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না এবং iii) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যাঁর নাম 'কাট-অফ' তারিখে 'সদস্যদের রেজিস্টার' (Register of Members) অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার'-এ (Register of Beneficial Owners) লিপিবদ্ধ রয়েছে(ছ) সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট http//:allianceudyog.co.in-এ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন। (জ) পরিচালনা পর্ষদ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য 'মেসার্স মনোজ শ অ্যান্ড কোং'-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব মনোজ প্রসাদ শ-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে। (i) ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন অথবা NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com ভিজিট করতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে সদস্যরা উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড সেকশনে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে সদস্যরা NSDL-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন-ঠিকানাঃ ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩। ইমেইলঃ evoting@nsdl.co.in, টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা ও তসংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান মেনে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে 'সদস্যদের রেজিস্টার' (Register of Members) এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বই' (Share Transfer Books) বৃহস্পতিবার, ২৪.০৯.২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-**অরুণ কুমার লোহিয়া**
পরিচালক
DIN): 00613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬

অমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ omniko11979@gmail.com
CIN: L51100WB1979PLCO32376

৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (দূরবর্তী অংশগ্রহণ), ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১০্টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ০৫.০৯.২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.omniholdings.in-এ পাওয়া যাচ্ছে। যেসব সদস্যের ইমেল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের কাছে ৪৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। এই পদক্ষেপটি মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র ০৫.০৬.২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেওয়া হয়েছে উল্লেখ্য যে, এই সার্কুলারগুলোর মাধ্যমে SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (LODR রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি)-এর ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা হয়েছে। ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ (কাট-অফ তারিখ)-এ ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড-যেকোনো রূপে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ৪৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ অনুযায়ী, তাঁরা এজিএম-এর ভেন্যু বা স্থান ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে অথবা এজিএম চলাকালীন 'পোলিং পেপার'-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। এই কাজের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যেঃ (ক) ৪৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ হলো ০৫.০৯.২০২৬ (খ) রিমোট ই-ভোটিং ২৭.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে (ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত তারিখ (cut-off date) হলো ২৩.০৯.২০২৬ (ঙ) কোনো ব্যক্তি যদি এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্যপদ লাভ করেন এবং নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩.০৯.২০২৬-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.co.in এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে (চ) সদস্যরা আরও জেনে রাখতে পারেন যে - i) ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০টার পর NSDL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় (disabled) করে দেওয়া হবে এবং কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের (resolution) ওপর ভোট প্রদান করলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না ii) যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং iii) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যাঁর নাম নির্ধারিত তারিখে 'সদস্যদের রেজিস্টার' (Register of Members) অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার'-এ (Register of Beneficial Owners) লিপিবদ্ধ রয়েছে (ছ) সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.omniholdings.inএ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬-এর সম্পূর্ণ অংশ এবং এজিএম-এর নোটিশ দেখতে পারেন এবং (জ) পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য M/s Manoj Shaw Co.-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিঃ মনোজ প্রসাদ শ-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' (Scrutinizer) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। (i) ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য সদস্যরা এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন অথবা NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com ভিজিট করতে পারেন। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড সেকশনে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা (user manual) দেখে নিতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে সদস্যরা NSDL-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানাঃ ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩। ইমেলঃ evoting@nsdl.co.in টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা ও তসংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য বিধিমালা এবং SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান মেনে চলার স্বার্থে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের জন্য 'সদস্যদের রেজিস্টার' (Register of Members) এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি' (Share Transfer Books) বৃহস্পতিবার, ২৪.০৯.২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

অমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
অরুণ কুমার লোহিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN): 00613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০৯.২০২৬

বালুরঘাটে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের বড় পদক্ষেপ, একাধিক মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁয় হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বালুরঘাট শহরে শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত চলা খাদ্য সুরক্ষা ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের যৌথ অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আধিকারিকরা শহরের একাধিক মিষ্টির দোকান, ফাস্টফুড সেন্টার এবং রেস্তোরাঁয় আচমকা অভিযান চালান। এই অভিযানে পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চও (ইবি) যুক্ত ছিল। বালুরঘাট শহর ছাড়াও কামারপাড়া বাজার এবং হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী বাজারেও একাধিক দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। পরিদর্শনকালে খাবার তৈরির জায়গা, পরিচ্ছন্নতা এবং গুণগত মানে একাধিক মারাত্মক অনিয়ম সামনে এসেছে। তদন্তের সময় কয়েকটি মিষ্টির দোকানে খাবার তৈরির জায়গা অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়। আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেশ কিছু জায়গায় আরশোলা ও মাকড়সা ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। এমনকি মিষ্টি রাখার পাত্রেও আরশোলার পায়ের ছাপ দৃশ্যমান ছিল। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে চকবাজার এলাকার দু'টি মিষ্টির দোকানকে শনি ও রবিবার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার আধিকারিক দল পুনরায় সেখানে গিয়ে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ খতিয়ে দেখবে। অভিযান চলাকালীন ফাস্টফুডের দোকানগুলোতেও বহু অনিয়ম ধরা পড়ে। আধিকারিকরা দু'টি দোকান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ (এক্সপায়ার্ড) পাউরুটিসহ একাধিক খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেন। এছাড়া খাবারে পরিমাণের চেয়ে বেশি ফুড কালার (কৃত্রিম রং) ব্যবহারের অভিযোগও সামনে এসেছে। অনুসন্ধানের পর আধিকারিকরা সমস্ত সন্দেহজনক ও পচে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে দেন। এদিকে শহরের রেস্তোরাঁগুলোর অবস্থা দেখে আধিকারিকদের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। বিরিয়ানি ও অন্যান্য পদ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কেওড়া জল, গোলাপ জল এবং বিভিন্ন ফুড কালারের বোতলে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ (এক্সপায়ারি ডেট)-এর কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে মর্মান্তিক চিত্র ধরা পড়েছে কাঁচামাল রাখার জায়গায়। আধিকারিকদের দাবি, যেখানে কাঁচামাল রাখা ছিল, তার ঠিক পাশেই শৌচাগার অবস্থিত এবং সেখান থেকে নির্গত দুর্গন্ধে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন ছিল। রান্নাঘরে বহু খাবার খোলা অবস্থায় পড়েছিল। পাশাপাশি, চিকেন পকোড়া তৈরির জন্য ফ্রিজারে দীর্ঘদিন ধরে জমিয়ে রাখা মুরগির মাংস উদ্ধার করা হয়, যা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আধিকারিকরা। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক নবনীতা মজুমদার জানান, যুবশ্রী এলাকার একটি নামী রেস্তোরাঁর কোনো বৈধ লাইসেন্সও ছিল না। সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁকে গত বছরেই লাইসেন্স করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং জুলাই মাসেও সতর্ক করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি ব্যবহৃত জল পরীক্ষার রিপোর্ট পেশ করতে বলা হলেও তা করা হয়নি। নবনীতা মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী, একটি রেস্তোরাঁর কাজু ও অন্যান্য বাদামের ওপর ইঁদুর ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। তিনি সাফ জানান, খাদ্য সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দফতরের এই কঠোর অভিযানের পর বালুরঘাটের খাদ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আধিকারিকরা স্পষ্ট সংকেত দিয়েছেন যে, খাবারের গুণমান এবং পরিচ্ছন্নতার নিয়মের সাথে আপস করা দোকানদারদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে এদিন শিক্ষক দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা এবং শিক্ষকদের সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক রূপক সাহা, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি সুবল সাহা।

হাতি ঠেকাতে রাতভর বাজনা, আগুন জ্বেলে ফসল পাহারায় গ্রামবাসী

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দিনের আলো ফোটার আগেই মাঠে ঢুকে পড়ছে হাতির দল। তছনছ করে দিচ্ছে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি। তাই ফসল বাঁচাতে রাতের পর রাত ঘুম উড়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জের ভাউদি বিটের আজনাশুলি ও তালডাঙ্গা মৌজার চাষিদের। সন্ধ্যা নামলেই হাতির হানার আশঙ্কায় মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ছেন গ্রামের মানুষজন। কারও হাতে মশাল, কারও হাতে টর্চ। সঙ্গে থাকছে ঢোল-তাসা, মাদল, কাঁসর-সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। কোথাও আগুন জ্বেলে অনেকটা ক্যাম্প ফায়ারের মতো করে চলছে পাহারা। আলো ও শব্দের

মাধ্যমে হাতির দলকে ফসলের জমি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাউদি বিটের আজনাশুলি, তালডাঙ্গা, মধ্যমকুমারী, খাঁকড়িদাড়া- সহ বিভিন্ন এলাকায় ১২০ থেকে ১৩০টি হাতির একটি দল তাণ্ডব চালাচ্ছে। অভিযোগ, বিঘার পর বিঘা জমির ধান খেয়ে ও পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে হাতির দল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত দশ-বারো দিন ধরে আজনাশুলি এলাকায় হাতির দলের দাপট চলছে। চাষিদের অভিযোগ, বন দফতরের কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন করেও হাতি তাড়ানোর কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়নি। সম্প্রতি গত বুধবার লালগড় রেঞ্জের রেঞ্জারকে ঘেরাও করে স্থায়ী ভাবে হাতি তাড়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় চাষিরা। বন দফতরের দাবি, হাতির দলটিকে এলাকা থেকে সরানোর চেষ্টা করা হলেও এলাকায় পর্যাপ্ত খাবার ও জলের সংস্থান থাকায় হাতির দলটি এলাকা ছেড়ে যেতে চাইছে না। চাষিদের বক্তব্য, সারা বছরের পরিশ্রমের পরে মাঠের ধানই তাঁদের সংসারের অন্যতম ভরসা। এক রাতের হাতির হানায় সেই ফসল নষ্ট হয়ে গেলে শুধু জমির ক্ষতি হয় না, অনিশ্চিত হয়ে পড়ে পরিবারের ভবিষ্যও। বন দফতর জানিয়েছে, হাতির হানায় যাঁদের ফসল নষ্ট হয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

আগস্ট মাসে পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগস্ট ২০২৬-এ ভালো আনলোডিং পারফরম্যান্স প্রদর্শনের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের মজবুত গতি বজায় রেখেছে। এই মাসে সমগ্র জোনে মোট ১,০২১টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা একটি শক্তিশালী ও আশাব্যঞ্জক পণ্য পরিবহনের প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগস্ট ২০২৬-এ অত্যাবশ্যকীয় ও উদ্যোগিক পণ্যসামগ্রীর ধারাবাহিক পরিবহন নিশ্চিত করা অব্যাহত রাখে। এই জোনের বিভিন্ন গুডস শেডে খাদ্যশস্য, খাদ্য-উপযোগী পণ্য, সার, চিনি, কয়লা, লবণ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগনসহ বিভিন্ন পণ্য দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা হয়, যার ফলে সময়মতো পণ্য বিতরণ সম্ভব হয়েছে এবং পণ্য পরিবহন পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পণ্য পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণ করা কাজে নিয়োজিত ছিল। অসমে সর্বাধিক ৫৬০টি রেক আনলোডিং করা হয়, যেখানে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যবাহী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, উদ্যোগিক কার্যকলাপ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। একই সময়ে ত্রিপুরায় ৬৯টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৫টি, মণিপুরে ১৯টি, অরুণাচল প্রদেশে ৮টি এবং মিজোরামে ৬টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩টি এবং বিহারে ১৫১টি রেক পণ্য আনলোড করা হয়। যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য উভয় ধরনের পণ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর ফলে সমগ্র অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক কামকাজ আরও শক্তিশালী হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যের ধারাবাহিক পরিবহন জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সহায়তা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরে কার্যকর তদারকি ফলে টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম কম করা এবং সামগ্রিক আনলোডিং-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আরও সহায়তা করেছে।

আর কিছুক্ষনের মধ্যে ফরাক্কা দিয়ে স্বাভাবিক হবে ট্রেন চলাচল, জানালেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

মিঠুন হালদার, ফরাক্কা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা স্টেশন দিয়ে স্বাভাবিক হতে চলেছে ট্রেন চলাচল। শনিবার সন্ধ্যে নাগাদ নিউ ফরাক্কা

স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে জানান, ট্র্যাক মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর ইঞ্জিন চালানো হবে ওই ট্র্যাকের উপর দিয়ে। সব ঠিক থাকলে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। গীতিকা পাণ্ডে জানান, ট্র্যাক মেরামতির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লাইনে এই মুহূর্তে 'এআরডি চেকিং' করার কাজ চলছে। সেই কারণে 'পাওয়ার ব্লক' নেওয়া রয়েছে। আমরা আশা করছি এক ঘন্টার মধ্যেই গোটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। তারপর এই লাইন দিয়ে ইঞ্জিন চালানো হবে। জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান, নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন যে এলাকায় ধস নেমেছিল তা এখন সমান হয়ে গেছে। ধসের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে এখনও রেল কর্মীরা ক্রমাগত পাইলিং এর কাজ করে চলেছেন। তিনি আরও জানান, পাইলিং-এর পর যে রেল ট্র্যাক পাতা হয়েছে তার 'অ্যালাইনমেন্ট'ও সমান রয়েছে এবং এই এলাকায় আমরা মেশিন ব্যবহার করে 'ট্যাম্পিং' এর কাজ করেছি যাতে 'ফাউন্ডেশন' শক্ত থাকে। প্রসঙ্গত গত বৃহস্পতিবার নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি বিস্তীর্ণ অংশে ধস নামার পর উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শনিবারও পূর্বরেলে ১৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করেছে। ৬০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কয়েকশো রেল কর্মী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে ফের একবার ওই রেললাইন ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে তোলার লড়াই করছেন। রেল কর্মীদের উৎসাহ দিতে গতকাল থেকেই ফরাক্কায় পড়ে রয়েছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। শনিবার সকাল থেকে একাধিকবার তাকে রেল কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে, ভারত মাতার জয়ধ্বনি দিয়ে সকলকে উৎসাহ দিতে দেখা গেছে। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, যেহেতু নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি বড় কাজ হয়েছে তাই এখন এখানে 'কশান' মেনে ট্রেন চলাচল করবে। ট্রেনের গতি এখানে ২০-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে। কিন্তু আমরা কোনও মতেই যাত্রী নিরাপত্তার সঙ্গে সমঝোতা করতে রাজি নই। তাই সবার আগে যাত্রীদের সুরক্ষার দিকটি নজরে রাখতে হচ্ছে। তিনি বলেন, নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এত বড় ভূমিধসের ঘটনা কেন ঘটল এই নিয়ে আমরা আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞদের মতামত নেব। তবে এই এলাকায় আগে এত বড় ভূমি ধসের ঘটনা ঘটেনি। আমরা রেলের বিভিন্ন বিভাগের কাছ থেকেও গোটা বিষয়টি নিয়ে তথ্য নিচ্ছি।

বিঘে জমি জলের তলায়, মাথায় হাত চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কুঁয়ে এবং কোপাই নদীতে হঠাৎ করেই জল বেড়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত বর্ষণের কারণ হঠাৎ করেই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকে। নদীগুলো দু'কুল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করার কারণ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি শতাধিক কাঁচা এবং পাকা বাড়িতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন জলাধারগুলো থেকে জল ছাড়া বন্ধ না হলে বড়ঞা ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, নতুন করে প্লাবিত হতে পারে বেশ কিছু গ্রাম। ইতিমধ্যেই বড়ঞা ব্লকে প্রায় ৫৭০০ হেক্টর কৃষি জমি বন্যার জলে ডুবে গেছে। এর ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধান চাষ। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই এলাকার চাষীদের নিজেদের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কৃষি জমিতে জল ঢুকে যাওয়ায় হাজার হাজার হেক্টর জমির ধান চাষ নষ্ট হয়ে গেছে। কুঁয়ে এবং কোপাই নদীতে জল বাড়তে শুরু করায় গত ২৪ ঘন্টায় বড়ঞা ব্লকের ভারোয়া, চাওয়াহারি, বৈদ্যনাথপুর, সোনা ভারুই, মজলিশপুর, তারাপুর সহ একাধিক গ্রামে বন্যার জল ঢুকতে শুরু করেছে। এই গ্রামগুলোতেই চাষের জমি সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। শনিবার প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন বড়ঞার বিজেপি বিধায়ক সুখেন বাগদি, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার শচীন মক্কার, বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নাজমা খাতুন সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। বন্যার জল

আরও বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় নিচু এলাকা থেকে বেশ কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন। স্থানীয় চাষী বিমান দাস জানান, ধান রোপনের পর প্রচুর পরিশ্রম করে গাছ বড় করে ধান কাটার সময় এখন বন্যার জল ঢুকে সব নষ্ট করে দিয়েছে। হঠাৎ করেই গ্রামে বন্যার জল ঢুকতে থাকায় এলাকার কয়েকশো চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি রাখছি। বড়ঞার বিজেপি বিধায়ক সুখেন বাগদি বলেন, হাজার হাজার বিঘা জমি ধান গাছে সবুজ হয়ে গিয়েছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই চাষীদের ধান কাটার কথা ছিল। কিন্তু এখন সমস্ত জায়গায় জল। চাষীরা যে খরচ করে ধান লাগিয়েছিলেন সেই খরচ এখন উঠবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। আমরা এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ করছি জল ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য। বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার শচীন মক্কার বলেন, নদীতে জল বাড়ার কারণে কিছু এলাকায় জল ঢুকছে। কোথায় কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য আমি এলাকা পরিদর্শন করছি। কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে তা পুলিশকে জানানো হলে আমরা জেলাশাসক বা মহকুমা শাসককে জানানোর ব্যবস্থা করব। বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নাজমা খাতুন বলেন, স্থানীয় বিধায়ক এবং পুলিশ সুপার এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। প্রশাসনের আধিকারিকদেরকে আমরা কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে তা বিস্তারিত জানাচ্ছি।

যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন যুবককে চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন! যুবকের উপর চড়াও হয়ে চপার দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করে। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর কোকওভেন থানার রাতুড়িয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম শেখ আশরাফ (৩৫)। তিনি দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার রাতুড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, হোসেন নামের এক ব্যক্তি আশরাফের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, শনিবার ভোররাতে আশরাফের উপরে চড়াও হন হোসেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আশরাফ। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন আশপাশের বাসিন্দারা। খবর দেওয়া পুলিশকে। এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

আসানসোলে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে ডেঙ্গি সচেতনতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ষার কারণে আসানসোলে ডেঙ্গির ক্রমবর্ধমান আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে প্রশাসন ও সরকার সচেতনতা মূলক প্রচার জোরদার করেছে। শনিবার আসানসোলের ঐতিহাসিক রামসায়ের ময়দান থেকে স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান-এর অধীনে একটি ডেঙ্গি সচেতনতা র‍্যালি বের করা হয়। এই র‍্যালির নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। হাতে পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে মানুষ ডেঙ্গি প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেন। মাইকের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষকে বাড়ি ও তার আশপাশে জল জমতে না দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা হয়। র‍্যালি চলাকালীন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ডেঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই শুধু পুরনিগম বা স্বাস্থ্য দফতরের একার দায়িত্ব নয়, এতে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ আবশ্যক। তিনি সাধারণ মানুষকে আবেদন জানান যেন বাড়ির কুলার, টব, পুরনো টায়ার, ছাদ এবং অন্যান্য স্থানে জল জমতে না দেওয়া হয়। মন্ত্রী জানান, সপ্তাহে অন্তত একদিন বাড়িতে জমিয়ে রাখা জলের পাত্র ও অন্যান্য স্থান পরীক্ষা করে সেগুলি খালি ও পরিষ্কার করা উচিত। এর পাশাপাশি বাড়ির আশপাশের ড্রেন এবং আবর্জনা জমার জায়গাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করাও অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি নাগরিক যদি নিজের দায়িত্ব বুঝে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন হন, তবে যৌথ প্রচেষ্টায় আসানসোলকে স্বচ্ছ, সুস্থ ও ডেঙ্গি-মুক্ত গড়ে তোলার অভিমুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
(একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত ঋণকে 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩(২) ধারার অধীনে ঋণগ্রহীতাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় (যা তারা ব্যাংককে প্রদান করেছিলেন) নোটিশ জারি করা হয়েছিল এছাড়া, নিচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের অবগতির জন্য এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও তাদের বিষয়টি জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	এন.পি.এ -র তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখে বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১	বেহাল কলকাতা	১৫৪৮০৬০০ ০০০০৬০৭০	শান্তি দাস@, প্রয়াত সুনীল কুমার দাসের পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) বাবু দাস, প্রয়াত সুনীল কুমার দাসের পুত্র (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৪।০৭।২০২৬	টাকা ১৯,৭৮.৩০৫ /-

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ- মোট ০৩ কাঠা (কম-বেশি) বা ২১৬০ বর্গফুট আয়তনের জমি এবং তার ওপর অবস্থিত কাঠামোসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি যা মৌজা-বাবুনপুর (জে.এল. নং-১, এল.ও.পি নং-৯)-এর অন্তর্গত। সম্পত্তিটি সি.এস. দাগ নং-১৩৯ ও ১৫৭ (যা এল.আর. দাগ নং-৮৫৪-এর অনুরূপ) এবং এল.আর. খতিয়ান নং-৭৫৯ (বর্তমানে ৩৯৭৯)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, থানা-টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা (পিন-৭৪৩১২২), এ.ডি.এস.আর. অফিস-ব্যারাকপুর এবং রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তিটি ২০২১ সালের দলিল নং-১৫০৫০১৪৭৬ (বুক নং-১, ভলিউম নং-১৫০৫-২০২১, পৃষ্ঠা নং-৫০১৭৮-৫০২১২)-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ-পূর্ব দিকে- খাল পশ্চিম দিকেঃ হীরালাল সরকারের জমি উত্তর দিকেঃ তরুণী বিশ্বাসের জমি দক্ষিণ দিকেঃ ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।

উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং / অথবা তাঁদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, উক্ত নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত /-
(অনুমোদিত কর্মকর্তা) উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

তারিখঃ ২৪।০৭।২০২৬ , স্থানঃ কলকাতা

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) **Name of the Work:** Repairing of Bituminous Road Street No.- 2, 4, 6 & 8 at David Hare, Ward No.- 05, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-036/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5022388_1 • Estimated Amount : 19,90,206/-
Last Date : 21st September 2026, up to 05:00 pm

CORRIGENDUM NOTICE

The Bid Submission Closing Date is extended up to 4.00 PM on 11.09.2026 and Bid Opening Date will be 14/09/2026 after 11.00 AM for the following tenders.

TENDER Ref No.	TENDER ID
WBDMC/COMM/PW/NIT-037/26-27 (2nd Call)	2026_MAD_5019780_1

For details : tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L27204WB1979PLC032215
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২ /৫, শরৎ বোস রোড, সুখ সাগর
ফ্ল্যাট নং ৮এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২০
ইমেলঃ secretarial@stabletrading.in
ওয়েবসাইটঃ www.stabletrading.in ফোনঃ ০৩৩-৪৬০২৩১১৫

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার সকাল ১১.৩০-এ (আইএসটি) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-২ /৫, শরৎ বোস রোড, সুখ সাগর, ফ্ল্যাট নং ৮এ, অষ্টম তল, কলকাতা-৭০০০২০-তে অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.stabletrading.in), এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।
কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যদের ডাক ঠিকানায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা-র বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী-কোম্পানি সদস্যদের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ('রিমোট ই-ভোটিং') সুবিধা প্রদান করছে, যাতে তাঁরা 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' -এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের ভোট দিতে পারেন।
সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শনিবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০টার (আইএসটি) পর আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর NSDL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে সদস্য একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য 'কাট-অফ তারিখ' হিসেবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)-কে নির্ধারণ করা হয়েছে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের 'পেইড-আপ ভ্যালু' বা পরিশোধিত মূল্যের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি দূরবর্তী ই-ভোটিং -এর জন্য ইতিমধ্যেই NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যে সকল সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সভায় ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলির জন্য সদস্যদের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা' দেখতে পারেন অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ঠিকানাঃ ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.com-এ ই-মেইল বা ০২২ ৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। এছাড়া, অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্টস লিমিটেড-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জে.কে. সিঙ্গলা (ঠিকানাঃ অলঙ্কিত হাউস, ৪ই /২, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নয়াদিল্লি-১১০ ০৫৫, ভারত)-এর সাথে rta@alankit.com ই-মেইল ঠিকানায় বা ০১১ ৪২৫৪১২৩৪ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। যেসব ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার ডিমেট মোডে সিকিউরিটিজ বা শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে Access to NSDL e-Voting system (NSDL ই-ভোটিং সিস্টেমে প্রবেশ)-এর অধীনে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে পারেন। যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে (কাগজের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) শেয়ার ধারণ করছেন অথবা কোম্পানি বা আরটিএ -র কাছে তাঁদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত করেননি, তাঁরা নিজেদের ই-মেইল আইডি নথিভুক্ত করার মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর অনুষ্ঠিত ভোটের ফলাফল সভা সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। চেয়ারম্যান বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার পরপরই, স্ক্রুটিনাইজারের (নিরীক্ষক) প্রতিবেদনসহ উক্ত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.stabletrading.in) এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জকেও এই ফলাফল অবহিত করা হবে।

স্টেবল ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
আনন্দ গর্গ
পরিচালক
ডিআইএন ঃ ০৭২৫৬০৬৩

স্থানঃ গুরুগ্রাম
তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেড
CIN: L17299WB1981PLC033331
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২ /৫, শরৎ বোস রোড, সুখ সাগর ফ্ল্যাট নং ৮এ, অষ্টম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০২০
ইমেলঃ secretarial@sudhaapparels.com
ওয়েবসাইটঃ www.sudhaapparels.com

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার সকাল ১০.৩০-এ (আইএসটি) কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-২ /৫, শরৎ বোস রোড, সুখ সাগর, ফ্ল্যাট নং ৮এ, অষ্টম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০-তে অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.sudhaapparels.com), এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত সকল সদস্যের ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা (এর সাথে কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ বা 'লিস্টিং রেগুলেশনস'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী), কোম্পানি সদস্যদের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড -এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ('রিমোট ই-ভোটিং') সুবিধা প্রদান করছে।
সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শনিবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০টার (আইএসটি) পর আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না। উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর NSDL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে সদস্য একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য 'কাট-অফ তারিখ' হিসেবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)-কে নির্ধারণ করা হয়েছে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের 'পেইড-আপ ভ্যালু' বা পরিশোধিত মূল্যের ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বুধবার)-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ জানিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, দূরবর্তী ই-ভোটিং -এর জন্য কোনো ব্যক্তি যদি ইতিমধ্যে NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যে সকল সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সভায় ভোট দিতে পারবেন। যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলির জন্য সদস্যদের এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলি ভালোভাবে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি' এবং 'রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ঠিকানাঃ ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.com-এ ই-মেইল বা ০২২ ৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। এছাড়া অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্টস লিমিটেড-এর ডিজিএম শ্রী জে.কে. সিঙ্গলা-র সাথেও যোগাযোগ করা যেতে পারে (ঠিকানাঃ অলঙ্কিত হাউস, ৪ই /২, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নয়াদিল্লি-১১০ ০৫৫, ভারত ই-মেইলঃ rta@alankit.com টেলিফোনঃ ০১১-৪২৫৪১২৩৪)। যেসব ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার ডিমেট মোডে সিকিউরিটিজ বা শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে Access to NSDL e-Voting system (NSDL ই-ভোটিং সিস্টেমে প্রবেশ)-এর অধীনে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারেন। যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে (কাগজের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) শেয়ার ধারণ করছেন অথবা কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাঁদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেননি, তাঁরা নিজেদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোটিং-এর ফলাফল এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। চেয়ারম্যান অথবা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি ফলাফল ঘোষণার পরপরই, স্ক্রুটিনাইজারের (পর্যবেক্ষক)-এর রিপোর্টসহ সেই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.sudhaapparels.com) এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জকেও এই ফলাফল জানানো হবে।

সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
যোগেশ শর্মা
হোল-টাইম ডিরেক্টর
DIN: 10725585

তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থানঃ গুরুগ্রাম

DECILLION FINANCE LIMITED
CIN: L65999WB1995PLC067887
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata - 700001
Email: info@decillion.co.in ; **Website:** www.decillion.co.in

NOTICE OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of M/s. Decillion Finance Limited ('the Company") for the Financial Year 2025-26 is scheduled to be held on Tuesday, 29th September, 2026 at 2:00 pm (IST) at the "B B D Bag Professional Association", "Commerce House", 2A Ganesh Chandra Avenue, 4th Floor, Room No: 1, Kolkata-700013 to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM ("the Notice").

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder, Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Notice of the 32nd AGM along with Annual Report for Financial Year 2025-26 have been sent through e-mails to those members whose e-mail ids are registered with the Depository Participant(s) / Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company, M/s. Niche Technologies Pvt Ltd, as the case may be, and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant (s) or RTA as on 21st August, 2026, at their respective postal addresses in the permitted mode. The dispatch of AGM Notice along with Annual Report is completed on 5th September, 2026. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.decillion.co.in, website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is providing to its members, the facility of remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The remote e-voting will commence on **Saturday, 26th September, 2026 at 9.00 A.M. and end on Monday, 28th September, 2026 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, the members of the Company holding shares as on the cut-off date (record date), i.e., 22nd September, 2026 may cast their vote electronically. Details of the process and manner of remote e-voting are furnished in the said Notice.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., **22nd September, 2026** may approach the Company for issuance of the User Id and Password for exercising their right to vote by electronic means. A person who ceases to be a Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this notice, shall treat the same for information purpose only. The Company is also offering the facility for voting by way of polling papers/ballot papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not casted their vote through remote e-voting. However, Members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote again. If a Member cast votes by both modes i.e., remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid. Mr. Anand Khandelia (FCS: 12294), Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting by ballot in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members of the Company will remain closed from 23rd September, 2026 to 30th September, 2026 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the Financial Year 2025-26.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Decillion Finance Limited
Sd/-
Yogesh Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date : 6th September, 2026

Kaushal Investments Ltd.
Regd. Office: 3, Bentinck street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001
Email: info@kaushalinvest.com ; **Website:** www.kaushalinvest.com
CIN: L65993WB1981PLC033363

NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting ("AGM") of M/s. Kaushal Investments Limited ('the Company") for the Financial Year 2025-26 is scheduled to be held Tuesday, 29th September, 2026 at 3:00 pm (IST) at the "B B D Bag Professional Association", "Commerce House", 2A Ganesh Chandra Avenue, 4th Floor, Room No: 1, Kolkata-700013 to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM ("the Notice").

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder, Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Notice of the 45th AGM along with Annual Report for Financial Year 2025-26 have been sent through e-mails to those members whose e-mail ids are registered with the Depository Participant(s) / Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company, M/s. Niche Technologies Pvt Ltd, as the case may be, and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant (s) or RTA as on 21st August, 2026, at their respective postal addresses in the permitted mode. The dispatch of AGM Notice along with Annual Report is completed on 5th September, 2026. The aforesaid documents are also available on the Company's website at info@kaushalinvest.com, website of the CSE at https://www.cse-india.com/ and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is providing to its members, the facility of remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The remote e-voting will commence on **Saturday, 26th September, 2026 at 9.00 A.M. and end on Monday, 28th September, 2026 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, the members of the Company holding shares as on the cut-off date (record date), i.e., **22nd September, 2026** may cast their vote electronically. Details of the process and manner of remote e-voting are furnished in the said Notice.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., 22nd September, 2026 may approach the Company for issuance of the User Id and Password for exercising their right to vote by electronic means. A person who ceases to be a Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this notice, shall treat the same for information purpose only. The Company is also offering the facility for voting by way of polling papers/ballot papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not casted their vote through remote e-voting. However, Members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote again. If a Member cast votes by both modes i.e., remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid. Mr. Anand Khandelia (FCS: 5841), Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting by ballot in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members of the Company will remain closed from 23rd September, 2026 to 30th September, 2026 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the Financial Year 2025-26.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Kaushal Investments Ltd.
Sd/-
Virendra Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date :6th September, 2026

২২ সেপ্টেম্বর 'সুজুকি কাপে' মুখোমুখি দুই দেশ

এশিয়াডের আগেই ইতিহাসের পাতায় ভারত-জাপান ক্রিকেট দ্বৈরথ

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। ফুটবল মাঠে একাধিকবার মুখোমুখি হলেও এবার প্রথমবার ক্রিকেটের বাইশ গজে দ্বৈরথে নামতে চলেছে ভারত ও জাপান। এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একে

অপরের বিরুদ্ধে খেলবে দুই দেশ। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে। ম্যাচটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সুজুকি কাপ'। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের তোচিগি প্রিফেকচারের সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ভারত ও জাপান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং জাপান ক্রিকেট সংস্থা যৌথভাবে এই ম্যাচ আয়োজনের কথা জানিয়েছে। খেলাধুলাকে দুই দেশের বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ। এই বিশেষ ক্রিকেট ম্যাচের নেপথ্যে রয়েছে দুই দেশের বৃহত্তর কূটনৈতিক ও ক্রীড়া সহযোগিতা। প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ' ৭৫' নামে একটি চুক্তিতে সই করেছেন। সেই চুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবেই ভারত-জাপান ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দুই দেশের সম্পর্কের ৭৫তম বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে ভারত ও জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বার্তাও তুলে ধরা হবে। শুধু ক্রিকেট নয়, আন্তর্জাতিক ক্রী।াঙ্গনে ভবিষ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রেও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক আয়োজনের জন্য ভারতের দাবির পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে জাপান। ফলে ভারত-জাপান ক্রিকেট ম্যাচটি নিছক একটি প্রদর্শনী ম্যাচের গণ্ডি পেরিয়ে দুই দেশের ক্রী।া কূটনীতিরও প্রতীক হয়ে উঠতে চলেছে। বিসিসিআইয়ের বোর্ড সচিব দেবজি সাইকিয়া এই ম্যাচকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে বিসিসিআই গর্বিত। তাঁর মতে, ভারতীয় দলের জাপানে খেলতে যাওয়া শুধু একটি নতুন দেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলা নয়, বরং পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাইকিয়া আরও জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত গণ্ডির বাইরে ক্রিকেটকে ছ।ায়ে দেওয়ার বিষয়ে বিসিসিআই দীর্ঘদিন ধরেই আগ্রহী। বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ক্রিকেট বোর্ড হিসেবে নতুন দেশগুলিতে ক্রিকেটের পরিকাঠামো ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করার দায়িত্ব রয়েছে বলেও মনে করে বোর্ড। জাপানে ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে বিসিসিআই। জাপান ক্রিকেট সংস্থার কাছেও এই ম্যাচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতকে নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ জানাতে পারাকে জাপানের ক্রিকেটে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে দেখছে তারা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে জাপানের অবস্থান ৪১তম। সেই জায়গায় দাঁ।িয়ে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার সুযোগ জাপানের ক্রিকেটারদের জন্য ব। অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আরও একটি কারণে ভারত-জাপান ম্যাচটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে নাগোয়ায় শুরু হবে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। আয়োজক দেশ জাপান ২৪ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযান শুরু করবে। অন্যদিকে ভারত সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে এবং তাদের ম্যাচ ২৮ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ এশিয়াডের ঠিক আগে ২২ সেপ্টেম্বরের এই ম্যাচ দুই দলের কাছেই প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে। জাপানের ক্রিকেটাররা নিজেদের ঘরের মাঠে শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে খেলে ব। টুর্নামেন্টের আগে আত্মবিশ্বাস বা।ানোর সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে ভারতের ক্রিকেটারদের কাছেও জাপানের পরিবেশ ও মাঠের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এটি হতে পারে কার্যকর প্রস্তুতি। ফলে ভারত-জাপানের প্রথম ক্রিকেট দ্বৈরথ শুধু দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ই নয়, এশিয়াডের আগে দুই দলের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ক্রিকেটকে পূর্ব এশিয়ায় আরও ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সুজুকি কাপ' কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণের আগে দীপ্তি শর্মার বার্তা

'আমরা সবসময় এক পা এগিয়ে'

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা, প্রত্যাশা এবং বাড়তি চাপ। দুই দেশের ক্রিকেটীয় দ্বৈরথের ইতিহাসে এই ম্যাচের গুরুত্ব সবসময়ই আলাদা। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, বিশেষ করে মহিলা ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতই অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই শনিবার দুবাইয়ে এশিয়া কাপের মঞ্চে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চলেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। মহারণের আগে অবশ্য আত্মবিশ্বাসের কোনও ঘাটতি নেই ভারতীয় শিবিরে। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামলে ভারত বরাবরই কিছুটা এগিয়ে থাকে। তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে প্রতিপক্ষকে নিয়ে যথেষ্ট সম্মানও। দীপ্তির কথায়, এই ম্যাচে কেউ কখনও বাড়তি সুবিধা পায় না। তবে একটা কথা বলতেই হয়, আমরা ওদের বিরুদ্ধে বারবার জিতেছি। সেটা এশিয়া কাপে হোক বা অন্য কোনও জায়গায়। আমরা সবসময় ওদের থেকে এক পা এগিয়ে থাকি। সেটাই আসল। ভারত-পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেটের সাম্প্রতিক ইতিহাসও দীপ্তির বক্তব্যকে সমর্থন করে। ওয়ানডে ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ম্যাচ হারেনি ভারত। টি-টোয়েন্টি তেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দাপট যথেষ্ট বেশি। ২০২২ সালে শেষবার পাকিস্তানের কাছে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারতে হয়েছিল ভারতকে। এরপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিবেশী দেশটির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে ভারতীয় দল। সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় পেয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন দীপ্তি নিজেই। মাত্র ১০ রান খরচ করে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন-আপকে কার্যত ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। ফলে শনিবারের ম্যাচের আগে তাঁর উপরও থাকবে বাড়তি নজর। তবে এবারের এশিয়া কাপে ভারত ইতিমধ্যেই নিজেদের জায়গা সেমিফাইনালে নিশ্চিত করে ফেলেছে। থাইল্যান্ড এবং হংকংয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে টুর্নামেঃট নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে হরমনপ্রীতদের দল। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ভারতের কাছে মূলত নিয়মরক্ষার হলেও, প্রতিপক্ষের নাম পাকিস্তান হওয়ায় ম্যাচটির গুরুত্ব একেবারেই কমছে না। বরং এই ম্যাচকে নিজেদের প্রস্তুতির সুযোগ হিসেবেই দেখতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শুধু ক্রিকেটের লড়াই নয়, দুই দেশের কোটি কোটি সমর্থকের আবেগেরও প্রতিচ্ছবি। এশিয়া কাপের মঞ্চে ফের মুখোমুখি হওয়ার আগে তাই উত্তেজনার পারদ চড়ছে দ্রুত। মাঠে নামার আগেই টিম ইন্ডিয়ার তারকার আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য সেই উত্তেজনায় আরও ইন্ধন জুগিয়েছে। 'আক্ষক সবসময় এক পা এগিয়ে'-এই বার্তা থেকেই পরিষ্কার, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে কোনও ঘাটতি রাখতে চাইছে না ভারত।

টিম ইন্ডিয়ার ঠাসা সূচি নিয়ে নতুন ভাবনা

আইপিএলে ব্যস্ত, বিদেশে বিপর্যস্ত! টিম ইন্ডিয়ার 'হাল ফেরাতে' সূচি বদলের পথে বিসিসিআই

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর ঃসারা বছরই ক্রিকেট। একের পর এক সিরিজ, টুর্নামেন্ট আর আইপিএলের ব্যস্ততার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ প্রায় নেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বিদেশের মাটিতে দলের পারফরম্যান্সে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে সফরের আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় না পাওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠছে। এবার এই সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচি নিয়েই নতুন করে ভাবতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ায় হতাশাজনক ফলের পর ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। সামনে অপেক্ষা করছে নিউজিল্যান্ডের কঠিন সফর। কিন্তু সমস্যার জায়গাটা শুধু দলের পারফরম্যান্স নয়, সফরের আগে প্রস্তুতির জন্য হাতে থাকা সময় নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বোর্ডের। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ২০২৫ সালের ইংল্যান্ড সফর। ওই বছর আইপিএল শেষ হয়েছিল ৩ জুন। তার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ২০ জুন থেকে শুরু হয়ে যায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। অর্থা বিশ্বের অন্যতম কঠিন কন্ডিশনে পাঁচ দিনের ক্রিকেটে নামার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাতে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় ছিল না। এই পরিস্থিতি বদলাতেই এবার অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছে বিসিসিআই। ভবিষ্যতে ' ট্যুরস প্রোগ্রাম' বা এফটিপি তৈরির সময় সিরিজগুলির মধ্যে যথেষ্ট বিরতি রাখা এবং বিদেশ সফরের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের ব্যবস্থা করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। সম্প্রতি মুম্বইয়ে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স ও ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে বিসিসিআইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর বোর্ড সচিব দেবজি সইকিয়া ঠাসা ক্রিকেট সূচির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সারা বছরে এত বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা যেমন বড় চ্যালেঞ্জ, তেমনই ক্রিকেটারদের জন্যও এই ব্যস্ততা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সইকিয়ার মতে, ভবিষ্যতে এফটিপি তৈরি করার সময় ক্রিকেটারদের বিশ্রাম এবং প্রস্তুতির বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ' দেশগুলিতে সফরের আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যাতে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমেই সূচিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবে বিসিসিআই। তবে অতিরিক্ত ক্রিকেটের প্রভাব শুধু পারফরম্যান্সেই সীমাবদ্ধ নেই। ক্রিকেটারদের চোটের সংখ্যাও বাড়ছে। টানা ম্যাচ খেলার কারণে শারীরিক ও মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে বোর্ড। ইংল্যান্ড সফরের উদাহরণ দিয়ে সইকিয়া জানিয়েছেন, ওই সিরিজে ভারতের ১৫ জন ক্রিকেটার অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সিরিজ চলাকালীনই তিন থেকে চার জন ক্রিকেটার চোটে পড়েন। তার আগে তাঁরা প্রায় দু'মাস ধরে আইপিএলে খেলেছিলেন। ফলে

একটানা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের চাপ যে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে, তা স্পষ্ট। বিসিসিআইয়ের সামনে তাই এখন বড় প্রশ্ন-আইপিএল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে তৈরি করা যায়। কারণ দেশের মাটিতে আইপিএলের মতো দীর্ঘ ও জনপ্রিয় প্রতিযোগিতার পরপরই যদি ক্রিকেটারদের কঠিন বিদেশ সফরে পাঠানো হয়, তাহলে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যেমন কঠিন হয়, তেমনই চোটের আশঙ্কাও বাড়ে। সব মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়ার বিদেশ সফরের পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্য শুধু ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি নয়, গোটা ক্রিকেট সূচির কাঠামোতেই পরিবর্তন আনার কথা ভাবছে বিসিসিআই। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, বিদেশের কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়ার সময় এবং প্রস্তুতি ম্যাচ-এই তিন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতের সূচি তৈরি করাই এখন বোর্ডের লক্ষ্য। এবার সেই পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, সেটাই দেখার।

মেসির জন্য নিয়ম ভেঙে ম্যাচ থামালেন দর্শকরা!

৫ সেপ্টেম্বর ঃ লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণার পর থেকেই আবেগে ভাসছে আর্জেন্টিনা। দেশের ফুটবলমহলে সদ্য প্রাক্তন অধিনায়ককে সম্মান জানাতে বিশেষ পরিকল্পনা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার জন্য অপেক্ষা করলেন না সমর্থকেরা। কোপা আর্জেন্টিনার ম্যাচেই মেসির প্রতি ভালোবাসার নজির গড়লেন তাঁরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, ম্যাচ থামিয়ে দিতে হল রেফারিকে। আগামী সপ্তাহে আর্জেন্টিনার পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ম্যাচে খেলা শুরুর ১০ মিনিট পর এক মিনিটের জন্য খেলা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করেছে এএফএ। মেসির ১০ নম্বর জার্সির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই সময় গ্যালারির দর্শকেরা হাততালি দেবেন। ম্যাচ শুরুর আগে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হবে মেসিকে নিয়ে তৈরি বিশেষ ভিডিও। কিন্তু তার আগেই শ্রদ্ধা জানিয়ে দিলেন আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা। কোপা আর্জেন্টিনার কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল বোকা জুনিয়র্স ও ভেলেজ সার্সফিল্ড। ম্যাচের ১০ মিনিট পেরোতেই গ্যালারি থেকে শুরু হয় 'মেসি মেসি' স্লোগান। মুহূর্তের মধ্যে সেই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্টেডিয়ামে। পরিস্থিতি বুঝে রেফারি খেলা থামিয়ে দেন। মাঠে থাকা দুই দলের ফুটবলাররাও দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই ম্যাচে বোকা জুনিয়র্সের হয়ে খেলছিলেন মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনার্দো পারেদেস। অন্যদিকে ভেলেজের জার্সিতে ছিলেন ম্যানুয়েল ল্যানজিনি। তাঁরাও যোগ দেন সেই আবেগঘন মুহূর্তে। মাঠের ফুটবলারদের একাংশ হাততালি দিয়ে সম্মান জানান মেসিকে। গ্যালারি জুড়ে তখন একটাই নাম-'মেসি। গত ৩১ আগস্ট আর্জেঃটিনার নীল-সাদা জার্সিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এলএম১০। এরপর থেকেই তাঁকে ঘিরে আবেগ তুঙ্গে।

দার্জিলিঙে কাফু, শেরপার সাজে পাহাড় সফর, উত্তরবঙ্গের ফুটবলে নতুন স্বপ্ন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ নাম মার্কোস ইভাঞ্জেলিস্তা দে মোয়েস। তবে এই দীর্ঘ নামের সঙ্গে ফুটবলপ্রেমীদের পরিচয় খুব বেশি নয়। গোটা বিশ্ব তাঁকে চেনে এক নামেই-কাফু। ব্রাজিলের দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য এবং প্রাক্তন অধিনায়ক এবার পা রাখতে চলেছেন বাংলায়। শুধু কলকাতা নয়, তাঁর সফরের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে দার্জিলিং। পাহাড়ের পথে হুডখোলা জিপে ঘুরবেন বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি। এমনকী শেরপার ঐতিহ্যবাহী পোশাকেও দেখা যেতে পারে তাঁকে। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন কাফু। রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর সড়কপথে তিনি যাবেন দার্জিলিঙে। রবিবার রাত পাহাড়েই কাটাবেন ব্রাজিলের এই কিংবদন্তি। সেখানে তাঁকে ঐতিহ্যবাহী খাদা ও কুকরি উপহার দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। লেবাং স্টেডিয়ামে হুডখোলা জিপে তাঁকে ঘোরানো হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে নিছক ভ্রমণ নয়, কাফুর এই বাংলা সফরের পিছনে রয়েছে বড়সড় ক্রীড়া ও পর্যটন পরিকল্পনা।

দার্জিলিঙে প্রায় ৪০ একর জমির উপর তৈরি হতে চলেছে ' হিলস স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলনেস রিসর্ট'। শতাব্দীপ্রাচীন চা-বাগান সংস্থা আর্য টি কোম্পানি লিমিটেডের উদ্যোগে প্রায় ২১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে এই প্রকল্প। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর কাফুর উপস্থিতিতেই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রিসর্টে থাকবে ১০০-র বেশি বিলাসবহুল ঘর ও ভিলা। ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস-সহ বিভিন্ন খেলার পরিকাঠামোর পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য থাকবে অল-টেরেন ভেহিকল। প্রকল্পটি ২০৩১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে এই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উত্তরবঙ্গের ফুটবল প্রতিভা তুলে আনার পরিকল্পনা। তৈরি হতে চলেছে দুটি ফুটসল দল-' ওয়ারিয়র্স' এবং ' বেঙ্গল ফাইটার্স'। দার্জিলিং ওয়ারিয়র্সে পাহাড়ের প্রতিভাবান ফুটবলারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্যদিকে নর্থ বেঙ্গল ফাইটার্সের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দিনাজপুরের তরুণ প্রতিভাদের সামনে আনার লক্ষ্য রয়েছে। শুধু দল তৈরি করেই থামতে চাইছে না উদ্যোক্তারা। স্থানীয় কোচদের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞ ফুটবলার ও প্রশিক্ষকদের এনে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৩ ও অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য লিগে দল নামানোর পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৪ ফুটসল এবং সিনিয়র পুরুষ ও মহিলা ফুটসল দল গড়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে এআইএফএফ এবং আইএফএ-র অ্যাকাডেমি অ্যাক্রেডিটেশন পাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। আরও বড় পরিকল্পনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান ফুটবলারদের ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ফুটবলসমৃদ্ধ দেশে পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ করে দিতে চান উদ্যোক্তারা। তাঁদের লক্ষ্য, স্থানীয় প্রতিভাদের শুধু প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়, আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের জন্য তৈরি করা। ফলে কাফুর সফরকে ঘিরে পাহাড়ে যেমন তৈরি হয়েছে উন্মাদনা, তেমনই উত্তরবঙ্গের ফুটবল মহলেও দেখা দিয়েছে নতুন আশার আলো। পর্যটন, ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং স্থানীয় প্রতিভা বিকাশ-এই তিনকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই উদ্যোগ বাস্তবে কতটা সফল হয়, এখন সেদিকেই নজর।

পাকিস্তান ক্রিকেটে নকভির বিরুদ্ধে দায় এড়ানোর অভিযোগ

পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের বিস্ফোরণ, কোচ-খেলোয়াড়ের পর এবার আকিব জাভেদকে সরানোর পথে নকভি

পাকিস্তান ক্রিকেটে যেন কিছুতেই কাটছে না অস্থিরতা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে একের পর এক ধাক্কা, কোচ বদল, ক্রিকেটারদের বাদ দেওয়া-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, এবার প্রধান নির্বাচক আকিব জাভেদের চাকরিও যেতে পারে। একসময় নকভির অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন আকিব। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে পাকিস্তান ক্রিকেটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং একের পর এক বিতর্কের পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এবার সেই ব্যর্থতার দায় তাঁর ঘা।ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রথম দুই টেস্টে হারের পর দলের অঃদরের সমস্যাগুলিও প্রকাশ্যে চলে আসে। সিরিজের মাঝপথেই টেস্ট স্কোয়াডে ব।স। পরিবর্তন করা হয়। সাতজন ক্রিকেটারকে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অভিযোগ, কয়েকজন ক্রিকেটার নিজেদের বাদ প।ার খবর সরাসরি বোর্ডের কাছ থেকে নয়, বরং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। এর পাশাপাশি কোচিং স্টাফেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশও বোর্ডের কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে আকিব জাভেদকে সরানোর সম্ভাবনা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমালোচকদের বক্তব্য, দলের ব্যর্থতার দায় শুধু কোচ বা ক্রিকেটারদের উপর চাপিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ দল

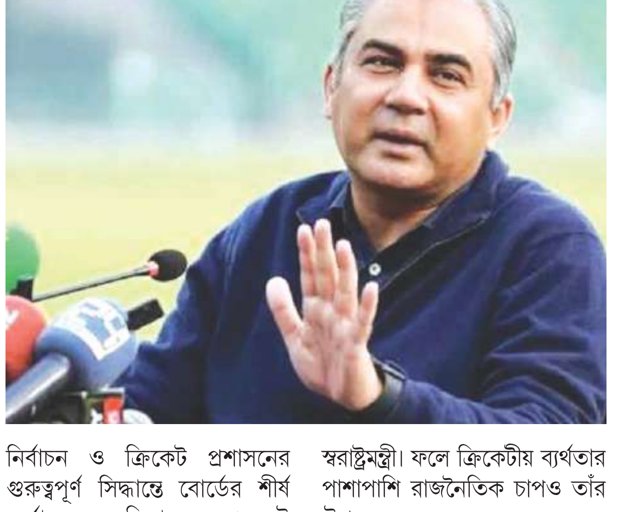

নির্বাচন ও ক্রিকেট প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। সেই জায়গা থেকেই নকভির বিরুদ্ধে দায় এ।িয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। নকভির অবস্থানও এই মুহূর্তে বেশ স্পর্শকাতর। পিসিবি চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে ক্রিকেটীয় ব্যর্থতার পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপও তাঁর উপর রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। সেই কারণেই ব্যর্থতার দায় অন্যদের উপর চাপিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এর মধ্যেই পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেস্পির মন্তব্য বিতর্ক আরও বা।িয়েছে। পাকিস্তান দলের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার দাবি করেছেন, দলের ক্রিকেটাররা অনেক সময় ভয় নিয়ে খেলেন। আকিব জাভেদের পরিকল্পনা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।গিলেস্পির বক্তব্য, পাকিস্তান ক্রিকেটে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, যেভাবে মানুষ প্যাঃট বদলায়, সেভাবে ওরা সিদ্ধান্ত বদলায়। ফলে কোচ ও ক্রিকেটারদের পর এবার নির্বাচকও যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পাকিস্তান ক্রিকেটে অস্থিরতা আরও বা।বে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এখন দেখার, আকিব জাভেদের ভবিষ্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবি এবং সেই সিদ্ধান্তে দলের সমস্যার কতটা সমাধান হয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com